ঘূর্ণি

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম্‌-এ

দাম দেড় টাকা

প্রকাশক

শ্রীরাধেশ রায়

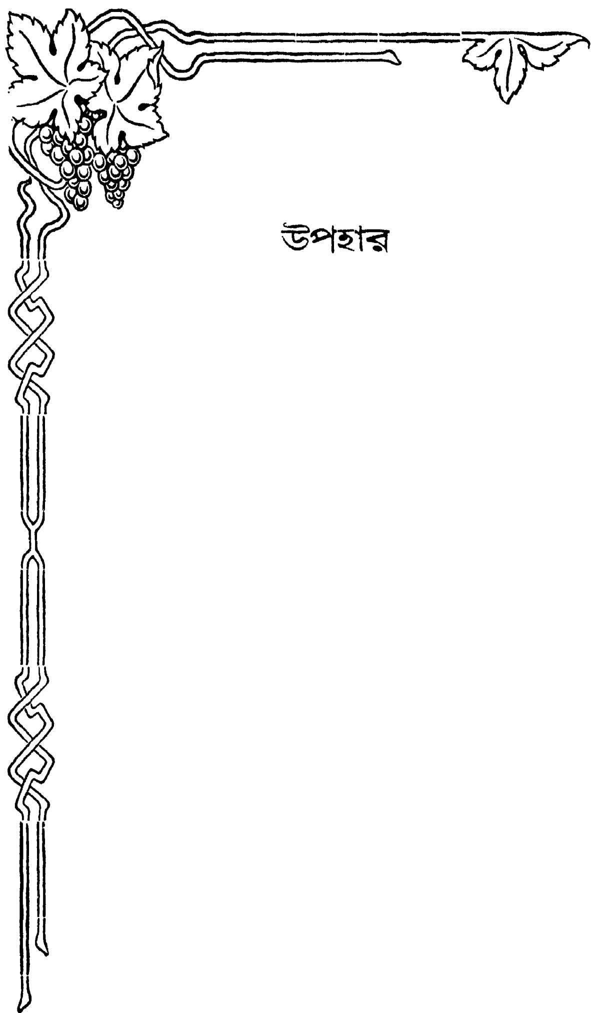
পি, ১৬৬, রসারোড সাউথ,

কালীঘাট।

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,

বাণী প্রেস,

৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।



উপহার

উৎসর্গ

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডি, লিট্, মহোদয়

করকমলেষু

১৯৩

ঘূর্ণি

১

বেলা দুপুর অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে ; আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হইলেও আজ কয়দিন হইতে বৃষ্টির নামগন্ধ নাই ;—আকাশটা যেন একেবারে দেউলিয়া হইয়া গিয়া শুক্‌নো খট্‌খটে হইয়া উঠিয়াছে।

একটা একতালা কোঠাবাড়ীর ভিতর-উঠানের একপাশের একটা মেটে পাতা-ছাওয়া রান্নাঘরের মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া একটি ষোল-সতের বৎসর বয়সের মেয়ে কাহার যেন প্রতীক্ষায় বাহিরের দিকে উন্মুখ হইয়া বার বার চাহিতেছিল।

হঠাৎ বাহিরে দূরে একজোড়া জুতাশুদ্ধ পায়ের খট্‌ খট্‌ শব্দ শুনা গেল। মেয়েটির চোখে মুখে এতক্ষণ বেশ রীতিমত একটা উৎকণ্ঠার ভাব দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ এই পদশব্দে সেটা কোথায়

অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং তাহার পরিবর্ত্তে তার মুখে চোখে এমন একটি ভাব ফুটিয়া উঠিল, যাহার দিকে চাহিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, তার মধ্যে চাঞ্চল্য বা উৎকণ্ঠার লেশমাত্র নাই—কোন কালে ছিলও না।

জুতার শব্দ রান্নাঘরের কাছ বরাবর আসিয়া যখন শরীরী হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল, যে-লোকটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ-বৎসর বয়সের যুবক এবং তাহার চেহারাখানা নেহাৎ মন্দ নয়। আর তা'ছাড়া তার মুখ দেখিয়া আর একটা জিনিষ যা বোঝা গেল তা এই যে, সে সম্প্রতি অনেক দূর হইতে হাটিয়া আসিতেছে এবং যে পথ দিয়া আসিয়াছে তার ত্রিসীমানার মধ্যে কোথাও গাছপালার চিহ্ন মাত্র নাই।

তার ফর্সা মুখখানা একেবারে রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, বিশেষ করিয়া তার কানের আর নাকের ডগাগুলো; এবং তার মাথার চুলগুলো এমনি রুক্ষ এবং এলোমেলো যে দেখিলে মনে হয়, এক মাসের এদিকে তার মাথায় তেল বা জলের ছিটা-ফোঁটা পর্য্যন্ত পড়ে নাই। তার গায়ের আধ-ময়লা পিরানটা ঘামে একেবারে সপ্-সপ্ করিতেছিল, নিংড়াইলে বোধ হয় জল পড়ে,—এমনি অবস্থা।

যুবক রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া ভিতর দিকে উঁকি মারিয়া একবার চাহিতেই,—মেয়েটি দরজার দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিল,—দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইল। সেই দিকে চাহিয়াই যুবক মুখ টিপিয়া একবার একটু মুচ্‌কিয়া হাসিল। তার-

ঘূর্ণি

পর চৌকাঠের বাহিরে জুতাজোড়াটাকে খুলিয়া রাখিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া অত্যন্ত বে-খাপ্পা-ভাবে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া মেঝের উপর ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ সে আপনার মনে বিড়-বিড় করিয়া বকিয়া যাইতে লাগিল, "যাক্ বাবা, আজ যে মানে মানে প্রাণটা নিয়ে বেঁচে আস্‌তে পেরেছি, এই না ভাগ্যি ;—লাঠিটা যে মাথায় না প'ড়ে পিঠে পড়েছিল তাই রক্ষে, তা না হলে আজ দফা সেরেছিল আর কি।" এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ নিজের পিঠটার উপর হাতটাকে একবার ঠেকাইয়াই সে বলিয়া উঠিল, "উঃ—কি ভয়ানক ব্যথা, বাপ্‌রে! হাত দেবার যো নেই!—ঐ লাঠিটে যদি পিঠে না প'ড়ে মাথায় পড়তো, তা'হলেই হয়েছিল আর কি!—" কথাটা শেষ করিয়াই যুবক আড়-চোখে একবার মেয়েটির দিকে চাহিল, মেয়েটি কিন্তু কোন' কথা বলিল না এবং একটু নড়িলও না, সে যেমন ও-পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল তেমনিই শুইয়া রহিল।

যুবক মনে মনে আবার একটু হাসিল, তারপর অস্ফুট স্বরে বিড়-বিড় করিয়া বকিতে সুরু করিয়া দিল। "পিঠটা থেত্‌লে গেছে শুধু,—হাড়-টাড় ভাঙ্গেনি বোধ হয়, তা'হলে কি আর ফিরে আসতে হোতো,"—এত অবধি বলিয়াই যুবক আর একবার মেয়েটির দিকে চাহিল, এবং মেয়েটি একটু-একটু করিয়া নড়িয়া চাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া হঠাৎ এক নিমেষে মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়া আবার আপন-মনে বলিতে লাগিল, "জ্বর না আসে,—

চোট্‌টাত আর বড় কম লাগে নি! রগটাও টিপ্‌ টিপ্‌ কর্‌ছে--- আজ আর কিছু খাওয়া হবে না দেখছি, এই বেলা শুয়ে পড়িগে'।" —কথাটা শেষ করিয়াই যুবক গায়ের পিরানটা হঠাৎ খুলিয়া ফেলিল এবং সেটাকে একটা তাল পাকাইয়া সর্ব্বাঙ্গের ঘাম মুছিতে মুছিতে আবার বকিতে সুরু করিয়া দিল, "একবার কবরেজ-মশায়ের কাছ থেকে ঘুরে আসি-গে',—কে জানে, হাড়টাড় যদি ভেঙ্গেই গিয়ে থাকে ত এই বেলা গিয়ে—"

হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া নেহাৎই যেন তাচ্ছিল্যভরে মেয়েটি বলিয়া উঠিল, "কেন, কি হয়েছে শুনি!"

যুবক এইবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "কেমন হয়েছে! --কথা কইবি না—না? কইতে হোলো কি না?—আমার সঙ্গে দুষ্টুমি!"

যুবতী প্রায় হাসিয়া ফেলিয়াছিল—হঠাৎ নিজেকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ও সব চালাকি তোমার রাখো, এখন—ঐ ব'লে কথা উল্টোলে চল্‌বে না,--এত বেলা হোলো কেন শুনি?"

তার সেই অতিরিক্ত-রকম গম্ভীর মুখখানার দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই অত্যন্ত জোরে জোরে হাসিতে হাসিতে যুবক বলিয়া উঠিল, "আ মোলো! উনি আবার গম্ভীর হ'য়ে আমাকে শাসাতে আসেন!" তার পরই হঠাৎ কৃত্রিম ভয় মুখে চোখে ফোটাইয়া তুলিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে যুবক আরম্ভ করিল, "বড্ড ভয় করছে পারুল, আমি আর কক্ষণো এমন কাজ

কর্‌বো না,—ভয়ে একেবারে মাটির ভেতর সে দিয়ে যাচ্ছি—ওরে বাপ্‌রে!"

পারুল এবার স্পষ্ট হাসিয়া ফেলিল। সে আবার একবার নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া গম্ভীর হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুবক বলিয়া উঠিল, "ছাখ্‌, ফের যদি দুষ্টুমি কর্‌বি ত চুলের ঝুঁটি ধরে পিঠে এক কিল বসিয়ে দোবো। ওকে হ'তে দেখলুম, উনি আবার ধমক দিতে আসেন আমাকে!"

পারুল এবার অত্যন্ত সহজ গলায় বলিয়া উঠিল, "ইস্‌, বয়েসে বড় হলেই বুঝি হয়?—একটা ১২ বছরের মেয়ে আর একটা কুড়ি বছরের ছেলে এনে সুমুখে দাঁড় করিয়ে ছাখো দেখি, কে কার অভিভাবক হবার যুগ্যি!"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া যুবক বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তুই বুঝি তাই আমার অভিভাবকতা করতে বসেছিস্‌?"

"তাই নাকি আমি বল্‌ছি,—সব কথা ভালো ক'রে শুনবে না, শুধু শুধু কেবল চেঁচামেচি করতে থাকবে, আমি বল্‌ছি—,"

চীৎকার করিয়া, হাততালি দিয়া, পারুলের কথাটাকে একেবারে চাপা দিয়া, যুবক ক্রমাগত চেঁচাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, "ওঃ, কি মস্ত বড় অভিভাবকটাই এসেছেন আমার! ভয় করছে—বড্ড ভয় করছে,—ওরে বাপরে!—কোথায় গিয়ে পিঁপড়ের গর্ত্ত খুঁজি রে!"

তাকে থামাইয়া দিয়া পারুল কি একটা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল—গলাটাকে দ্বিগুণ চড়াইয়া এবং হাততালির বহরটা

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী সজোর এবং সতেজ করিয়া তুলিয়া যুবক আবার চেঁচামেচি করিতে সুরু করিয়া দিল।

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "আহা কি বাহাদুরী-টাই হচ্ছে!—মনে করছেন খুব ভালো দেখাচ্ছে,—একটুও ভালো দেখাচ্ছে না!—আমার ত বড় বয়েই গেল, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে নিজেরই গলা ভাঙ্গবে, মনে করেছেন, আমাকে কি জব্দটাই করছেন, হু:—পাগলের কথায় নাকি আবার মানুষে কান দেয়!"—রাগে কিন্তু তার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুখ টিপিয়া একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া যুবক বলিল, "তুই একটুও রাগ করিস্ নি, নয় রে পারুল?"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া পারুল বলিল, "রাগ করতে আমার বড় ব'য়ে গেছে—মানুষ হয় ত তার ওপর রাগ হয়—কিন্তু—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই যুবক বলিয়া উঠিল, "আমাকে তুই জানোয়ার বল্লি—দাদা হই না আমি তোর!"

শশব্যস্তে পারুল বলিয়া উঠিল, "বারে!—কখন তা বল্লুম? শেষ অবধি কোন কথা শুন্‌বে না, শুধু শুধু কেবল চেঁচামেচি কর্‌তে থাক্‌বে, আমি বুঝি তাই বল্লুম?—আমি বল্‌ছিলুম——,"

বাধা দিয়া যুবক বলিয়া উঠিল, "তুইত আমাকে এইমাত্তর বল্লি যে, মানুষ হয় ত তার ওপর রাগ হয়, তার মানেইত হোলো, আমি মানুষ নই, হয় জানোয়ার, আর না হয় দেব্‌তা-টেব্‌তা কিছু

একটা। অবশ্য আমাকে যদি দেব্‌তা বলে স্বীকার করিস্‌ তো আর কোন কথাই থাকে না,—কিরে, আমি দেবতা নাকি ?”

একটু হাসিয়া ফেলিয়া পারুল বলিল, “হুঃ, দেবতা না আরো কিছু,— আমার ব’য়ে গেছে দেব্‌তা বল্‌তে !”

চোখ দুটাকে পাকাইয়া তুলিয়া মাথা নাড়িয়া যুবক বলিল, “তবে আমাকে জানোয়ার বল্লি ?”

“তাই বা বল্‌তে যাবো কেন ?—আমি বলছিলুম——,”

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই যুবক বলিয়া উঠিল, “হাঁ, হাঁ, খুব বুঝেছি—মেয়ের দিন দিন বিত্তে বাড়ছে, দাদাকে জানোয়ার বলা,—বেশ—বেশ !”

“যাও তোমাকে আর দুষ্টামি করতে হবে না, এখন তেল মেখে ঝপ্‌ করে একটা ডুব দিয়ে এস দেখি।” কথাটা শেষ করিয়াই সে পাশের ঘর হইতে একটা ছোট পাথরের বাটীতে করিয়া খানিকটা সরিষার তেল আনিয়া যুবকের সুমুখে মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, “হ্যাঁ, ভাল কথা, এত দেরী হোলো কেন শুনি ?—কি রাজ-কার্য্যটা হচ্ছিল এতক্ষণ ?—ফের যদি কোনদিন বুক খুঁচ্‌ছে ব’লে শোবে ত দেখে নেবো !—সখ্‌ করে বাবু অসুখ ডেকে আন্‌বেন, আর ভুগ্‌তে যাবো আমি—নয় ? হ্যাঁ বাপু, ভগবান-দত্ত অসুখ হয়—সে কি করবে মানুষে ?—তার ওপর ত আর কারুর হাত নেই—হ্যাঁ, তাকে সেবা করতে ইচ্ছে যায়,—তাই ব’লে নিজে ইচ্ছে ক’রে যারা রোগ ডেকে আনে তাদের ওপর একটুও দয়া হয় না—উল্টে রাগ হয়, মনে হয়, বেশ হয়েছে,

খুব হয়েছে—যেমন বাড়াবাড়ি তার তেমনি শাস্তি হয়েছে; ফের যদি কোন' দিন নাকে কাঁদুনী কাঁদ্‌তে এসো আমার কাছে ত, দেখে নেবো।"

তাহার মুখের দিকে সহাস্য-বদনে কিছুক্ষণ চাহিয়া হঠাৎ যুবক বলিয়া উঠিল, "তুই যদি নথ্‌ পর্‌তিস তা হ'লে সে যা মানাতো পারুল,—সত্যি বলছি——,"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই পারুল বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আর ঠাট্টা করতে হবে না!"—তারপরই হঠাৎ কি মনে করিয়া গলার স্বরটাকে একেবারে স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়া পারুল বলিল, "না, না, সত্যি সত্যি এত দেরী হোলো কেন বল' না, মহিম দা?"

হাতের তালুতে খানিকটা তেল ঢালিয়া লইয়া যুবক বলিল, "এই দ্যাখ্‌ দেখি কেমন শুনতে হোলো,—যার যা,—তুই হ'তে যাবি গম্ভীর, আমি হ'তে যাবো বৈষয়িক, শিরোমণি ঠাকুর হ'তে যাবেন পরোপকারী—তা সে মানাবে কেন বল্‌?—যার যা, তাকে তাই শোভা পায়—বুঝ্‌লি!"

"আচ্ছা গো আচ্ছা,—এত দেরী হোলো কেন আগে তাই বল দেখি শুনি?"—তারপরই হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "তেল মাখা হ'য়ে গেল বুঝি?—না, না, এখনো হয়নি, ভাল ক'রে সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখ দেখি! ও-তেই ত বারমাস অসুখ লেগে থাকে, নিজের শরীরের দিকে যদি একটু নজর দেবে!—কি যে বাহাদুরী মনে কর মহিম-দা, তা বুঝ্‌তে পারি না!"—তার পরই হঠাৎ কি মনে

করিয়া, আবার বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, বড্ড বেঁচে যাচ্ছিলে, ভুলে গেছলুম এতক্ষণ,—কাল রাত্তিরে শোবার সময় কব্‌রেজ মশায়ের বড়িটা খাওয়া হয়নি কেন শুনি!"

থতমত খাইয়া মহিম বলিয়া উঠিল, "কে বল্লে খাই নি?—খেইছি ত!"

"খেয়েছ?—ছাই খেয়েছ!—মনে করেছ আমি কিচ্ছু জানতে পাইনা?—কোত্থেকে পেলে যে খাবে?"

মাথা চুল্‌কাইয়া মহিম বলিল, "কেন, তাকের ওপরেই ত ছিল।"

"হু, তাকের ওপর ছিলো,—বটে?"

একটু হাসিয়া ফেলিয়া মহিম বলিল, "কি জানি আমার ত তাই মনে হচ্ছে,——"

বাধা দিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে না, কাল তোমার মজাটা দেখবার জন্যে ওষুধের মোড়াটা নিজের কাছে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলুম, ভাবলুম, দেখি বাবুর খেয়াল হয় কিনা,—এমনি ক'রে অসুখ সারবে নয়?—অম্বলের ব্যথায় এবার যেদিন ছট্‌ফট্ করবে—"

"সে দিন কি হবে শুনি?—আমাকে ফাঁসী দিবি?"

"না, সত্যি সত্যি, কি যে ছেলেমানুষী কর মহিম দা,—কব্‌রেজ মশাই সে দিন কি বল্‌ছিলেন তা ত শোনো নি—"

"কি বলছিলেন শুনি?—বেশী দিন আর বাঁচবো না,—শিগ্‌গিরই,—"

ঘৃণি

"কি যে আদিখ্যেতা কর মহিম দা,"—বলিয়া পারুল অত্যন্ত তীব্র ভাবে ধম্‌কাইয়া উঠিল। তারপর গলার স্বরটাকে আবার স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়া বলিল, "সত্যি সত্যি অত দেরী গেলো কেন, বল না মহিম দা ?"

মহিমের তেলমাখা অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জানালার কাছে একটা দড়িতে টাঙ্গানো একটা শুক্‌নো গামছা টানিয়া লইয়া বলিল, "ভাত খেতে খেতে সব বল্‌বো অখন, এখন থপ্‌ করে চান্‌টা ক'রে আসিগে—অনেক বেলা হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো।"—বলিয়া পারুল ভাত বাড়িবার জন্য উঠিয়া পড়িল।

মহিম আহারে বসিলে সুমুখে বসিয়া একটা তালপাতার পাখা দিয়া মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে পারুল বলিল, "না, সত্যি সত্যি, এত বেলা অবধি কোথায় ছিলে বল না মহিম দা ?"

কোলের কাছে খানিকটা ভাত টানিয়া লইয়া ডাল দিয়া মাখিতে মাখিতে মহিম বলিল, "তোর খুব ভাবনা হচ্ছিল বুঝিরে, পারুল ?"

"তা একটু হচ্ছিল বৈ কি !" বলিয়া পারুল মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া মহিম বলিল, "কি ভাবছিলি ? কোথায় বুঝি তোর মহিম-দা ম'রে প'ড়ে আছে—মুখে একফোঁটা জল দেবার কেউ নেই, হয় ত, এতক্ষণে শিয়াল কুকুরে তার—,"

বাধা দিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "নাও, তোমাকে আর চালাকি করতে হবে না,—অত বাজে বোক্‌ছো কেন বল দেখি ?"—

তার পরই হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ, বুঝেছি এতক্ষণে, আসল কথা, আমার কাছে এদিকে আজে বাজে বকা হচ্ছে, আর ওদিকে মনে মনে একটা কিছু বানিয়ে নেওয়া হচ্ছে,—না না ওসব বাজে কথা আমি শুন্‌তে চাই না,—মিথ্যে কথা যে বল্‌বে তার অতি বড় দিব্যি রইলো।"

মহিম এবার হাসিয়া ফেলিল।

রাগিয়া উঠিয়া পারুল বলিল,—"মনে থাকে যেন দিব্যি দিয়েছি, মিথ্যে কথা বোলো না বলছি, মহিম দা!"

হাসিতে হাসিতে মহিম বলিল, "বড্ড ধ'রে ফেলেছিস্ কিন্তু পারুল,—" তারপরই গম্ভীর হইয়া বলিল, "না রে পাগলী, মিছে কথা বলব না,—আসল কথা, ও পাড়ার মতি গয়লার ছোট ছেলেটার হয়েছে কলেরা, তাই কব্‌রেজ মশাইকে নিয়ে তাকে একবার দেখ্‌তে গেছলুম—গরীব মানুষ, কব্‌রেজ মশায়ের ভিজিট তো আর দিতে পারে না—তাই—"।

সাগ্রহে পারুল জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "কেমন দেখ্‌লে মহিম-দা, বাঁচবে ত ?"

মহিম বলিল, "বাঁচলেও বাঁচতে পারে বোধ হয়—তবে ও-রোগকে ত আর বিশ্বাস নেই—হঠাৎ হয় ত বেড়ে উঠতে পারে,—ও-বেলা গিয়ে দেখ্‌লে তবে বুঝ্‌তে পারবো।

ঘূর্ণি

হঠাৎ পাখাটাকে ফেলিয়া দিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "না, না, ও-বেলা গিয়ে তোমার আর কাজ নেই, যে ছোঁয়াচে রোগ, আর তোমার ত এই শরীর—না, না—,"

একটু হাসিয়া, বাধা দিয়া মহিম বলিল, "সাধে তোর কাছে মিছে কথা বানিয়ে বলতে হয়, পারুল!—আমি জানি এখুনি খ্যাচ্ খ্যাচ্ করতে সুরু করে দিবি।"

পাখাটাকে আবার কুড়াইয়া লইয়া বাতাস করিতে করিতে পারুল বলিল, "তুমি গিয়েই বা কি করবে শুনি?—ডাক্তার নও, বদ্যি নও যে হ্যাঁ বাবু, গেলে রুগীর কিছু উপকার হবে, তবে শুধু শুধু—,"

বাধা দিয়া মহিম বলিয়া উঠিল, "কব্‌রেজ মশায়ের ভিজিট যোগাবে কে?"

"বেশ ত, কব্‌রেজ মশাইকে গিয়ে বল না, যা কিছু তাঁর পাওনা হবে, পরে তোমার কাছ থেকে যেন নেন, আর তিনি যেন দু-বেলা গিয়ে রুগীকে দেখে আসেন।"

একটু হাসিয়া মহিম বলিল, "তা হয় না রে পাগলী—তা হয় না।"

"কেন হবে না? খুব হবে; আসল কথা বাহাদুরীটা কেনা চাই কিনা, তা না হলে লোকে জানবে কি করে যে মহিম ভট্‌চায্যি—"

বাধা দিয়া মহিম বলিয়া উঠিল, "বড্ড চালাক হয়েছিস্, নয় রে পারুল?—মনে করেছিস্ ঐ ব'লে আমাকে চটিয়ে দিবি—তা পারবি

না রে—তা পারবি না, হাজার হোক্, তোর চেয়ে অনেকদিন আগে এই পৃথিবীতে এসেছি—বুঝলি ?"

"সে যাই হোক্—তোমার কিন্তু কিছুতেই যাওয়া হবে না মহিম-দা, এ আমি আগে থাকতে ব'লে রাখছি।"

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে অখন !"

"না, দেখা যাবে না, সত্যি সত্যি আমি কিছুতেই যেতে দেবো না—মহিম-দা।"

"আচ্ছারে, সে ও-বেলার কথা ও-বেলা হবে—", বলিয়া মহিম কোলের কাছের পাথর-বাটির ভিতরকার অম্বলের গোটা দুতিন বড়ি তুলিয়া মুখে পুরিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া মুখ চোকাইয়া চোকাইয়া চুষিতে লাগিল।

সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "ওকি !—অম্বল খাওয়া হয়ে গেল বুঝি ?—না, না ভাতে মেখে খাও, থালা কলুঙ্কে যায় যাবে, তাতে কিচ্ছু এসে যাবে না।—অম্বলটুকু পাতে ঢেলে নাও মহিম-দা,—মাথা খাও।"

একটু বিরক্ত হইয়া সমস্ত অম্বলটা পাতে ঢালিয়া লইয়া ভাতের সঙ্গে চট্‌কাইয়া মাখিতে মাখিতে মহিম বলিল, "তা না হয় খাচ্ছি—কিন্তু এ থালায় তোর আজ আর খাওয়া হচ্ছে না, পারুল।"

"কেন ?"

"থালার কলুঙ্কে উঠবে না ?—তারপর অসুখ বিসুক্ ক'রে বসুক্ আর কি !—যে দিনকাল পড়েছে,—ও পাড়ায় ত ঘরে ঘরে

ওলাউঠো হচ্ছে—এ পাড়ায় আরম্ভ হ'তেই বা দেরী কি ?—না, না এ থালায় খেয়ে তোর কাজ নেই আজ!"

"আচ্ছা গো আচ্ছা, সে আমি বুঝবো অখন।" বলিয়া পারুল কথাটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতেই মহিম আবার বলিয়া উঠিল, "আমার পাতে খেয়ে কি স্বর্গ-লাভটা হয় শুনি তোর ?"

"অতশত আমি জানি টানি না", বলিয়া পারুল আবার কথাটাকে উল্টাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেই মহিম বলিয়া উঠিল, "শুনেছি স্বামীর পাতে খাওয়াটা স্ত্রীলোকের নাকি একটা মস্ত বড় লক্ষণ, কিন্তু এমন কথা ত কোন দিন শুনিনি যে দাদার পাতে খেলে—,"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই পারুল বলিয়া উঠিল, "খাওয়া হয়ে গেছে, এখন ওঠ দেখি!—আমার বুঝি আর খাবার দরকার নেই—নিজের পেট্‌টি ভরলেই বুঝি হোলো,—আচ্ছা বে-আক্কেলে লোক যা-হোক্!"

মহিম আঁচাইতে চলিয়া গেলে পর পারুল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তোমার ঘরের তাকের ওপর পাণ রেখে এসেছি, মহিম-দা!"

"আচ্ছা, তুই এখন খেতে বোস্ দিকিনি!" বলিয়া গোটা দুতিন ঢেকুর তুলিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া মহিম তক্তাপোষের উপর হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

২

চারিদিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, পারুলের ক্ষুদ্র জীবনটি কেবলমাত্র একটি ব্যর্থতারই ইতিহাস। ব্যর্থতা ছাড়া তাকে আর কি-ই বা বলা যাইতে পারে?—আট বৎসরের ছোট্ট একরত্তি মেয়ে, বিবাহ হইল কিনা পঞ্চাশ বৎসরের এক বুড়ো কুলীন বামুনের সঙ্গে। তার পর শ্বশুরকুলের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন চোদ্দটি পুরুষের অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থাটাকে পাকা করিয়া দিয়া এই পরোপকারী বৃদ্ধ জামাতাটি কাছায় ও কোঁচায় কমবেশী শ'দুই রজত-মুদ্রা বাঁধিয়া লইয়া সেই যে অদৃশ্য হইলেন, তারপর আজ ন-দশ বৎসর কাটিতে চলিল, তাঁর টিকির ডগাটা পর্য্যন্ত কেহ দেখে নাই,—পারুল তো নয়-ই।

পারুলের গর্ভধারিণী ইতিপূর্ব্বেই স্বর্গগতা হইয়া ছিলেন। কাজেই স্বামীর অর্জ্জিত এত বড় পুণ্যটার আধখানা ভাগের অংশী হইতে তিনি পারেন নাই। যাক্,—আসল কথা, পারুলের বিবাহ হইয়া গেল, এবং এই বিবাহে যিনি সাক্ষী রহিলেন, তিনি তুমিও নও, আমিও নই, স্বয়ং নারায়ণ। আর যিনি সম্প্রদান

করিলেন, তিনি রাস্তার লোকও নন্, শত্রুও নন্, স্বয়ং চন্দ্রচূড় গাঙ্গুলী, তার বাপ অর্থাৎ যার চেয়ে আপনার লোক তার দুনিয়ায় কেউ ছিল না বা হবেও না। সুতরাং থাক্ সে কথা!

পাড়াশুদ্ধ সকলেই খুব খানিকটা বাহবা দিল এবং বারবার এই কথাটাই উল্লেখ করিতে লাগিল যে, গাঙ্গুলী মশাই ও পাড়ার রাধেশ মুখুয্যের মত শুধু কেবল কন্যার ইহকালের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে চাহিয়াই যে এতবড় একটা বংশের অবমাননা করেন নাই এবং পরকালটাকে যে মায়াময় এই ইহকালটার চেয়ে অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছেন ইহাতে তাঁহারা শুধু যে কেবল খুসী হইয়াছেন তা নয়—সমাজটার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছেন, এবং সেটা বড় কম কথা নয়।

এত বড় পুণ্যটা রাতারাতি সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াও কিন্তু পারুলের বাপ, কে জানে কেন, তিন-দিন তিন-রাত্রি শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন না এবং এক ফোঁটা জলও তাঁর গলা দিয়া কেহ নামাইতে পারে নাই।

এই বিবাহে একটি মাত্র জীব কেবল প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং সে হচ্ছে মহিম ভট্চায্যি, যদিও তখন তার বয়স মাত্র সতের কি আঠারো।

এই মহিমনামক ছেলেটির সহিত গাঙ্গুলীবংশের যে সম্বন্ধটা, সেটা রক্তের নয়, কুটুম্বিতারও নয়—একবারে যাকে বলে পাতানো সম্বন্ধ। কিন্তু বাহিরের সংজ্ঞাটা তার যাই হোক্ এবং যেমন ধারাই হোক্ না কেন, ভিতরের দিকে সেটা যে খুব বেশী গভীর এবং

আন্তরিক ছিল, সে বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহই ছিল না এবং সেই জোরেই সে সেদিন অমন করিয়া তার তিন গুণ চার গুণ বয়সের মুরুব্বিদের বিপক্ষে একা দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছিল। মহিম ছিল গাঙ্গুলী মশায়ের এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর পুত্র,—তার তিন কুলে কেউ ছিল না। মরিবার সময় মহিমের বাপ মহিমকে চন্দ্রচূড়ের হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া যান এবং তদবধি সে এই অনাথ বালকটিকে নিজের ছেলের মত করিয়া মানুষ করিয়া আসিতেছিল ;—এ যখনকার কথা বলিতেছি মহিম তখন পাঁচ-ছ'বৎসরের ছোট বালক মাত্র।

পারুলের যখন বিবাহ হয় মহিম তখন এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া আই-এ পড়িতেছিল এবং অধিকাংশ সময়ই তাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত। একদিন হঠাৎ কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়াই সে পত্র পাইল,—পারুলের বিবাহ, এবং তাকে সেই দিনই বাড়ী রওনা হইতে হইবে। বাস্, তার পরই বিবাহ, কন্যাসম্প্রদান, সাতপাক ঘোরানো, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেন কে জানে, সেদিন অনেক রাত্রে সম্প্রদান-টম্প্রদান চুকিয়া গেলে পর মহিম নির্জ্জন শয্যায় শুইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটাকে একবারে রাঙা করিয়া তুলিয়াছিল।

এই বিবাহে আর একটি লোকও কিঞ্চিৎ আপত্তি তুলিয়াছিলেন,—ইনি হচ্ছেন গ্রামের জমীদার কালীপ্রসন্ন মিত্তির।

কালীপ্রসন্ন ছিলেন চন্দ্রচূড় অপেক্ষা দু-চার বৎসরের বড়। কিন্তু চন্দ্রচূড়কে তিনি বড় ভায়ের মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন এবং পারুলকে ছেলে বেলা হইতেই বড্ড ভাল বাসিতেন।

কালীপ্রসন্নর মুখ হইতে কি একটা আপত্তির কথা বাহির হইতে না হইতেই পাড়ার ব্রাহ্মণের দল হাঁ-হাঁ করিয়া গিয়া পড়িল, —"দোহাই মিত্তির মশাই, বাধা দেবেন না, একে ত সমাজটা উচ্ছন্নয় যেতে বসেছে, তার উপর একটা আধটা সৎদৃষ্টান্ত যদিই বা ক্বচিৎ কখন'—"

বাধা দিয়া মিত্তির বলিলেন, "তাই ব'লে মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিতে হবে?"

স্মৃতি-রত্ন তাল ঠুকিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই!—আপনি কি বেদ-বেদান্ত মানতে চান্ না মশাই?"

অবাক হইয়া তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া মিত্তির বলিলেন, "এর সঙ্গে বেদ-বেদান্তর কথা আবার এলো কোত্থেকে?" তার পরই অত্যন্ত সহজ গলায় বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা না হয় মেনেই নিলুম, আপনাদের বেদ-বেদান্ত একেবারে অভ্রান্ত—কিন্তু তাতেই বা কি এসে গেল?"

একবার উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর দিকে একটা সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটা পৌরুষের হাসি হাসিয়া স্মৃতিরত্ন বলিল, "পথে আসুন মশাই, তা'হলে আপনি স্বীকার করছেন, শাস্ত্র মানেন।"

"আচ্ছা না হয় তাই মান্‌লুম, কিন্তু এই যে মেয়েটার জীবন, এটাকে যে তার চেয়ে ঢের বেশী করে মানি. কেন না এটা যে চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি।"

ভিড়ের ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া মিত্তির মশায়ের সুমুখে বসিয়া পড়িয়া হাত মুখ নাড়িয়া বৃদ্ধ কানুগোসাই আরম্ভ করিয়া দিল, "এইবার আমাকে বলতে দাও হে স্মৃতিরত্ন, তুমি একটু স'রে বোসো।—এদিকে শুনুন মিত্তির মশাই. মেয়েটার জীবনটাকে আপনি সত্য বলছেন কোন্ হিসাবে বলুন ত?—সত্য হচ্ছে সেই জিনিষ, যা শাশ্বত এবং সনাতন, যা সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আপনাকে স্থির এবং অচল রেখে দেয়; এই যে মেয়েটার জীবন এ-তো আজ আছে—কাল নেই; কিন্তু বেদ হচ্ছেন সনাতন, —সৃষ্টির পূর্ব্ব হতেই আছে এবং ধ্বংসের পরেও থাকবে;—এ বড় শক্ত কথা মিত্তির মশাই—এ সব জিনিষ নিয়ে আলোচনা করতে হ'লে দস্তুরমত শাস্ত্রাধ্যয়ন করতে হয়—এ আর আপনার জমীদারী-শাসন নয়, মশাই—বুঝলেন?"

সে আরো কি বলিতে যাইতেছিল, মিত্তির বলিয়া উঠিলেন,— "মেয়েটার জীবন আজ আছে, কাল নেই, স্বীকার করি,—কিন্তু আজ ত আছে—সেই আজটাকেই বা বাদ দিই কি বলে বলুন?"

স্মৃতিরত্ন পশ্চাৎ হইতে লাফাইয়া উঠিল, "কেন পরকালের দিকে চেয়ে?" তারপর কি ভাবিয়া আবার বলিল, "কিছু মনে করবেন না মশাই, একটা অপ্রিয় সত্য বলতে হোলো আমাকে, দেখুন এ সব জিনিষ ব্রাহ্মণে যেমন সহজে বুঝতে পারে—,"

বাধা দিয়া মিত্তির বলিয়া উঠিলেন, "শূদ্রে তা পারে না, এই ত,—তা তার জন্যে আমার একটু আপশোষ নেই মশাই!"

সে দিন অনেক কথা-কাটাকাটি হইল বটে কিন্তু শেষে কিছুরই কিছু হইল না। ব্রাহ্মণের দল চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন,ব্রাহ্মণ-সমাজ ব্রাহ্মণে দেখবে—শূদ্রের সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা কখনই উচিত নয় এবং সে স্পর্দ্ধা শূদ্রকে কখনই দেওয়া হইবে না, তা হোক্ না সে জমিদার, হাকিম বা লাটসাহেব। দেওয়া হইলও না, এবং ব্রাহ্মণের সমাজ ব্রাহ্মণেরা বেশ ভাল করিয়াই দেখিল, সঙ্গে সঙ্গে সনাতন বেদ পুরাণও অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেল। পাড়ার মধ্যে মস্ত বড় একটা সৎ দৃষ্টান্তের জয়স্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলী যে যার ঘরে চলিয়া গেলেন এবং রাত্রে এক পেট খাইয়া বিছানায় শুইয়া ঢেকুর তুলিতে তুলিতে এই কথাটা ভাবিয়া খুব খানিকটা আশ্বস্ত হইলেন যে, শূদ্রদের আস্পর্দ্ধা ও ম্লেচ্ছদের অত্যাচার সত্ত্বেও সনাতন হিন্দুধর্ম্মটা বোধ হয় আরও কিছুদিন টিকিয়া গেল। সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম টিকিয়া গেল কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু বেচারা চন্দ্রচূড় বেশীদিন টিকিল না। বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিলে পাছে এই এতবড় পুণ্যসঞ্চয়টা এদিক ওদিক দিয়া একটু আধটু খরচ হইয়া যায়, সেই ভয়েই হোক্ বা অন্য যে কারণেই হোক্, পারুলের বিবাহের ঠিক ছটি মাস পরেই হঠাৎ একদিন চন্দ্রচূড় সরিয়া পড়িলেন।

অনেক দিন হইতেই একটু একটু করিয়া তাঁর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তার পর হঠাৎ একদিন মুখ দিয়া খানিকটা রক্ত উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ।

ঘূর্ণি

কবিরাজ মশায় আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "চোরা-ক্ষয়।" পাড়ার সকলে বলিল, "এমন পুণ্যাত্মা লোক আর হয় না"—ইত্যাদি।

কবিরাজ মশাই কিন্তু মহিমকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ এত বড় আঘাতটা সাম্‌লাতে পারলে না হে!" জমিদার কালীপ্রসন্ন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছেন আপনি।"

পারুলের বাপ চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাঁর জয়-ধ্বজাটা সমাজের বুকের উপর তেমনি মাথা তুলিয়াই খাড়া হইয়া রহিল। পারুলও রহিল, তার বৃদ্ধ স্বামী নীলমণি মুখোও রহিল কিন্তু কেউ কাহাকে দেখিল না, চিনিল না, ঘর করিল না—কিছুই না, শুধু কেবল রহিল, এই পর্য্যন্ত,—বিবাহের পূর্ব্বেও যেমন ছিল ঠিক তেমনিই রহিল—নূতনের মধ্যে কেবল একটা রাত্রির মন্ত্রোচ্চারণ এবং বাসর জাগরণ,—বাস্‌ এই টুকু।

পারুলদের সংসারে থাকিবার মধ্যে ছিল সে নিজে, তার বাপ আর মহিম, এই তিনটি মাত্র প্রাণী। তারপর চন্দ্রচূড়ও চলিয়া গেল—বাকী রহিল কেবল পারুল আর তার মহিম-দা।

মহিম আই-এ পড়িতেছিল—বাধ্য হইয়া সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দেশে চলিয়া আসিল এবং রাতারাতি হঠাৎ পারুলের অভিভাবক হইয়া বসিল।

জমীদার কালীপ্রসন্ন তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা মহিম, খুব সাবধানে চোলো, মেয়েটার সমস্ত ভার আজ থেকে তোমার ওপরেই পড়ল—খুব সাবধান কিন্তু বাবা।"

ঘাড় হেঁট করিয়া মহিম শুধু উত্তর দিল, "হুঁ!"

কালীপ্রসন্ন আবার বলিলেন, "দুদিন পর সে ডাগরটি হয়ে উঠবে, যৌবনটা বড় শক্ত সময় বাবা, অবশ্য তোমাকে আর কি বোঝাবো আমি,—তুমি লেখাপড়া শিখেছো—সবই বোঝো!"

মহিম এবারও কেবল বলিল, "হুঁ!"

গ্রামের আশেপাশে গাঙ্গুলী মহাশয়ের কিঞ্চিৎ জমী-জেরাত ছিল, সংসার খরচ তাহা হইতে খুব বাবুয়ানা করিয়া না হইলেও মাঝামাঝি ধরণে চলিয়া যাইত—দুইটি প্রাণী বইত না!

এমনি করিয়া এই দুটি ছেলে-মেয়ে একই সংসারে পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং একই চিন্তা, একই শিক্ষা, একই আদর্শ তাদের দুজনের মাঝখানকার ঐক্য-বন্ধনটাকে দিনদিন দৃঢ় এবং স্থায়ী করিয়া তুলিতে লাগিল।

যে চাপটা আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েকে অতি অল্প বয়সেই নিতান্ত নিস্তেজ এবং নির্জ্জীব করিয়া তোলে এবং তাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রখরতাকে নষ্ট করিয়া দেয়, পারুলের উপর সে চাপটা কোন দিনই পড়িল না। কেন না, শ্বশুরঘর তাকে কোন দিনই করিতে হইল না এবং বাপের বাড়ীতেও এমন একজনও কেউ ছিল না, যে রাতদিন তার চলা-ফেরা কাজ-কর্ম্ম সমস্তর দিকে শাসন-দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া থাকিবে এবং রাতদিন খিট্-খিট্ করিয়া তাকে লক্ষ্মী-মেয়েটি করিয়া তুলিবার জন্য সতর্ক হইয়া ঘুরিয়া মরিবে। ছেলে-বেলায় সে মানুষ হইয়াছিল যার হাতে, সে মা নয়,—বাপ। তার পর

বড় হইয়া সে মানুষ হইল যার হাতে সে শাশুড়ীও নয়, ননদও নয়, একেবারে সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর জীব এবং তাও পুরুষ ; কাজেই সে 'দস্যি-মেয়েই' রহিয়া গেল এবং শিখিল এমন সব জিনিষ যা আমাদের সমাজের মাপকাঠিতে মাপিয়া দেখিলে সে সব না শিখিলেই বোধ হয় ভাল করিত। অর্থাৎ সে শিখিল লেখাপড়া,—তাও এক আধখানা চিঠি লিখিবার মত শুধু নয়, রীতিমত খুঁটি-নাটি করিয়া এবং দস্তুরমত বনিয়াদ হইতে সুরু করিয়া।

মহিম ছিল গুরুগিরিতে একেবারে পাকা ওস্তাদ। দুনিয়ায় সে দুটি জিনিষ কেবল ভাল করিয়া জানিত—পড়িতে এবং পড়াইতে। সে কলেজ ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু গ্রামে বসিয়াই অনেক-কিছু পড়িল এবং পারুলকেও পড়াইল। কালীপ্রসন্ন মিত্তিরের ছিল মস্ত বড় লাইব্রেরী—কাজেই বইয়ের অভাব কোন-দিনই তাকে অনুভব করিতে হইল না।

অন্যান্য মেয়েদের মত পারুল শুধু বাংলা রামায়ণ এবং মহাভারতই পড়িল না—সে পড়িল, ইতিহাস, কাব্য, ভূগোল, নাটক, নভেল সবই ;—অর্থাৎ পোকা যেমন বই পাইলেই কাটিতে বসিয়া যায়, তা সে পাঠ্যই হোক, আর অপাঠ্যই হোক, সে তেমনি করিয়া যা হাতের কাছে পাইল, পড়িল এবং মহিমও সাধ্যমত তাকে এই সব জিনিষ সহজ সরল করিয়া বোঝাইবার চেষ্টা করিল। পারুল সে সব জিনিষ বুঝিল কতকটা বা পরিষ্কার ভাবে, কতকটা বা খানিকটা ভাসা-ভাসা। সে রামায়ণ পড়িল কিন্তু সীতার

সতীত্ব অপেক্ষা বাল্মীকির কবিত্বটাকেই দেখিল বেশী করিয়া; মহাভারত পড়িল কিন্তু গান্ধারীর চরিত্রবল অপেক্ষা ব্যাসদেবের চরিত্র-অঙ্কন করিবার শক্তিটার কাছেই মাথা নত করিল বেশী করিয়া এবং ইহার পরও আবার সেই সব চরিত্রের সমালোচনা করিল, ভালও বলিল, মন্দও বলিল,—শুধু কেবল 'আহা মরি' বলিয়াই ক্ষান্ত হইল না।—মোট কথা সে পুরুষ মানুষ হইয়াই গড়িয়া উঠিল এবং তাহার নিন্দায় পাড়ায় কান পাতিবার যো থাকিল না।

৩

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে, উনানের উপর ডাল চাপাইয়া দিয়া রান্নাঘরেরই একটা জানালার ধারে পিঠের উপর আলু-থালু ভিজা চুলের রাশ এলাইয়া দিয়া বসিয়া পারুল কি একখানা বাংলা বই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিল, এমন সময় বাহিরে হঠাৎ কাহার কাসির শব্দ শোনা গেল এবং তার পরই কে একজন ডাকিয়া উঠিল, "আমার মা জননী কোথা রে ?"

শশব্যস্তে বইটাকে মুড়িয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া পারুল উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটি গৌরবর্ণ শ্বেত-শ্মশ্রু বৃদ্ধের সাম্‌নে নত-জানু হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

যিনি আসিয়াছিলেন তিনি গ্রামের জমীদার কালীপ্রসন্ন মিত্তির। শশব্যস্তে পা-দুটাকে যথাসম্ভব সরাইয়া লইয়া বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "করিস্ কি, করিস কি !—বামুনের মেয়ে হয়ে আমাকে—,"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পারুল একরূপ জোর করিয়াই বৃদ্ধের পায়ের ধূলা লইয়া নিজের মাথায় ঠেকাইল এবং দাওয়ার

এক কোণ হইতে দেয়ালে ঠেসান' একটা কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি আনিয়া মেঝের উপর পাতিয়া দিল।

"কি করলি বল্ দিকিনি, বামুনের মেয়ে হ'য়ে আমার পায়ে হাত দিতে গেলি কোন্ আক্কেলে বল্‌ত!"—বলিয়া বৃদ্ধ কর-ধৃত মোটা লাঠি গাছটা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিলেন এবং তারপর "মাগো," বলিয়া বাতগ্রস্ত আড়ষ্ট কোমরটাকে অতিকষ্টে কোনরূপে একবার নোয়াইয়া পিঁড়ির উপর অত্যন্ত সন্তর্পণে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "এক গেলাস জল দে'তো মা—বড় পিপাসা লেগেছে।"

"এই দিই জ্যাঠামশাই,—" বলিয়া পারুল রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং একটা মেটে কলসী হইতে গেলাসে জল গড়াইয়া লইতে লইতে বলিল, "শুধু-মুখে জল খাবেন জ্যাঠামশাই,—ঘরে নারকেল-নাড়ু আছে, দোবো?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "নারকেল-নাড়ু চিবোবার বয়েস কি আর আছে মা, যে খাবো!"

একটা কাঁসার গেলাসে করিয়া জল আনিয়া বৃদ্ধের হাতে দিয়া পারুল বলিল, "তবে বাতাসা দিই, জ্যাঠা মশাই?"

"না-রে পাগ্‌লী না, আমি জলযোগ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, তোকে আর গোলযোগ করতে হবে না।" বলিয়া বৃদ্ধ জল খাওয়া শেষ করিয়া গেলাসটাকে মাটিতে রাখিয়া দিলেন এবং তার পরই হঠাৎ একবার এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, "পাগ্‌লাটাকে যে বড় দেখছি না—সে বুঝি বাড়ী নেই রে?"

রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া পারুল বলিল, "মহিম-দার কথা বলছেন—সকাল বেলা উঠেই ছুতোর পাড়ায় গেছে।"

"ছুতোর পাড়ায়?—এত জায়গা থাকতে?"

একটু হাসিয়া পারুল বলিল, "মহিম-দা যে বাড়ীতে একটা ইস্কুল খুলছে জ্যাঠামশাই।"

"ইস্কুল?—এ খেয়াল আবার কবে থেকে ঘাড়ে চাপলো?—কৈ, কোনদিন ত আমাকে এ কথা শোনায় নি।"

"শোনাবে আর কোত্থেকে?—সবে কাল রাত্তির বেলায় ত জল্পনা-কল্পনা হোলো—আর, আজ সকাল না হতেই ছুটলো ছুতোর পাড়ায়—আপনাকে শোনাবার সময় পেলে কৈ যে শোনাবে?"

"এর আগে বুঝি কিছু ঠিক হয় নি, কাল রাত্তিরেই খেয়াল ঘাড়ে চাপলো আর আজ ভোর না হইতে ছুটোছুটি - তোদের মতন খেয়ালী যদি আর দুটি থাকে!"

একটু হাসিয়া পারুল উত্তর দিল, "আমার কিন্তু ভারি আনন্দ হচ্ছে, জ্যাঠামশাই!—কেমন চমৎকার হবে বলুন দেখি!"

"তাত হবে, কিন্তু ছেলে পাবি কোথা থেকে?"

"কেন গ্রামে ছেলের অভাব নাকি?"

"না, গ্রামে ছেলের অভাব হ'তে যাবে কেন—বালাই; লক্ষ্মী ভাগ্যি না থাকলেও ষষ্ঠীভাগ্যটা যে আমাদের খুবই আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে; সে কথা আমি বলছি না, আমি বলছি কি, গ্রামে ত একটা ছোট খাটো ইস্কুল রয়েছে, সে ইস্কুল ছেড়ে ছেলেরা তোদের এখানে আসতে যাবে কেন শুনি?"

"বা রে! আমরা যে মাইনে নেবো না, সেটা বুঝি কম কথা, আপনি দেখবেন জ্যাঠামশাই, কেমন ছেলে না জোটে।"

"কোন' ছেলের কাছ থেকেই মাইনে নিবি নে?—ঘর থেকে পয়সা খরচ করে ইস্কুল চালাবি?"

একটু হাসিয়া পারুল বলিল, "আপনি রয়েছেন কি করতে, জ্যাঠামশাই?"

"তোরা তা হলে নেহাৎই ইস্কুল খুলছিস্ দেখছি, তা মহিম না হয় মাষ্টারী করবে—তুই কি করবি শুনি?—ইস্কুলের ঝি হবি নাকি?"

হাত মুখ নাড়িয়া পারুল আরম্ভ করিল, "হ্যাঁ তা বৈ কি!—আমিও বুঝি মাষ্টারী করতে পারি না মনে করেছেন!"

অবাক হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "বলিস্ কিরে! তুই ছেলেদের পড়াবি?—না সত্যি সত্যি তোরা এইবার—,"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পারুল বলিল,—"ভয় নেই জ্যাঠামশাই, ভয় নেই, আমি ছেলেদের পড়াতে যাচ্ছি না—আমি পড়াবো মেয়েদের,—আপনি একেবারে আঁত্‌কে উঠলেন দেখছি!"

"তবু ভালো, আমি বলি বা তুই বেত হাতে করে ছেলেদের মাষ্টারী করতে বসে যাবি, তা, তোর যা কাণ্ড, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।"

হাসিতে হাসিতে পারুল বলিল, "আমি এমনি-ই বেখাপ্‌পা নাকি জ্যাঠামশাই?"

স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন,—"আমি কি সত্যি সত্যি বলছি রে পাগলী—ঠাট্টা করছি বৈত নয়,—তা হ'লে তুই নেহাৎ-ই গুরু-মা হচ্ছিস্ বল্!"

হাসিয়া ফেলিয়া পারুল বলিল, "অনেকটা তাই বটে!" তার পরই গম্ভীর হইয়া আবার বলিল, "মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো দরকার নয় জ্যাঠামশায়?"

"লেখাপড়া শেখা কার না দরকার রে পাগলী?"

"তবে কেন লোকে শেখায় না?"

"তারা নিজেরাই যে লেখাপড়া শেখেনি মা!"

"কেন, আমাদের দেশে ত লেখাপড়া-জানা লোক ঢের রয়েছে জ্যাঠামশাই, তারা কেন তাদের মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় না?"

একটু হাসিয়া জ্যাঠামশাই উত্তর দিলেন, "তোর কথাতেই ত প্রমাণ হ'ল পারুল, যে তারা সত্যি সত্যি লেখাপড়া শেখেনি,—তা যদি তারা শিখতো, তা হলে তারা মেয়েদের ও-রকম ক'রে ফেলে রেখে দিতে পারতো কি মা!"

"তা বটে!" বলিয়া পারুল হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল, "ঐ যা, ডাল'টা বুঝি ধ'রে গেল, ধরা গন্ধ উঠেছে—," এই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া সে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

বাহির হইতে বৃদ্ধ কালীপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "একেবারে নষ্ট হয়ে গেল নাকি রে?"

ঘরের ভিতর হইতে হাসিতে হাসিতে পারুল উত্তর দিল, "না, একেবারে পুড়ে যায় নি—একটু চুঁয়ে গেছে—ও দিব্যি খাওয়া চলবে অখন, আর, মেয়ে-ইস্কুলের গুরু-মাদের ও-রকম চোঁয়া-ডাল আর আধ-সেদ্ধ ভাত সইয়ে রাখা দরকার, কি বলেন জ্যাঠামশাই ?"

এ-কথার উত্তরে কালীপ্রসন্ন কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ বাহিরে চটিজুতা সমেত এক জোড়া ব্যস্তবাগীশ চরণের ফটাস্ ফটাস্ শব্দে থামিয়া গিয়া চাপা গলায় বলিয়া উঠিলেন, "ঐরে, পাগ্‌লাটা আস্‌ছে রে !"

ঘরের ভিতর হইতে আরও চাপা গলায় উত্তর আসিল "কিচ্ছু বলবেন না জ্যাঠামশাই,—আপনি যেন ইস্কুলের কথা কিছুই শোনেন নি,—দেখুন্ না কি বলে এসে !"

মহিম আসিয়া ভিতরের উঠানে পা দিয়াই বলিয়া উঠিল, "এই যে জ্যাঠামশাই, কতক্ষণ এলেন ?"

কালীপ্রসন্ন কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, সেটাকে চাপা দিয়া পারুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এই বোধ হয় এক মিনিটও হয়নি জ্যাঠামশাই এসেছেন !"

তার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া মহিম বলিল, "তুই সে কথা কিছু বলিস্ নি ত ?"

অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া কালীপ্রসন্নের মুখের দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া পারুল বলিল, "এইত আসছেন,—বলবার সময় পেলে ত ব'লব।"

"তবু ভালো—জ্যাঠামশাইকে দেখে আমার যা ভয় হয়েছিল! ভাবলুম নিশ্চয় তুই এতক্ষণে সব কথা বলে ফেলেছিস্——, তাহলে কিন্তু যা রাগ হোতো তোর ওপর!"

একটু হাসিয়া পারুল বলিল, "কেন?"

"বা-রে!—তুই আগে থাকতে সব শুনিয়ে রাখবি—তা'হলে আর নূতনত্বটা রইলো কোথায়! কাল থেকে ভাবছি, আমি কোথায় কি ক'রে জ্যাঠামশায়ের কাছে কথাটা পাড়বো,—কি করে গুছিয়ে সব কথা বলবো, আর তুই আগে থাকতে সব ফাঁস করে দিবি,—আমার রাগ হবে না?"

মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন,—"কি হয়েছে তাই শুনি না, তোরা যে জনান্তিকে ঝগ্ড়া করতে সুরু করে দিলি দেখছি,—কি মুস্কিল!"

হঠাৎ একবার মাত্র পারুলের অতিরিক্ত গম্ভীর মুখখানার দিকে চাহিয়া একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়াই মহিম হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "উহু! তুই নিশ্চয়ই মিছে কথা বল্‌ছিস্,—আমার গা ছুয়ে বল্ দেখি জ্যাঠামশাইকে কিচ্ছু বলিস্ নি!"

পারুল এইবার হাসি চাপিতে গিয়া হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ক্ষোভে, দুঃখে নৈরাশ্যে মহিম একবারে চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিল,—"সে আমি বাড়ী ঢুকেই টের পেয়েছি, তুই কেন বল্লি বল্ শিগ্যির, রাক্ষুসী! আমি কোথায় কাল থেকে ভাবছি, জ্যাঠা

১১৩

মশাইকে চম্‌কে দেবো, আর উনি কিনা সর্দ্দারী করে—আচ্ছা, তোমার পিঠ আজ আমি ভাঙ্‌ছি, রোসো।"

হাসিতে হাসিতে কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "তার আর হয়েছে কি রে পাগ্‌লা ?—তোরা যে একবারে পিঠোপিঠিরও বেহদ্দ হয়ে উঠ্‌লি দেখছি।"

মহিম এইবার হাসিয়া ফেলিল, "না, দেখুন না জ্যাঠামশাই, ওকে সাত-তাড়াতাড়ি কে বল্‌তে বলেছিল !"

চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া কবাটের একটা পাল্লাকে একবার খুলিয়া এবং একবার ভেজাইয়া দিতে দিতে পারুল বলিল, "আমার খুসী হয়েছে, তাই বলেছি।"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া মহিম বলিল, "আপনাদের পাশের ঐ জমিটাতে গোটা কতক সেগুন গাছ ছিল না জ্যাঠা মশাই ?—সেগুলো এখনো আছে না কি ?"

একটু হাসিয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "তা ত আছে, কিন্তু, তোর এমন মূর্ত্তি হয়েছে কেন বল্ দিকিনি ? ছুতোরপাড়ায় গেছলি, তা মুখ-চোখ অমন লাল হয়ে উঠলো কি ক'রে—তুই যে একেবারে হাপ সে পড়েছিস্ রে !"

কপালের ঘাম মুছিয়া একটু হাসিয়া কি বলিতে গিয়া থামিয়া গিয়া মহিম বলিল, "না বাপু সে কথা বলছি না, তারপর আপনারা ঠাট্টা করে মারুন আর কি !"

একটু হাসিয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "আচ্ছা প্রতিজ্ঞা করছি হাসবো না—তুই নির্ভয়ে বল্ !—তুইও হাসিস্ নি পারুল বুঝ্‌লি !"

মুখখানাকে অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া তুলিয়া পারুল বলিল,—"আমার হাস্‌তে ব'য়ে গেছে।"

একটা ঢোক্ গিলিয়া লইয়া মহিম আরম্ভ করিল. "ছুতোর ব্যাটাদের গিয়ে বল্লুম,—খান পাঁচেক বেঞ্চি আর খান দুই চেয়ার কাল-পর্‌শুর ভেতর তৈরী করে দিতে পারবি?—তারা বল্লে—'হুঃ—তাও নাকি আবার মানুষে পারে? অন্ততঃ এক সপ্তার এদিকে দিতে পারবো না মশাই।' বলুন ত জ্যাঠামশাই, ঐ কটা জিনিষ করতে কতক্ষণই বা লাগে?—আমার হয়ে গেল রাগ,—বল্‌লুম, ভারি ত কাজ, ব্যাটারা গাঁজা খেয়ে খেয়েই মরবি, তার আর হবে কি!—এক ব্যাটা কল্লে কি জানেন, একটা র‍্যাঁদা কোত্থেকে বার করে এনে আমার হাতে দিয়ে বল্লে, আপনি ত আর গাঁজা খান না ঠাকুর,—ঐ কাঠটার ওপর কতক্ষণ র‍্যাঁদা চালাতে পারেন একবার দেখি!'—আমার তখন ভয়ানক রোখ্ চেপে গেছে—কোমর না বেঁধে"—এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ থামিয়া গিয়া মহিম বলিয়া উঠিল, "ও হাসছে কেন জ্যাঠামশাই?"

হঠাৎ হাসি চাপিতে গিয়া পারুল একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং তার পর ইচ্ছা করিয়া আরো জোরে জোরে হাসিতে লাগিল।

মুখ খিচাইয়া, হাত নাড়িয়া মহিম বলিয়া উঠিল,—"গেলেন একেবারে হেসে!—এর ভেতর হাসিটার কি আছে?—হাড় শুদ্ধ জ্বলে যায় মেয়ের রকম দেখে!" হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "তার পর কি হোলো বল্ না!"

মহিমকে কথা বলিতে না দিয়া পারুল নিজেই বলিয়া উঠিল, "তার পর আর কি হবে?—বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে পতন ও মূর্চ্ছা।" এই অবধি বলিয়াই পারুল আবার হাসিতে লাগিল।

হঠাৎ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া মহিম বলিল, "ওর কথা শোনেন কেন জ্যাঠামশাই—ওটা ভারী ছ্যাব্‌লা হ'য়ে উঠেছে আজকাল।"

কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "কিন্তু তারপর কি হোলো বল্ না!" একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া মহিম বলিল, "তারপর আর কি হবে?—এখন বলুন্ কবে আমাকে সেগুনগাছ কাটিয়ে দিচ্ছেন?"

"যবে বল্‌বি।"

"আজই।"

"তা বেশ, আজ তা হলে খাওয়াদাওয়া ক'রে দুপুরবেলা আমার ওখানে যাস্—কাটাবার বন্দোবস্ত করে দোব অখন।" হঠাৎ কি মনে করিয়া জোরে হাসিয়া উঠিয়া পারুল বলিল, "ও কাজটাও তুমি নিজেই কর না কেন মহিম দা,—তা হলে বেশ শিগ্‌গির হবে!"

মহিম এবার ধমক দিয়া উঠিল, "তুই থাম্ দিকিনি, বাঁদরী!—তোর সঙ্গে ত আমি কথা কইছি না, যে তুই মুখ নাড়ছিস্!"—তারপর নরম হইয়া গিয়া বলিল, আপনাকে বছরে বছরে ছেলেদের প্রাইজ দেবার ভারটা নিতে হবে জ্যাঠামশাই—এ আমি আগে থাকতেই বলে রাখছি কিন্তু।"

"তাত হবে রে পাগলা, কিন্তু ছেলে পাবি কোত্থেকে শুনি?"

"কেন গ্রাম থেকে !—সে জন্যে কিছু ভাবনা নেই জ্যাঠামশাই —ভাবনা কেবল মেয়ের জন্যে,—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই লোকে মেয়ে পাঠাবে না আমাদের ইস্কুলে ?"

একটু ভাবিয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "সে কথা বলা বড় শক্ত মহিম !"

"ওসব কোন কথা শুনতে চাইনা জ্যাঠামশাই, অন্ততঃ আপনার বাড়ীর মেয়েদের ত পাচ্ছি,— এই ধরুন না, পুঁটি, দুর্গা পটলী, তারা, হাবলী, এই ত একা আপনাদের বাড়ী থেকেই ৫।৬টি মেয়ে পাচ্ছি,—হ্যাঁ ভালো কথা,—না থাক্‌গে !"

"কি বলছিলি বল্ না !"

"বলছিলুম কি, আপনার কর্ম্মচারীদের আপনি যদি একটু ব'লে দেন তা হ'লে,—কিন্তু না থাক্‌গে, সেটা ভাল দেখায় না— জোর জবরদস্তি করে মেয়ে জোগাড় করবার কোন দরকার নেই -কি বলেন জ্যাঠামশাই ?"

"আচ্ছা, তুই ত খেয়ে দেয়ে আমার ওখানে যাচ্ছিস্— সেইখানে ব'সে ব'সেই সব কথা হবে 'খন—আমি এখন উঠ্‌লুম —অনেক বেলা হয়ে গেছে—আর দেরী করিস্‌নে—চান করে নিগে যা, নিজের শরীরটার দিকে একটু নজর দে দিকিনি মহিম !"

কালীপ্রসন্ন চলিয়া গেলে পর পারুল আবার আরম্ভ করিল, "তুমি রাগই কর, আর যাই কর না মহিম-দা, আমার কিন্তু তোমাকে দেখে যা হাসি পাচ্ছে !"

"তাত পাবেই, আমি মরুচি নিজের জ্বালায়, ওঁর পাচ্ছে হাসি, তার পর মহিম নিজের ডান হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "দেখ্ দেখি হাতটার কি দশা হয়েছে একবার!"

সেই দিকে চাহিয়াই পারুল হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল, "ইঃ! হাতটা যে একেবারে গেছে মহিম-দা, এতক্ষণ বল্‌তে হয়, রোসো, রোসো, তেলপটি বেঁধে দিই।"

"না না তেলপটি আর বাঁধতে হবে না, রক্ত অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে।"

"তা ত হয়েছে কিন্তু ওযে একবারে আউরে উঠ্‌বে এখনি, রেড়ির তেলের পটি বেঁধে দিই রোসো,—ব্যথা মরে যাবে 'খনি,—ওমা! হাতটা যে একবারে গেছে!" বলিতে বলিতে পারুল রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং নিমেষের মধ্যে রেড়ির তেলে জব্‌জবে করিয়া ভেজান একটা ন্যাকড়ার ফালি আনিয়া মহিমের হাতের ক্ষতস্থানটা বাঁধিয়া দিতে দিতে বলিল, "আগে থাক্‌তে বল্‌তে হয়—তা হলে কি আর হাস্‌তুম! তোমার খুব রাগ হচ্ছিল নয়, মহিম-দা?"

তার মুখের দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া মহিম বলিল, "না রে পাগ্‌লী না, রাগ হতে যাবে কেন তোর ওপর?"

৪

আজ সপ্তাহ খানেক হইতে পারুলদের বাড়ীতে ইস্কুল বসিতে আরম্ভ হইয়াছে। ছেলেদের ইস্কুলটা গোড়াগুড়ি হইতেই বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল, ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত কম হয় নাই এবং তার কারণও ছিল যথেষ্ট। প্রথম কারণটা হচ্ছে এই যে, পাড়ার লোকে মহিমকে মনে মনে যতই আহাম্মক এবং ক্যাব্‌লা বলিয়া সহানুভূতি জানাক না কেন, এ ধারণাটা তাদের খুব বেশী পরিমাণই ছিল যে, তার মত ইংরাজী-জানা ছেলে তাদের গ্রামে আর একটিও নেই এবং অদূর ভবিষ্যতেও যে কখন হইবে সে আশাও অতি অল্প। তা ছাড়া এটাও তারা খুব ভাল করিয়াই জানিত যে, তার হাতে পড়িলে ছেলেগুলো হয়ত বা কোনদিন ফাঁকি দিয়া গাধা হইতে ঘোড়ায় পরিণত হইয়া যাইতে পারে এবং আর কিছু না হোক্‌, অন্ততঃ দু-চার কলম গুছাইয়া ইংরেজী লিখিবার মত বিদ্যা অর্জ্জন করিলেও করিতে পারে। ছেলেদের কাছ হইতে মাইনা লওয়া হইবে না, এটাও ছিল একটা মস্তবড় প্রলোভন।

ঘূর্ণি

বিনা খরচায় এতবড় একটা সুবিধা কেহই ছাড়িল না,—একে একে আসিয়া নিজের নিজের ছেলেগুলিকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেল, এবং যাইবার সময় যে কথাগুলো বলিয়া গেল, তা খুব বেশী সহানুভূতিব্যঞ্জক হইলেও মহিমের পক্ষে ঠিক সেই পরিমাণে মুখ-রোচক হইল না। তারা এমনি ভাবটা দেখাইয়া গেল, যেন শুধু কেবল তার এই সৎ উদ্দেশ্যটাকে উৎসাহ দিয়া কোন' রকমে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই তারা নিজের ছেলেদের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়াই ফস্ করিয়া এতবড় একটা স্বার্থত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছে এবং দরকার হইলে এরূপ স্বার্থত্যাগ ভবিষ্যতেও করিতে রাজী আছে!

উত্তরে মহিম কেবল বলিল, "হুঁ"!—

প্রথম প্রথম বাহিরের উঠানটাতেই ছেলেদের ইস্কুল বসাইবার ব্যবস্থা মহিম মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু পরে সে সংকল্পটা তাকে ত্যাগ করিতে হইল বাধ্য হইয়াই। বর্ষাকালের খামখেয়ালী বহুরূপী আকাশটাকে সে আদৌ বিশ্বাস করিতে পারিল না,—তার হাসিও যেমন বিকট, তার কান্নাতেও ঠিক তেমনি বা ততোধিক সঙ্কট। কাজেই অগত্যা তাকে আশ্রয় লইতে হইল তাদের চণ্ডীমণ্ডপটাতেই। এই এতকেলে চণ্ডী-মণ্ডপটা পাড়ার যত প্রাচীনতম বৃদ্ধদের গম্ভীর মুরুব্বিয়ানা শুনিতে শুনিতে জরদ্গব হইয়া গিয়াছিল, আজ হঠাৎ চাহিয়া দেখে, তার কোলের কাছে আসিয়া চেঁচামেচি করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে পাড়ার যত চ্যাংড়া ছোঁড়ার দল, যারা তামাকও ফোঁকে

না, শাস্ত্রও আওড়ায় না, পরকুৎসা পরনিন্দাও করে না, করে কেবল চেঁচামেচি আর হুড়াহুড়ি।

এমনি করিয়া বাহিরে ছেলেদের ইস্কুলটা জমিয়া উঠিল বটে, কিন্তু ভিতরে মেয়ে-ইস্কুলটা একটুও জমিল না।

কালীপ্রসন্নকে বুঝাইবার সময় মহিম বলিয়াছিল বটে, "একা আপনাদের বাড়ী থেকেই যখন পাঁচ ছটি মেয়ে পাচ্ছি জ্যাঠামশাই, তখন,—" কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই ওর দৌড়। অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবে অবশ্য একবাড়ী হইতে ৫টি আসিলে ১০ বাড়ী হইতে পঞ্চাশটি মেয়েরই আসিবার কথা, তা না হইলে অঙ্কটা একবারে ভুলই হইয়া যায়, কিন্তু বিধাতা-পুরুষ এরকম অঙ্কভুল প্রায়ই করিয়া বসেন, এবং এক্ষেত্রেও তাই করিলেন। কার্য্যকালে দেখা গেল, একবাড়ী হইতে ৫টি আসিল বটে কিন্তু বাদ বাকি ৯টি বাড়ী হইতে আসিল না একটিও।

এর কারণও ছিল একটু, এবং সেটা এই যে, পারুলকে পাড়ার মেয়েরা একটু খারাপ চোখেই বরাবর দেখিত। তাদের ধারণা ছিল এই শিক্ষিতা মেয়েটা কতকগুলো লেখাপড়া শিখিয়া একেবারে খৃষ্টান বা কমপক্ষে ব্রাহ্ম বা ঐ রকম একটা কিছু হইয়া উঠিয়াছে এবং হিন্দুধর্ম্ম সে মানে না, সে ম্লেচ্ছ, সে নাস্তিক, সে হ্যান্', সে ত্যান্', সে সাত, সে সতের এবং হয়ত বা তাছাড়াও আরো কিছু। এক্ষেত্রে তার কাছে মেয়ে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রে ঘুমাইতে পারে এমন দুঃসাহসিক মা গ্রামে একটিও ছিল না এবং থাকাও সম্ভব নয়। কাজেই ইস্কুল একটুও জমিল না।

ঘূর্ণি

প্রথম প্রথম পারুল একটু দমিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষকালে সে মনটাকে বেশ করিয়া কসিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং খুব উৎসাহের সহিত কালাপ্রসন্নের দৌহিত্রী, পৌত্রী ইত্যাদি যে ৫টি মেয়ে আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহাদেরি লইয়া কোমর বাঁধিয়া ইস্কুল খুলিয়া দিল।

তার নিজের শোবার ঘরটাই হইল তার ইস্কুল এবং একটা ছোট খাটো সতরঞ্চি হইল তার ছাত্রী কয়টির বসিবার আসন। এমনি করিয়া ভিতরে এবং বাহিরে দুটি ইস্কুল একদিনে হঠাৎ খাড়া হইয়া উঠিল।

প্রতিদিনকার মত আজও পারুল তার ছাত্রী কয়টি লইয়া পড়াইতেছিল। ছাত্রীদের মধ্যে সব চেয়ে বড় যেটি তার বয়স এগারো, তার পরেই যেটি, সেটির বয়স বড় জোর দশ হইবে ; বাদ বাকি ক'টি নিতান্তই একবারে দুগ্ধপোষ্য বলিলেও চলে।

বড় মেয়েটির দিকে চাহিয়া পারুল বলিল, "আচ্ছা বল দেখি টগর, বৃষ্টি হয় কি ক'রে ?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "কি জানি পারুল দিদি !"

পাশেই বসিয়াছিল যে মেয়েটি সে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল, "আমি বলব পারুল দিদি ?" এবং অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই বলিয়া উঠিল "ঐরাবত শুঁড় দিয়ে— ।"

"দূর পাগলী !—ও তো হোলো গল্পকথা, আসলে কি ক'রে বৃষ্টি হয় জানিস—এই পৃথিবীর যত বাষ্প—"

ঘূর্ণি

বাধা দিয়া ঘাড় মুখ নাড়িয়া মেয়েটা বলিয়া উঠিল, "না পারুল-দিদি, গল্পো-কথা নয়—সত্যি সত্যি ঐরাবত শুঁড় দিয়ে জল ঢালে আর তাইতেই বৃষ্টি হয়—এ আর ভুল হবার জো নেই পারুলদিদি,—দাদামশাই এই এত বড় বড় ইংরিজী বই পড়ে আমাকে বলেছে, হু হু বাবা চালাকি নয়!"

অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া পারুল বলিল, "আচ্ছা, তোদের দাদা মশাইকে আমার নাম ক'রে জিজ্ঞেসা ক'রে দেখিস্ দিকি—ওটা বাজে গল্পো কি না!"

পাশ হইতে আর একটা মেয়ে বলিয়া উঠিল, "তবে কি ক'রে বিষ্টি হয় বল না পারুল দিদি?"

পারুল কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করিবে মনে মনে ঠিক করিয়া লইতেছিল, হঠাৎ একটা মেয়ে দরজার ভিতর দিয়া বাহিরের ছোট রকটার দিকে একবার চাহিয়াই নাকি-কান্নার সুরে চেঁচাইয়া উঠিল, "দেখ না, গাবু আমাকে ভেংচি কাটছে পারুলদিদি!"

"কেরে ওখানে?" বলিয়া পারুল উঠিয়া দাঁড়াইতেই গাবু নামক শান্তশিষ্ট ছেলেটি নিতান্তই গো-বেচারার মত মুখখানি কাচুমাচু করিয়া বলিল, "আমাকে একটু জল দাও না পারুল দিদি!"—

সে এমনি ভাবটা দেখাইল যেন সে কিছুই জানে না এবং কিছু জানিতে চায়ও না,—সে কেবল চাহিতে আসিয়াছে একটুখানি জল এবং তার পরই সুবোধ ছেলেটির মত গিয়া মাষ্টার মশায়ের সুমুখে বই খুলিয়া বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া পাঠ্য পুস্তকখানির নির্দ্দিষ্ট

একটি পাতার নির্দ্দিষ্ট কয়টি লাইন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া পড়িতে থাকিবে।

"জল ত দিচ্ছি—কিন্তু তুই ওকে ভেংচি কাটলি কেন শুনি?" বলিয়া পারুল তার সেই অতিরিক্ত গম্ভীর মুখখানার দিকে চাহিয়া অতিকষ্টে হাসি সাম্‌লাইয়া রাখিল।

নিতান্তই যেন অবাক হইয়া, মাথায় হাত দিয়া চোখ দুটাকে বিস্ফারিত করিয়া গাবু বলিল, "আমি কখন্ ভেংচি কাটলুম্ ওকে?—বা-রে!"

"মা কালীর দিব্যি বলছি, ও আমাকে ভেংচি কেটেছে পারুল দিদি," বলিয়া মেয়েটা একেবারে চেঁচামেঁচি করিতে সুরু করিয়া দিল,—"তুই দিব্যি গেলে বল্ দেখি, আমাকে ভেংচি কাটিস্ নি—।—মিথ্যে কথা বলবিনা বল! রাত্তিরে যখন হাঁ হাঁ বাবা।" বলিয়া মেয়েটা ঘাড় মুখ নাড়িয়া, চোখ ঘুরাইয়া ছেলেটার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। ছেলেটা কিন্তু নেহাৎই দুঃসাহসিক,—সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ভুত আমার ভারি করবে—হুঁঃ!"

ছেলেটার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে পারুল বলিল, "লক্ষ্মী ছেলে—ছিঃ মিছে কথা বল্‌তে নেই—তুই ওকে ভেংচি কাটিস্ নি?—বল্‌না—কেউ কিছু বলবে না তোকে।"

ছেলেটা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ একবারে অত্যন্ত সাহসভরে বলিয়া উঠিল, "কেটেছিত!"—তার পরই হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমাকে জল দেবে কিনা

তাই বলে দাও না পারুলদিদি, আমার বুঝি আর পড়া-শুনো ক'রে কাজ নেই ?"

পারুল রান্নাঘর হইতে জল গড়াইয়া আনিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখে, তার ছাত্রীদের মধ্যে রীতিমত একটা গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে এবং চাঁপা নামক একটি মেয়ে ঠ্যাং ছড়াইয়া বসিয়া প্যান্ প্যান্ করিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়া দিয়াছে ; কিন্তু আসামী পলাতক।

"কি হয়েছে রে ?" বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই মেয়েরা সব গোলমাল করিতে সুরু করিয়া দিল, "গাবু ওকে বিয়ে করবে বলে গেছে পারুল দিদি, তাই কাঁদছে।"

অতি কষ্টে হাসি সামলাইয়া তার কাছে গিয়া, বসিয়া চোক মুছাইয়া দিতে দিতে পারুল বলিল, "আচ্ছা রোসো না, মহিম-দাকে ব'লে ওর আজ আমি পিঠ ভাঙ্গছি ! এত বড় আস্পর্দ্ধা. আমাদের চাঁপাকে বলে কিনা বিয়ে করবো—রোসো ওর আমি কি করি ছ্যাখ্ না !"

গাবু নামক ক্ষুদ্র জীবটি চাঁপা নামক ক্ষুদ্রতর জীবটিকে প্রায়ই, "বিয়ে করবো, বিয়ে করবো", বলিয়া যখন তখন শাসাইত এবং পাড়ার ছেলেরা ঐ কথা বলিয়া তাকে খুব খানিকটা ক্ষেপাইত। বেচারা চাঁপা খানিকটা বা লজ্জায়, খানিকটা বা রাগে এবং খানিকটা বিনা কারণেই কাঁদিয়া ফেলিত এবং গাবুর মার কাছে গিয়া নালিস করিয়া দিয়া আসিত। উত্তরে গাবুর-মা বলিতেন, "ওর গোদা শ্বাশুড়ী করে দোবো 'খন !"

এই গোদা শ্বাশুড়ী হওয়াটা গাবুর পক্ষে খুব বেশী শাস্তি কি না তা ঠিক না জানিয়াও কে জানে কেন চাঁপা খানিকটা আশ্বস্ত হইত এবং আসিবার সময় গাবুকে বলিয়া আসিত, "কেমন হয়েছে, মুখপোড়া !"

পারুল আবার বলিল, "তুই ছাখ্ না, ওকে আমি আজ কি মারটাই খাওয়াই—তুই চুপ কর দিকিনি !"

চাঁপা তবুও কাঁদিতে লাগিল।

টগর লাফাইয়া উঠিল, "আমাকে গাবু সেদিন ইট ছু ড়ে মেরেছিল পারুল দিদি !"

হাবলী আর এক দিক হইতে চেঁচাইয়া উঠিল, "আমার গায়ে গাবু সেদিন থুতু দিয়েছিল, পারুল দিদি !"

তাকে থামাইয়া দিয়া পট্ লি চেঁচাইয়া উঠিল, "আমার খোঁপা খুলে দিয়েছিল, পারুল-দি।"

একটু হাসিয়া পারুল বলিল, "আচ্ছা হবে 'খন, আস্ত একটি বেত কাল ওর পিঠের ওপর ভাঙ্ ছি রোসো না !"

ইস্কুলের ছুটির পর বাদ বাকি সব কটি মেয়ে যখন চলিয়া গেল, তখন আস্তে আস্তে গুটি গুটি পারুলের কাছে আসিয়া অত্যন্ত করুণ সুরে এবং আর্দ্রকণ্ঠে চাঁপা বলিল, গাবুকে সত্যি-সত্যি খুব মারবে নাকি, পারুল-দিদি ?"

তার মুখের দিকে একবার চাহিয়াই পারুল সহসা তাকে নিবিড় ভাবে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইল এবং তার কচি মুখ খানিতে চুমার পর চুমা খাইয়া একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল।

ঘূর্ণি

চাঁপা চলিয়া গেলে পর পারুল ধীরে ধীরে ঘরের জানালার ধারে আসিয়া বসিল। কে জানে কেন তার আজ মনটা ভিতরে ভিতরে কেবলি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। তার মনে হইতেছিল, ঐ যে ছোট মেয়েটি—চাঁপা যার নাম—দুদিন পর বিবাহ হইবে হয়ত ওর কোন এক সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সঙ্গে, যাকে ও কখন দেখেনি, চেনে না, এবং হয়ত যার সঙ্গে ওর কোন দিনই মনের মিল হইবে না; আর ঐ দুষ্ট ছেলেটি—গাবু, ওর হয়ত বিবাহ হইবে তেমনি-ই অপরিচিত একটা মেয়ের সহিত, যার সঙ্গে হয়ত তার কোন দিনই বনিবনাও হইবে না, অথচ তাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে সে একদিন বাধ্য হইবে। সত্য হইল কেবল মন্ত্রপাঠ এবং শাস্ত্র বিধান, আর এই যে প্রকাণ্ড সত্য, এই যে দুটি ক্ষুদ্র জীবনের সরল প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা ইহারাই হইল সব চেয়ে মিথ্যা!”—একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরের মুক্ত প্রাঙ্গণটার দিকে চাহিয়া পারুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পিছন দিক হইতে আসিয়া মহিম ডাকিল, “পারুল!” বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়াই পারুল উত্তর দিল, “কি?”

“অমন চুপটি ক’রে ব’সে আছিস্ যে?”

অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে পারুল উত্তর দিল, “এমনি, শুধু শুধু।”

৫

আজ রবিবার, ইস্কুল বন্ধ। বৈকালের দিকে নিজের ঘরের জানালার ধারে বসিয়া মহিম কি একখানা ইংরেজী বই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিল, হঠাৎ বইয়ের অক্ষরগুলো অন্ধকারে ঝাপ্‌সা হইয়া যাওয়ায় জান্‌লা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াই দেখিতে পাইল, আকাশটা একেবারে মেঘে-মেঘে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, এবং দূরের গাছপালাগুলো সব সেই জমাট্‌-কালো আকাশটার তলায় স্তব্ধ নিশ্চল থম্‌থমে হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বইটাকে চোখের একবারে খুব কাছাকাছি লইয়া আসিয়া মহিম আবার একবার পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া পারুল চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরসুলা, মহিম-দা, আরসুলা!"

বইটাকে তাড়াতাড়ি মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহিম চীৎকার করিয়া উঠিল,—"কৈ রে কোথায়?"

হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে মাটিতে প্রায় লুটাইয়া পড়িয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "কেমন জব্দ মহিম-দা?—"

রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিয়া মহিম বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, একি ঠাট্টা তোর বল্ দেখি পারুল!—এখন পর্য্যন্ত আমার বুক দুড়দুড় করছে—,"

ঠিক তেমনি ভাবেই হাসিতে হাসিতে পারুল বলিল, "কি বীরপুরুষ তুমি মহিম-দা?—আরসুলার নাম শুনে বুক ধড়ফড় করে?"

বইটাকে মেঝের উপর হইতে কুড়াইয়া লইয়া, ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মহিম বলিল, "এর সঙ্গে বীরপুরুষের সম্পর্কটা কি শুনি? —নিয়ে আয় না বাঘ ভালুক—দেখ্ দেখি কেমন ভয় পাই!—কিন্তু ঐ আরসুলাগুলা দেখলেই কেমন যেন—,"

জোর করিয়া টানিয়া হাসিতে হাসিতে পারুল বলিল, "আর বাহাদুরীতে কাজ নেই, মহিম-দা!—বলে—হেলে ধরতে পারেন না, কেউটে ধরবেন;—আরসুলা দেখলে পিঁপড়ের গর্ত্ত খোঁজেন, উনি আবার বাঘ ভালুকের বড়াই করতে আসেন! ওসব বাহাদুরী তোমার ছাত্রদের কাছে কর গে যাও, তারা তবু বিশ্বাস করবে, —কেন বাজে বক মহিম-দা!"

জানালার ধারে আবার বসিয়া পড়িয়া মহিম বলিল,—"নে, নে, তোকে আর ওস্তাদি মারতে হবে না,—কি আমার বীরপুরুষই এসেছেন?—তাই সেদিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যার সময় ঘাটে যেতে হ'লে আমাকে গিয়ে দাঁড়াতে হোতো—কেন বকিস্ মেলাই?"

হাত মুখ নাড়িয়া পারুল আরম্ভ করিল, "তা ব'লে তোমার মতন আরসুলা দেখে কোনদিন বুক ধড়ফড় করেনি!"

ঘূর্ণি

মহিম কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, সেটাকে জোর করিয়া চাপা দিয়া পারুল আপনার মনে বকিয়া যাইতে লাগিল, "এঁরাই নাকি আবার ভারত উদ্ধার করবেন!—আর জ্বালিও না, মহিম-দা,—আরে ছি ছি!—আমরা হোলে গলায় দড়ি দিতুম!"

মহিম আবার একবার কি বলিবার চেষ্টা করিতে যাইতেছিল, তাকে থামাইয়া দিয়া পারুল আবার আরম্ভ করিল, "এ রাই হচ্ছেন আমাদের দেশের পুরুষ মানুষ—হায় রে পোড়াকপাল!"

প্রথমে একটু বিরক্ত হইয়া এবং তারপর পারুলের মুখভঙ্গি এবং হাত-পা নাড়া দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়া মহিম বলিয়া উঠিল, "আঃ মোলো, করছে দেখ একবার!—নিজের কথাই সাত-কাহন,—যত বলছি—,"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই পারুল আবার আরম্ভ করিল, "এর ওপর আর কথায় কাজ নেই, আমি হ'লে ঘাড় হেঁট করে, মুখটি টিপে বসে থাকতুম,—লোকালয়ে আর মুখ দেখাতুম না!"—অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কথাটা বলিতে গিয়া মহিমের মুখের দিকে একবার চাহিয়াই পারুল হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং তারপরই সহসা মহিমের হাত হইতে বইটাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "এর পর আবার বই পড়তে লজ্জা হচ্ছে না?"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত মহিম বলিয়া উঠিল, "ভ্যাখ, অনেকক্ষণ সহ্য করেছি—এইবার কিন্তু উঠবো,—যত কিছু না বলি, মেয়ে ততই যেন বাড়িয়ে তুলেছেন—।"

ঘূর্ণি

মুখভঙ্গী করিয়া পারুল বলিল, "ইস্! অত সাহসে আর কাজ নেই!"

"তবে রে!" বলিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তোমার মতন কাপুরুষ নই যে পালাবো মহিম-দা," বলিয়া পারুল মহিমের মুখের উপর সহসা একটা কটাক্ষ করিল, এবং দুষ্টামী করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

পারুলের খুব কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া, মহিম বলিল, "নেহাৎ বড় হয়ে গেছিস বলেই আজ আর কিচ্ছু বল্লুম না,—তা না হলে পিঠটি আজ আর আস্ত রাখ্তুম না, তা জানিস্!" কথাটা শেষ করিয়া সে আবার সেই জানলাটার ধারে গিয়া বসিয়া পড়িল।

হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে পারুল বলিল, "দুয়ো, দুয়ো! —মারতে পারলে না!"

কে জানে কেন পারুলের ভারী ইচ্ছা হইতেছিল, মহিম আসিয়া তার পিঠের উপর খুব খানিকটা কিলাইয়া দিয়া যায় এবং সে নীরবে দাঁড়াইয়া খানিকটা মার খায়। কিন্তু মহিম উঠিল না। পারুলের অজস্র টিট্‌কারী এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপগুলো বেমালুম হজম করিয়া সে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল এবং কিছুক্ষণ পর হঠাৎ উঠিয়া বলিল, "নে, কি ছেলেমানুষী করিস পারুল?—দে আমার বই ফিরিয়ে দে! – একটু নিশ্চিন্তি হ'য়ে যে পড়বো তারও জো নেই!"

কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া হাসির জেরটাকে কোন' রকমে বজায় রাখিয়া পারুল বলিল, "হ্যাঁ, বই পড়তে

দিচ্ছ এই যে!—আমি একলাটি বোবার মতন বসে থাকি, আর উনি দিব্যি ক'রে বই পড়বেন—অত সুখে আর কাজ নেই!"

"তুইও একখানা যা হোক বই টই টেনে নিয়ে পড়তে বোস্ না, কে তোকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে যে পড়িস্ নি?

মেঝের উপর ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া মাথা নাড়িয়া পারুল বলিল, "আমার যদি এখন পড়তে ভাল না লাগে!"

"না লাগে, পড়িস্ নি, তাই বলে যার ভাল লাগে তাকে শুদ্ধ পড়তে দিবি নি?"

"না দেবো না, বেশ করবো!" বলিয়া পারুল বইখানাকে বুকের মধ্যে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল, যেন কে তার বুক হইতে বইখানাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু মহিম উঠিল না,—বসিয়া বসিয়াই বলিল, "কি যে ছেলেমানুষী করিস্ পারুল, তার ঠিক নেই!"

পারুল ঠিক তেমনি ভাবেই বইটাকে বুকের কাছে দুই হাত দিয়া আগ্‌লাইয়া রাখিয়া বলিল, "আমি কক্ষনই দিচ্ছি না ত!"

"না দিলি ত বড় বয়েই গেল, না হয় নাই পড়া হোলো—ভারী ত!" বলিয়া মহিম বাহিরের কালো আকাশটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এই সময় হঠাৎ চড়্ বড়্ চড়্ বড়্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। লাফাইয়া উঠিয়া পারুল ঘরের ভিতর চেঁচামেঁচি করিতে সুরু করিয়া দিল, "শিগ্গির ছাতাটা পেড়ে দাও মহিম-দা! তোমার পায়ে পড়ি শিগ্গির পেড়ে দাও!—ওঃ কি শিলটাই পড়ছে!—দাও মহিম-দা—শিগ্গির দাও!—এখুনি থেমে যাবে!"

একটু হাসিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেয়ালের-গায়ে-ঝোলানো ছাতাটাকে পাড়িয়া দিয়া মহিম বলিল, "এখন পর্য্যন্ত তোর ছেলে-মানুষী গেল না রে পারুল? বুড়ো মাগীর এখন পর্য্যন্ত শিল কুড়োবার সখ।—আচ্চা মেয়ে যা হোক্ তুই!"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া রকের উপর হেঁট হইয়া পড়িয়া, মাথাটাকে কোন রকমে ছাতা দিয়া বাঁচাইয়া পারুল লাফালাফি করিয়া শিল কুড়াইতে আরম্ভ করিল, এবং হঠাৎ চেঁচামেঁচি করিতে সুরু করিয়া দিল,—"শিগ্যির একটা গেলাস্ টেলাস্ যা হোক্ নিয়ে এসো মহিম-দা!—হাতে আর রাখতে পারছি না—শিগ্যির, শিগ্যির,!—ওঃ কত বড় শিল একবার দেখে যাও!"

ঘরের কোণে কুঁজোর মুখে একটা গেলাস বসান ছিল, সেটাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া মহিম দরজার কাছ-বরাবর আসিতেই পারুল ছুটিয়া আসিয়া তার হাত হইতে গেলাসটা কাড়িয়া লইয়া তার মধ্যে এতক্ষণের সংগৃহীত শিলগুলো ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো মহিম-দা, আমি জড় ক'রে ক'রে এনে তোমাকে দিচ্ছি,—ভিজোনা যেন! ঐ খানেই দাঁড়িয়ে থেকো,—ঘর থেকে বেরিয়ো না!"

পারুল আবার শিল কুড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল এবং হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দুত্তোর, আর ভাল লাগে না!"

অবাক হইয়া তার মুখের দিকে একবারমাত্র চাহিয়া মহিম বলিল, "হঠাৎ সখ্ মিটে গেল যে?"

ঘূর্ণি

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া ছাতাটাকে মুড়িতে মুড়িতে পারুল বলিল, "ছেলেবেলাকার মতন আর ও সবেতে-তেমন ফূর্ত্তি হয় না মহিমদা!—ওর চেয়ে এসো ব'সে ব'সে গল্প করি, কেমন?"

কথাটা শেষ করিয়াই সে মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল এবং হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, বিষ্টি পড়লেই কান্না পায় কেন, বল' দেখি মহিম-দা! তোমারও হয় নাকি?"

গেলাসটাকে পারুলের কোলের কাছে মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া নিকটে বসিয়া মহিম বলিল, "আমার ত আর তোর মতন কাব্যময় মন নয়,—যে বিষ্টি দেখে কাঁদ্‌তে বসে যাবো!"

"কাঁদ্‌তে বস্‌ব কেন?—তাই বুঝি আমি বলছি? আমি বলছি কি বিষ্টি পড়লেই কেমন যেন—

বাধা দিয়া মহিম বলিয়া উঠিল, "কেমন যেন, কি যেন একটা,—ছুঁই ছুঁই ছুঁই-না গোছের নয় রে পারুল?—না বাবা, অত শত কবিত্ব টবিত্ব আমার নেই।"

মহিমের দিকে আর একটু ঘেঁসিয়া বসিয়া পারুল বলিল,—"না সত্যি সত্যি, অমন ধারা কেন হয়, বল না মহিম-দা! না ঠাট্টা নয়—সত্যি ক'রে বলো না।"

"তোর কান্না পায় কেন তা আমি কি ক'রে বলব বল,—এতো আচ্ছা মুস্কিলের কথা!" বলিয়া মহিম হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

"আচ্ছা ঠিক করে বল দেখি, মহিম দা, তোমারও কান্না পায় না?"

ঘূর্ণি

"কান্না পেতে যাবে কেন ?—কি মুস্কিল !"

"আচ্ছা, কান্না নাই পেলো, কিন্তু ছেলেবেলাকার কথা মনে প'ড়ে যায় না মহিম-দা ?—এ তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, তা না হলে জান্‌বো, তোমার মতন মিথ্যাবাদী আর দুটি নেই !"

"তা বরং একটু আধটু পড়ে—" বলিয়া মহিম গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ একসময় কি মনে করিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "আমাদের ছেলেবেলাকার গল্পো কর না মহিম দা।"

বাহিরে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল; জানালার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছিল, দূরের গাছপালাগুলো সব একবারে ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে। জানালার ধারে কার্ণিসের তলায় বসিয়া একটা ভিজে কাক পাখা-ঝাপ্‌টা দিয়া মাঝে মাঝে ভাঙ্গা সজলকণ্ঠে করুণ ভাবে কা-কা করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে মহিম বলিল, "বাদ্‌লার দিনে ছেলেবেলাকার গল্প শুনতে বড্ড ভাল লাগে, নয় রে পারুল ?"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পারুল বলিয়া উঠিল, "সত্যি-সত্যি বড্ড ভাল লাগে—বল' না মহিম-দা !"

জানালা দিয়া বাহিরের দুর্য্যোগের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহিম বলিল, "বর্ষার দিনে বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে রাত্তির বেলায় তোকে কত গল্প শোনাতুম পারুল,—সে কত কি, রাজারাণীর গল্প, ভূতপেত্নির গল্প,—তুই লক্ষ্মী-মেয়েটীর মত আমার বুকের কাছটিতে শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে কখন্ ঘুমিয়ে পড়তিস্।"

গদ্-গদ্ ভাবে মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া পারুল বলিল,—"তুমি তখন কি করতে মহিম-দা ?"

অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে মহিম বলিল, "কি আর করব ?—আমিও তখন ঘুমিয়ে পড়তুম !"

হঠাৎ কি মনে করিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "ভূতপেত্নীর গল্প শুনে আমি খুব ভয় পেতুম—না ? বল না মহিম-দা ? ওকি, তুমি বুঝি আমার কথা শুনছো না ?"

হঠাৎ চমক্ ভাঙিয়া মহিম বলিয়া উঠিল, "ভয় ? তা পেতিস্ বৈকি !"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পারুল বলিয়া উঠিল, "ভয় পেয়ে কি করতুম ?—ওকি !—তুমি শুন্‌ছো না বুঝি ?"

অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে মহিম বলিল, "ভয় পেয়ে কি করতিস্ ? আমার বুকের ভেতর মুখটি লুকিয়ে চুপটি করে পড়ে থাকতিস্, আর অর্দ্ধেক রাত্তিরে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে প্রাণপণ বলে আমাকে জড়িয়ে ধরতিস্ ।"

অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া পারুল বলিল, "বেশ মজা হোতো, নয় মহিম-দা ?—আচ্ছা হ্যাঁ মহিম দা, তুমি আমাকে ছেলেবেলায় খুব ভালবাসতে নয় ?"

একটু হাসিয়া মহিম বলিল, "তা বাস্‌তুম বৈকি !"

মাথাটাকে দোলাইয়া পারুল বলিল, "খুব ভালবাসতে ?—একেবারে খুব ?—তুমি ভাল ক'রে উত্তর দাও না মহিম-দা ?"

কথাটা সে এত উত্তেজিত ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিল যে নিজেই সে হঠাৎ নিজের দিকে চাহিয়া চমকাইয়া গেল।

"বলছি ত হ্যাঁ—তা তুই অমন অস্থির হয়ে উঠছিস্ কেন?"

হঠাৎ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া পারুল বলিল, "হ্যাঁ মহিম-দা, ছেলেবেলায় আমি খুব দুষ্টু ছিলুম নাকি?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই নিজেই আবার বলিয়া উঠিল, "তোমাকে খুব জ্বালাতন করতুম নয়?" তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তোমার আবার কি হোলো?—এতক্ষণ ত আমাকে কবি-কবি বলে ঠাট্টা করা হচ্ছিল—এখন বিষ্টি দেখে কে কাঁদ্‌তে বসলো শুনি?"

"দূর পাগলী!—কাঁদতে যাবো কেন?" বলিয়া মহিম জোর করিয়া টানিয়া একটু হাসিল।

কোন কথাই যেন জমিতে চাহিতেছিল না। ঘরখানা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল; একে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তার উপর আসন্ন সন্ধ্যার একটা কালো ছায়া চারিদিকে ঘোরালো হইয়া আসিতেছিল —হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর এবং গাঢ় স্বরে পারুল ডাকিল, "মহিম-দা!"

অত্যন্ত আচ্ছন্ন ভাবে মহিম উত্তর দিল, "কি?" কি বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া নেহাৎই যেন হাল্কা ভাবে পারুল বলিয়া উঠিল, "তুমি একটা বিয়ে কর না মহিম-দা!—তা'হলে কিন্তু বেশ হয়, নয়?"

মহিম এ কথার কোন উত্তর দিল না।

পারুলও হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

ঘূর্ণি

সেই দিনই, অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বিছানায় শুইয়া পারুল ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। মাথার শিয়রের জানালাটা খোলা ছিল, দুর্যোগ তখন-পর্য্যন্ত সমান ভাবেই রহিয়াছে। বাহিরে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছিল এবং খোলা জানালার ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে এক একটা দম্‌কা বাতাস বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া ঘরের খুঁটিনাটি জিনিষ-পত্তরগুলোকে বেশ রীতিমত একটু ঝাঁকুনি দিয়া যাইতেছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া খোলা জানালার ধারে শুইয়া থাকায় পারুলের সমস্ত দেহটা একবারে হিমের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে জানালা বন্ধ করিয়া দেয় নাই—চুপ করিয়া শয্যায় শুইয়া বাহিরের দুর্দ্দম প্রকৃতিটার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়াছিল। হঠাৎ একসময় কি মনে করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তার পর অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে অন্ধকারে ঘরময় পা-চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে পা-চারি করিয়া সে আবার সেই জানালাটার ধারে আসিয়া বসিল। দূরে, অনেক দূরে, আকাশের একেবারে শেষ সীমানার কাছে একখণ্ড কালো মেঘের কোলে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুড়-গুড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছিল।

সেই দিক পানে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ পারুলের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, ছেলেবেলাকার মত কৈ এখন ত আর ভয় হয় না?—এই ভীষণ দুর্যোগের রাত্তিরে সে একলাটি ঘরের মধ্যে চুপটি করিয়া বসিয়া রহিয়াছে—কোথাও জন-

মানবের সাড়াশব্দ নাই, কিন্তু কৈ একটুও ভয় হইতেছে না ত!—কে জানে কেন, তার ভয়ানক ইচ্ছা হইতে লাগিল, একটু যেন ভয় পায় সে!—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে জানালার ধারের পোড়ো জঙ্গলটার দিকে চাহিয়া রহিল, যদি এমন একটা কিছু দেখিয়া ফেলে সে, যাতে করিয়া তার এই একলা থাকাটা একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠে,—তাহা হইলে সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, এমনি ধারাটা তার হঠাৎ মনে হইতে লাগিল; কিন্তু তার পর? —তার পর যে কি তা সে জানে না, এবং তা জানিতে চায়ও না। হঠাৎ নিজের শৈশবটা তার চোখের সুমুখে ছবির মত ভাসিয়া উঠিল,—সেই অনেকদিন আগেকার সব কথা,—আব্ছা বড় আব্ছা এবং আব্ছা বলিয়াই বড় মধুর!—সেই সব খুটি-নাটি ঘটনা—কি করুণ!—কি ভয়ানক করুণ!—পারুলের কান্না আসিতে লাগিল। ঠিক এমনি কত দুর্যোগের রাত্রে সে মহিমের বুকের মধ্যে সারাটি রাত ভয়ে জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়াছে এবং মেঘের গুরুগর্জ্জনে তার ছোট বুক খানি যখনি কাঁপিয়া উঠিয়াছে তখনি ছোট্ট দুটি হাত দিয়া সে মহিমকে প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সেই তাদের শৈশব! সেই হাসি-কান্নার মেঘরৌদ্রের জালিকাটা কয়টা দিনের মাত্র শৈশব!—কিন্তু তার পর?—পারুলের কান্না পাইতে লাগিল। আজ কেন তার একটুও ভয় হইতেছে না?—ঐ ত, বাহিরে শন্ শন্ শব্দে ঝড় বহিতেছে, গুড়্ গুড়্ করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে—তবে ভয় হইতেছে না কেন তার?—

হঠাৎ জোর করিয়া পারুল শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবং কি মনে করিয়া সহসা দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া পাশের ঘরের কবাটে অত্যন্ত জোর জোরে ঘা দিতে দিতে চঞ্চলভাবে ডাকিয়া উঠিল, "দরজা খুলে দাও মহিম-দা!—আমার বড্ড ভয় পাচ্ছে,—শিগ্যির দরজা খুলে দাও!" তার গলার স্বর কাঁপিতেছিল।

ভিতর হইতে অত্যন্ত চঞ্চলভাবে মহিম বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে রে পারুল?" এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হঠাৎ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া থতমত খাইয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "ছাতে তেঁতুল শুকোতে দিয়েছিলুম - সে গুলো সব—"

বাধা দিয়া মহিম বলিয়া উঠিল, আচ্ছা সকাল থেকেই ত বিষ্টি হচ্ছে—তুই আবার তেঁতুল শুকোতে দিলি কখন শুনি?—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিস্ নাকি?"

পারুলের মুখখানা একেবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, তার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। কি একটা কথা বলিতে গিয়া সে হঠাৎ ঝড়ের বেগে সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং নিজের ঘরের মধ্যে বেগে ঢুকিয়া পড়িয়া ঝনাৎ করিয়া খিল আঁটিয়া দিল।

জানালার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছিল, বাহিরের কালো আকাশটার গায়ে চক্‌মক্ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছে; পারুলের মনে হইতে লাগিল, মানুষের অতিবড় গোপন-হৃদয়ের গূঢ়তম কথাটি পর্য্যন্ত নিমেষে পড়িয়া ফেলেন

যে একটি অদৃশ্য-পুরুষ তিনিই, আজ তার এই এতবড় বিড়ম্বনাটার দিকে চাহিয়া অমন করিয়া বারবার ভ্রূকুটি করিয়া উঠিতেছেন ;—কি নিদারুণ সে টিট্‌কারী ?—পারুলের দম ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৬

পরদিন ভোর বেলা সদ্যঃস্নাতা পারুল উনানের উপর ভাত চড়াইয়া দিয়া জানালার দিকে মুখ করিয়া অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিল। সমস্ত রাত ধরিয়া বৃষ্টির পর শেষরাত্রি হইতে জল-ঝড় বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেউ থামিয়া গেলে পর, তার চোখের পাতাদুটো যেমন ভারি-ভারি এবং ভিজে-ভিজে দেখায়, আজকের এই ভোরবেলাকার সমস্ত প্রকৃতিটার মুখে চোখে ঠিক তেমনি একটা থম্‌থমে ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সবই বিষাদময়, কেমন যেন ভার-ভার! উদাস-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া পারুলের আজ কে জানে কেন কেবলই কান্না আসিতেছিল।

সে আজ যেন প্রথম টের পাইয়াছে, তার জীবনটা একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা; কি ভয়ানক বিড়ম্বনাময় তার এই ক্ষুদ্র জীবনটি! তার চোখে জল আসিতেছিল—হঠাৎ এমন সময় রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া মহিম বলিয়া উঠিল, "আজ আর ইস্কুল খুলে কাজ নেই, কি বলিস্ পারুল!—আকাশের যে রকম অবস্থা

দেখছি, খুব বিশ্বাস একটু পরেই খুব একচোট্ ঢালতে থাকবে!—এইবেলা রামহরিকে ছেলেদের বাড়ী গিয়ে বারণ করে দিয়ে আসতে বলে দিই—কি বলিস্?" জানলার দিকে মুখ করিয়াই পারুল উত্তর দিল, "আচ্ছা!" কে জানে কেন, আজ ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া অবধি পারুল ভাল করিয়া মহিমের মুখের দিকে তাকাইতে পারিতেছিল না। কি একটা সঙ্কোচ, একটা কেমন বিশ্রী দুর্ব্বলতা আজ তাকে ভিতরে ভিতরে কেবলি যেন পীড়া দিতেছিল। তার বারবার মনে হইতেছিল, কাল রাত্রে সে যে বেখাপ্পা কাণ্ডটা করিয়া ফেলিয়াছে সেটা যে শুধু কেবল একটা ছেলেমানুষির খেয়াল এবং ঘুমের ঘোরের আবোল-তাবোল কাণ্ড একটা, যার ভিতর কোন অর্থ নাই—কিছু নেই, এমন ধারাটা মহিম যদি না-ই ভাবিয়া থাকে?—হঠাৎ কোনরূপ সঙ্গত উত্তর না দিয়া এবং কোনরূপ কারণ দেখাইতে না পারিয়া সে যে নেহাৎ খাপছাড়া ভাবে নিজের ঘরে আসিয়া খিল আঁটিয়া দিল, সে চলিয়া আসিবার পর নির্জ্জন শয্যায় শুইয়া, ইহারি তুচ্ছ একটা সূত্র ধরিয়া মহিম যদি এমন একটা কিছু গোপনীয় সত্যের একটুও সন্ধান পাইয়া গিয়া থাকে, যার সন্ধান এতদিন জানিত কেবল সে নিজে এবং আর একটি মাত্র অদৃশ্য-পুরুষ যিনি নিজে হাতে মানুষের ভাগ্যচক্রটাকে ইচ্ছামত ঘুরাইতেছেন ফিরাইতেছেন এবং কাল সারারাত ধরিয়া যিনি কেবলি টিট্‌কারী হানিয়া হানিয়া তাকে একবারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন! ধীরে ধীরে হাতের উপর ভিজা চুলের রাশ এলাইয়া দিয়া মেঝের উপর পারুল শুইয়া পড়িল।

হঠাৎ এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিয়া উঠিল, "দিদিমণি কোথায় গা ?"

শুইয়া থাকিয়াই, মাথাটাকে একটু উঁচু করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "কেও !—কামিনী ?—কি খবর রে ?" —বলিতে বলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রান্নাঘরের কোলের রকটার উপর বসিয়া পড়িয়া জমীদার বাড়ীর ঝি কামিনী বলিল, "মা একবার আপনাকে ডেকেছেন, দিমিমণি !"

"কেন রে ?"

"তা'ত বলতে পারি না, দিদিমণি ?"

"তোকে কিছু বলেন নি ?"

"উহুঁ !"

"আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া ক'রে যাবো 'খন।"

"তবে এখন আসি ! দণ্ডবৎ হই গো !"—বলিয়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া কামিনী পিছন ফিরিতেই হঠাৎ কি মনে করিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁরে কামিনী, তোর স্বামী এখনো বেঁচে আছে ?"

হঠাৎ এই বেখাপ্পা প্রশ্নটার কোনও একটা সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া পারুলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া কামিনা বলিল, "কেন বল দেখি দিদিমণি ?"

"না এমনি শুধু-শুধু জিজ্ঞেস করছি !"

একটা অস্ফুট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, মাটীর দিকে চাহিয়া কামিনী বলিল, "না দিদিমণি বেঁচে নেই—আজ দু-বছর হোলো মারা গেছে।"

"তবে এখন পর্য্যন্ত হাতের নোয়া, কপালের সিঁদুর রেখেছিস যে বড় ?"

মাটীর দিকে মুখ করিয়াই কামিনী বলিল, "যাকে নিয়ে ঘর করছি আজকাল, তার কল্যাণটা ত দেখতে হবে দিদিমণি ?— আর তাছাড়া কি, জান দিদিমণি, আমরা হাচ্ছি ছোটলোক— আমাদের কথা নিয়ে ত আর——,"

বাধা দিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "তা তুই তোর স্বামীকে ছেড়ে চ'লে এলি কেন ?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কামিনী বলিল,—"সে অনেক কথা দিদিমণি ; আর তখন অতশত বুঝতুমও না, বয়েসটা ছিল নেহাৎই কাঁচা, মিন্‌সেও বড্ড খোয়ার কোর্ত্তো, এমনি পাঁচ রকমে—,"

পারুল বলিল, "তার মানে তোর স্বামী বুঝি তোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতো না ?"

"হুঁ, ভালো ব্যাভার !—তবে দেখ্‌বে দিদিমণি ?"—বলিয়া কামিনী তার আঁচলটা সরাইয়া বুকখানা খুলিয়া দেখাইল।

"ওমা ! বুকটা যে একবারে গেছে রে !—কি হয়েছিল তোর ?" বলিয়া পারুল চম্‌কাইয়া উঠিল ; সে দেখিল, তার বাঁ-দিকের পাঁজরাটার কাছে খানিকটা মাংস এখনও পর্য্যন্ত বিকৃতভাবে গুটাইয়া গিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। সেই বিশ্রী-ক্ষতচিহ্নটার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কামিনী বলিয়া উঠিল, "একটা জলজ্যান্ত লোককে ধ'রে তার বুকের উপর লাল ডগ্‌ডগে্‌ একটা জ্বলন্ত

কয়লা জোর করে চেপে ধরলে কি রকম হয় বল্‌তে পার, দিদিমণি ?"

পারুল শিহরিয়া চক্ষু বুজিল।

"এমনি অনেক দাগা পেয়ে তবে বেরিয়ে এসেছি দিদিমণি, তা না হলে ছোটলোক হ'লেও আমাদের কি পরকালের ভয় নেই ? কিন্তু কি করবো ?—নেহাৎই প্রাণের দায়ে,"—এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ কামিনী চুপ করিল ; তার চোখ দুটো ছল্‌-ছল্‌ করিতেছিল। কিছুক্ষণের জন্য দুজনেই নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর সেই কারুণ্যময় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পারুল বলিল, "কি ক'রেছিলি তুই যে অমন করে পুড়িয়ে মারলে তোকে ?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কামিনী আবার আরম্ভ করিল, "হয়ত আমারও একটু দোষ ছেলো, কিন্তু তখন অবধি খুব বেশি দোষ করিনি দিদিমণি !" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া একটা ঢোক্‌ গিলিয়া লইয়া সে আবার আরম্ভ করিল, "সোয়ামী আমার কোনদিন রাত্তিরে বাড়ী থাক্‌তো না ;—গাঁয়েতেই একটা বাগ্দিনী মাগী ছেলো, তরি কাছে গিয়ে রাত্তিরে শুতো। কেবল যখন টাকার দরকার হোতো তখন এক আধবার বাড়ীতে আস্‌তো —বাস্‌ এই পর্য্যন্ত। আমি কত বার পায়ে হাতে ধরে বুঝিয়েছি —কত কেঁদেছি,—মাথা খুঁড়েছি, তার বদলে কেবল লাথি ঝাঁটা আর গালাগালি খেতে খেতেই আমার জীবনটা গেছে। তাও কি সহজ গা'ল, দিদিমণি ?—বাপ মা তুলে সে কি খোয়ার !—একবারে কাণ পাতবার জো নেই !—বল ত কি রকম গায়ে বাজে ?—তাও

মুখটি টিপে সহ্য করেছি,—কি করবো, হাজার হোক সোয়ামীত বটে, ফেল্‌তে আর পারি না। মারের ত কথাই নেই, লাঠি লাঠিই সই, কাস্তে কাস্তেই সই, তাতেও কখন' শব্দটি করিনি, সব সয়ে গেছে। তারপর হ'লো কি জান, দিদিমণি? আমার এক পিস্‌তুতো দেওর ছিল, বিয়ের পর থেকেই তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল—হয়ত তার মনে একটু-আধটু গোলমাল ছিল—হয়তই বা কেন? নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু আমিও তা জানতুম না, সেও সে ধরণের কোন' কথা কোনদিন আমার কাছে বলেনি। এখন হোলো কি জান, দিদিমণি?—একদিন আমরা দুজনে ব'সে ব'সে গল্প করছি, এমন সময় আমার সোয়ামী এসে আমাকে বল্লে, 'মা'র বাক্স থেকে আমাকে পাঁচটা টাকা বা'র করে দে শিগ্‌গির'—আমি বল্লুম—'আমি পারবোনা, তুমি নিজে বা'র ক'রে নাও গে যাও!'—এই আর কোথায় যায়! সে কি খিস্তি! একেবারে বাপ মা তুলে, যা মুখে আসে তাই ব'লে আমাকে গাল পাড়্‌তে আরম্ভ করলে। আড়ালে কতদিন কত অত্যেচার সহ্য করেছি,—দুটি ঠোঁট কোন' দিন এক করিনি, সেদিন কিন্তু আর পারলুম না, একজন বাইরের লোকের কাছে এতখানি অপমান?—রাগের মাথায় ব'লে ফেল্লুম, 'খবরদার!—মা বাপ তুলে গাল দিও না বল্‌ছি!''—তার ফল কি হোলো জানো দিদিমণি?—দেওরের সাম্‌নে আমাকে চুলের মুটি না ধরে ক্যাঁৎ-ক্যাঁৎ ক'রে লাথি মার্‌তে লাগ্‌লো। দেওর আমার তাকে জোর ক'রে ধ'রে টেনে বাইরে নিয়ে গেছেলো, এই তার অপরাধ,—এই অপরাধের জন্যে

তার কি খোয়ারটাই না করলে, দিদিমণি!—গাঁয়ের যত লোক জড় করে চেঁচিয়ে পাড়া ফাটিয়ে কি ব'ল্লে জান? আমি আমার দেওরের সঙ্গে আছি;—সে নাকি নিজের চক্ষে দেখেছে—তোমার কাছে আর কি বল্‌বো দিদিমণি—সে কি মুখখিস্তি—ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌!"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পারুল বলিয়া উঠিল,—"সেই দিনই বুঝি পোড়া কয়লা তোর বুকে—" বাধা দিয়া কামিনী বলিয়া উঠিল, "সেই দিনই বটে, তবে তখুনি নয়; তুমি হাঁকু-পাঁকু কোরো না, দিদিমণি—আমি সব বল্‌ছি;—তার পর হোলো কি জান',—সেই দিনই রাত্তিরে এসে হঠাৎ আমাকে বল্লে 'তোর পায়ের রূপোর মল জোড়া শিগ্‌গির আমাকে খুলে দে!' আমি তখন একবারে খাপ্পা হ'য়ে উঠছিলুম,—হবো না দিদিমণি—বলুন ত? শুধু-শুধু আমার নামে —" এই অবধি বলিয়াই কামিনী হঠাৎ থামিয়া গেল,—তার স্বর বাধিয়া বাধিয়া যাইতেছিল।

অত্যন্ত দয়ার্দ্র কণ্ঠে পারুল বলিয়া উঠিল, "তোকে আর বল্‌তে হবে না কামিনী, আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি,"—তার চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিয়াছিল।

একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া শুষ্ক ঠোঁটের ফাঁকে অতিকষ্টে একটুখানি অবসাদের হাসি ফুটাইয়া কামিনী বলিল,—আপনার কষ্ট হচ্ছে দিদিমণি? আমাদের কিন্তু ওসব স'য়ে গেছে।—আর একটুখানি বাকি আছে শুনুন,—কোন্ অবধি বলেছি?—হ্যাঁ আমাকে এসে ত বল্লে, তোর পায়ের মলজোড়া খুলে দে

আমাকে !—আমার পিত্তি শুদ্ধ জ্ব'লে গেছ্‌লো—বল্লুম—কক্ষোনো দোবো না—কি করতে পারো করো !”

এই না শুনেই আমার চুলের ঝুঁটি ধরে যেখানে-সেখানে বেদম করে ঠেঙ্গাতে সুরু ক'রে দিলে, আর পাড়া মাথায় করে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগলো—“তুই বেবুশ্যে—তুই হ্যান' করেছিস্—ত্যান' করেছিস্।”—

আমি একেবারে মরিয়া হয়ে গেছলুম আমার তখন দিগ্বিদিক-জ্ঞান ছিল না—আমিও চীৎকার ক'রে গলা ছেড়ে ব'লে উঠলুম —'বেশ করেছি, খুব করেছি—আরো করবো—তোমাকে আমি চাই না—তোর মুখে আমি সাত ঝাঁটা মারি—এই আর কোথায় যায়—উনুন থেকে চিম্‌টে করে একটা লাল ডগ্‌ডগে—'

বাধা দিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, “আর শুন্‌তে চাই না—তুই চুপ কর কামিনী—!”

কামিনীর শরীর ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল—দুরন্ত আবেগ বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া সে ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া ফেলিতে গিয়া হঠাৎ মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল।

পারুল একটি কথাও বলিল না—বলিবার শক্তিও তার ছিল না—সে কাঠের মত শক্ত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কামিনী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল তারপর নিজেই আবার শান্ত হইয়া চোখ মুছিয়া প্রকৃতিস্থ ভাবেই বলিতে লাগিল—আর একটু বাকি আছে দিদিমণি এই টুকুই বা না

বলি কেন ?—তুমি মনে করছ দিদিমণি আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে—কষ্ট ত হচ্ছেই—কিন্তু সত্যি বলতে কি দিদিমণি আজ আমার আনন্দও খুব হচ্ছে। আজ পর্য্যন্ত যার কাছে নিজের কথা বল্‌তে গেছি সেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে কেউ শুন্‌তে চায় নি—দিদিমণি কেউ শুন্‌তে চায় নি—যেন আমরা একটা মানুষই নই—যেন, যাক্ তারপর কি হোলো শোন'। পাড়ায় একবারে ঢি-ঢি পড়ে গেল—সে কি টিটকিরি! কাণ পাতবার যো নেই—আর দেওরকে আমার পাড়ার লোকেরা একবারে খেয়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লো গো।—সে তিনদিন বিছানা ছেড়ে ওঠে নি—এত তার বুকে লেগেছিলো। বেশ মনে পড়ছে সে দিন কালীপূজোর সন্ধ্যে। ঘাটে গেছলুম জল আন্‌তে—আমার দেওর হন্তদন্ত হ'য়ে এসে বল্লে, "তুমি আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় যাবে বৌদিদি ?—"

আমি অবাক হয়ে বল্লুম—'কেন ?'—

সে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে প'ড়ে বল্লে 'আমি তোমাকে ভালবাসি বৌদিদি, সত্যি সত্যি ভালোবাসি—তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় চল' আমি চিরকাল তোমাকে মাথায় ক'রে রাখবো বৌদিদি!'—এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ কিছুক্ষণ থামিয়া সে অত্যন্ত করুণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সকলে হাসে দিদিমণি—তুমিও হয় ত কি মনে কর জানি না—হয় ত আমারই দোষ? ছোটলোক আমরা হয়ত ঠিক বুঝি না—কিন্তু আমার মনে হয় দিদিমণি, এই যে আমি আজও হাত শুধু করিনি আর সিঁথের সিঁদুর মুছে ফেলিনি এ ভালই করেছি—যে আমার জন্যে বাড়ী

ঘর সমস্ত ছেড়ে শুধু কেবল আমারই জন্যে—আর কিছুর জন্যে নয়, নিজের বাপ মা ভাই বোন সব ছেড়ে চ'লে এসেছে তার কল্যাণ আমি করবো না ?—তুমি বামুনের মেয়ে দিদিমণি তোমার পা ছুঁয়ে আমি দিব্যি কর্‌ছি আজ পর্য্যন্ত আমি দোসরা পুরুষের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াই নি।"—এই অবধি বলিয়াই কামিনী থামিয়া গেল। তার চোখ দুটা তখন পর্য্যন্ত জলে টল্‌ টল্‌ করিতেছিল।

কামিনী চলিয়া গেলে পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পারুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল তারপর হঠাৎ মহিমের ঘরের মধ্যে বেগে ঢুকিয়া পড়িয়া উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল—"মহিম দা !"

মহিম তক্তাপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল—হঠাৎ চম্‌কাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "ওকি ? কি হয়েছে তোর—? কাঁদছিস্‌ নাকি ?"

হঠাৎ ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "কেবল একদিন না জেনে শুনে গোটাকতক আবোল-তাবোল মন্তর আওড়েছি বলেই কি আমি তোমার পর হয়ে গেছি, মহিম-দা ? সেইটেই হলো সব চেয়ে বড় সত্যিকারের জিনিস, আর এই যে ছেলেবেলা থেকে—"

হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর এবং কঠোর স্বরে মহিম ডাকিয়া উঠিল—"পারুল !" সে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৭

সেই যে সেদিন হঠাৎ একটা প্রবল উত্তেজনার বশে নিজেকে সাম্‌লাইয়া উঠিতে না পারিয়া পারুল সহসা মহিমের কাছে আপনাকে ধরা দিয়া ফেলিয়াছিল, তারপর প্রায় একটা গোটা মাস এদিক ওদিক দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঠিক একটা মাসের মধ্যে যতটুকু পরিমাণ পরিবর্ত্তন একটা লোকের মনের মধ্যে সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে বা ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়, তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশী পরিবর্ত্তন পারুলের মানসিক অবস্থার মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে এবং হঠাৎ কি করিয়া কে জানে সে জানিয়া ফেলিয়াছে, তুনিয়ায় তার মত বিড়ম্বিত জীবন খুব কমই আছে বা থাকিতে পারে।

মহিম সেই যে হঠাৎ সে দিন হইতে নিজেকে বেমালুম বদলাইয়া পারুলের সম্বন্ধে সতর্কতা ও সন্তর্পণের ভাবটাকেই দস্তুরমত শিক্ষা করিয়া সাধনা করিয়া ছোট ছেলের নাম্‌তা মুখস্থর মত অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে পারুলের সহিত তার বর্ত্তমান সম্বন্ধটাই তার পক্ষে রীতিমত অস্বাভাবিক আয়াসসাপেক্ষ

এবং নিতান্ত বাধ' বাধ' হইয়া উঠিয়াছে। লজ্জায় ঘৃণায় আক্ষেপে পারুলের মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হইত। সে মহিমের চোখে আজ শুধু একটা অসহায় জীব মাত্র, তাহাকে এখন কেবল মহিমের উপদেশ ও শাসন মত চলিয়া আত্মসংস্কার করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে হইবে। সেদিনকার সেই আকস্মিক ঘটনার ঠিক পরদিনই বৈকাল বেলা পারুল আপনার শয়নকক্ষের বাতায়নের ধারে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল, হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া মহিম বলিয়া উঠিল, "ছাখ্ পারুল, রাতদিন কেবল যা-তা কতকগুলো বই না প'ড়ে সকাল-সন্ধ্যে একটু আধটু ভগবানের নাম করতে চেষ্টা কর্ দিকিন—" কথাটা শেষ করিয়াই সে ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল। যেন ইহার আর কোন জবাব নাই এবং থাকিলেও সে শুনিতে চায় না—এমনি ভাবটা।

মহিম চলিয়া গেলে পর পারুল বইখানাকে মুড়িয়া ফেলিয়া চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল; তার মনে হইতে লাগিল গলা ছাড়িয়া সে কাঁদিয়া উঠে। কেন—কেন—কি করিয়াছে সে, যে রাতদিন কেবল উপদেশ আর উপদেশ—নীতিকথা আর ধর্ম্মকথা শুনিতে হইতেছে—তার আর বিরাম নাই—ছেদ নেই। সে কি এতই অপদার্থ হইয়া উঠিয়াছে এবং অধঃপাতের এমনই একটা ধাপে গিয়া নামিয়াছে যেখান হইতে মানুষ আর তাকে উঠাইয়া আনিতে পারে না, তাই মহিমও জ্যাঠার মত আজ তাকে বার বার করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতে বলিতেছে! সত্যই কি এতবড় একটা অন্যায় এবং পাপ সে করিয়া ফেলিয়াছে যাহা হইতে

বাঁচিতে হইলে তাকে আজ শুধু কেবল ভগবানেরই আশ্রয় লইতে হইবে—নচেৎ মুক্তি নাই তার—একেবারে উদ্ধার নাই ? পারুলের দম ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। সমাজের এই যে হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতার দল যারা শুধু কেবল নিজেদের একটু-আধটু সুবিধা অসুবিধার দিকে চাহিয়াই নিরীহ গোবেচারা এই স্ত্রীলোকদের জীবনটাকে লইয়া ইচ্ছামত ছেলেখেলা করিয়া ভাঙ্গিতেছে, চূরিতেছে, তাহাদের দরকার হইল না ভগবানের নাম লইবার একদিনের জন্যও ? দরকার হইল না তাহাদেরও যাহারা ঘাড় পাতিয়া এইসব অত্যাচারগুলোকে সহ্য করিয়া প্রশ্রয় দিয়া দিন দিন বাড়াইয়া তুলিতেছে ? দরকার হইল কেবল তাদেরই যারা অন্যায়ও করিল না এবং অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দিল না ? পারুলের ইচ্ছা যাইতে লাগিল লোকালয় ছাড়িয়া সে অন্য কোথাও ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে কালীপ্রসন্ন তাঁর সখের ফুল বাগানের একটা বকুলগাছের তলায় ইটের বেদীর উপর নীরবে বসিয়াছিলেন,—হঠাৎ হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়াই মহিম বলিয়া উঠিল,—"মনে করেছিলুম আপনার কাছেও লুকোবো জ্যাঠামশাই, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আপনাকে এতদিন না ব'লে খুবই অন্যায় করেছি। পারুল আজকাল বড্ড বাড়াবাড়ি করে তুলেছে—আমি কি যে করব কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারছি না—" বলিতে বলিতে তার মুখ চোখ সব রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল এবং তার গলার স্বর কাঁপিতেছিল।

অবাক হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া কালীপ্রসন্ন শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন—"কেন,—কি করেছে সে?"

অনেক কষ্টে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া খানিকটা বা বাদ দিয়া কতকটা ঢোক গিলিয়া চাপিতে চেষ্টা করিয়া মহিম সমস্ত ব্যাপারটা কোন' প্রকারে কালীপ্রসন্নের নিকট বিবৃত করিল। আগাগোড়া শুনিয়া কালীপ্রসন্ন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল বলিলেন, "হু !"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কাহারও মুখে একটি কথাও নাই—তুজনেই নীরব। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া একটু-একটু করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছিল; দিবসের কর্ম্মকোলাহল একটু-একটু করিয়া মিলাইয়া আসিতেছে,—হঠাৎ অত্যন্ত দৃঢ় গম্ভীর স্বরে কালীপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন, "জানি না, মহিম, পাপ-পুণ্য কাকে বলে। হয়ত কেউই জানে না, জানেন হয়ত কেবল তিনিই যিনি মানুষের ভিতরকার সমস্ত জিনিস খুটি-নাটি করিয়া রাতদিন দেখছেন; তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি আমি, যে পারুল সত্যিই যদি মস্তবড় একটা পাপই ক'রে থাকে ত সে পাপের জন্যে সে নিজে যত না দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী আমরা।"

পরদিন সকাল বেলা রান্নাঘরে বসিয়া পারুল ডাল সাঁতলাইতেছিল এমন সময় ধীরে ধীরে কালীপ্রসন্ন চৌকাঠের ধারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "আমার পাগলী মা-টা কি করচে রে?" তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের ভিতরেই একটা পিঁড়ে পাতিয়া দিয়া পারুল আবার আসিয়া উনানের দিকে মুখ করিয়া নীরবে বসিয়া পড়িল।

ঘৃণা

একথা-সেকথা পাঁচ কথার পর হঠাৎ একসময় কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "দ্যাখ্ পারুল, আমি মনে করছি—দিনকতক একটু তীর্থধর্ম্ম ক'রে আস্‌ব,—এই কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, মথুরা এই সব দেশ আর কি,—তুই যাবি আমার সঙ্গে?" উনানের দিকে মুখ করিয়াই অত্যন্ত গম্ভীর এবং চাপা গলায় পারুল বলিল, "না।"

বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া কালীপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন, "কেন রে!—দেশ দেখতে তোর ইচ্ছে যায় না?"

পূর্ব্বের মতই গম্ভীর এবং গাঢ় কণ্ঠে পারুল বলিল, "দেশ দেখ্‌বার জন্যে কাশী-বৃন্দাবনই যে যেতে হবে এমন ত কোন' কথা নেই, জ্যাঠামশাই।"

নেহাৎই জোর করিয়া টানিয়া একটু হাসিয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "ধর্ম্মকে-ধর্ম্মও হবে, দেশ-বেড়ানকে দেশ-বেড়ানও হবে—বুঝ্‌লি না রে পাগ্‌লী!"

একটু কাষ্ঠহাসির চেষ্টা করিয়া ফিরিয়া বসিয়া পারুল বলিল, "তা হ'লে দেশ দেখাও হবে না, ধর্ম্ম করাও হবে না, জ্যাঠামশাই। হয় দেশ দেখতে চলুন—না হয়ত ধর্ম্ম করতে চলুন, ও দুটো জিনিস একসঙ্গে হয় না, জ্যাঠামশাই,—বুঝলেন!"

কথাটার মধ্যে অত্যন্ত তীব্র একটা ঝাঁঝ ছিল এবং সেই জিনিসটা এমনই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে পারুল কথাটা বলিয়াই নিজের প্রগল্‌ভতায় নিজেই লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

কালীপ্রসন্ন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পারুল ঠিক কোন্ জায়গাটাকে তাঁকে বারবার খোঁচা দিতে চাহিতেছে এবং সে খোঁচাটা

যে কত বড় সাংঘাতিক একটা সত্যিকারের জিনিস্ তাহাও কালী-প্রসন্নের বুঝিতে একটুও দেরী হইল না। তাছাড়া আর একটা জিনিস যা তিনি বুঝিতে পেরেছিলেন তা এই যে, পারুল তার সমস্ত মৎলব একনিমেষে ধরিয়া ফেলিয়াছে এবং এই বাজে উপদেশ এবং সংশোধনের সাগ্রহ প্রয়াসকে সে একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া ইহাতে তার এত রাগ হইতেছে যে, সে আত্মবিস্মৃত হইয়া গুরুজনদের সম্মান পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না, ইহা বুঝিয়া ভিতরে ভিতরে কালীপ্রসন্ন শিহরিয়া উঠিলেন।

সেই দিনই অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করিয়া বিছানায় শুইয়া পারুল ভাবিতে লাগিল,—কেন কি পাপ করিয়াছে সে যে, তীর্থভ্রমণ করিয়া আজ তাকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে? কালীপ্রসন্ন মুখে যাহাই বলুন এবং যতই বলুন না কেন তাঁর এই সব ধর্ম্ম-কর্ম্মের কথা শুধু যে কেবল তাকে সংশোধন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার একটা ছদ্ম-প্রয়াস মাত্র একথা সে কি বুঝিতে পারে নাই—এতই আহাম্মক কি সে? কিন্তু এই যে অধিকার,—এই যে উপদেশ দিয়া, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, ঠাকুর দেবতার আশ্রয়ে লইয়া গিয়া তাকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিবার অধিকার —এ অধিকার কে দিল তাঁহাদিগকে? সে কখনই মাথা নত করিবে না, কখনই না—কিছুতেই না। কেন?—কি পাপটা করিয়াছে সে?—মনে প্রাণে সে খুব ভাল রকমেই জানে যে, সে একটুও অন্যায় করে নাই; তবে এ সব বাজে বক্তৃতা আর নীতিশিক্ষা সে শুনিতে যাইবে কেন? কিসের জন্য দীনতা স্বীকার

করিতে যাইবে সে তাহাদের কাছে যারা তার জীবনটাকে একবারে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া তচ্‌নচ্‌ করিয়া দিয়াছে এবং আজ সেই ভাঙ্গাচূরা টুকরাগুলোকে লইয়া আসিয়া তাহারি সুমুখে দাঁড়াইয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছে কেন সে অখণ্ড রহিল না এবং কেন সে নিজেকে এমন করিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিল? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

প্রথম প্রথম পারুলের মনের মধ্যে একটু-আধটু সঙ্কোচ কোথায় যেন উঁকি মারিয়াছিল। কিন্তু উপদেশ ও নীতিকথার তাড়নায় আজ আর তার কোন' সঙ্কোচই থাকিল না। যাহারা জীবনটাকে একবারে চিরদিনের মত নষ্ট করিয়া দিয়াছে তাহারা চলিবে সাত হাত বুক ফুলাইয়া, আর সঙ্কোচে আধমরা হইয়া মুস্‌ড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে কেবল সে? না না, এতবড় দুর্ব্বলতাকে সে তার মনের ত্রিসীমানার কাছেও আসিতে দিবে না—কখনই না—কিছুতেই না!

পরদিন বেলা দশটার সময় প্রতিদিনকার মত পারুলের ছাত্রী-ক'টি আসিয়া উপস্থিত হইয়ছিল—পারুল তাহাদের বলিল, "তোরা কাল থেকে আর আসিস্‌নে, বুঝলি।" তাহারা অবাক হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পারুল আবার বলিল, "আর ত্যাখ্‌, এতদিন তোদের যা কিছু শিখিয়েছি সব ভুলে যাস্‌, ওসব একটাও ঠিক নয়,—সব ভুল; বাষ্প থেকে বৃষ্টি হয় না টগর, ঐরাবতই শুঁড় দিয়ে পৃথিবীতে জল ঢালতে থাকে—ঐ কথাই সব চেয়ে সত্যিকারের—বুঝলি!" এই অবধি

বলিয়াই পারুল, কে জানে কেন, হঠাৎ মুখটাকে অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল এবং মেয়েগুলি চলিয়া গেলে পর মুখটাকে বালিসের মধ্যে গুঁজিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপটি করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

এই সব ঘটনার পর প্রায় দু'মাস কাটিয়া গিয়াছে। শরতের নির্ম্মল মেঘমুক্ত নীলাকাশের তলায় মাঠে মাঠে কাশবনের নবীন শুভ্র মঞ্জরী দোলাইয়া মাঝে মাঝে এলো মেলো বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নদী-নালা পুষ্করিণী সব একেবারে কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠিয়া পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী লইয়া টল্‌মল্ করিতেছে। বৎসরের ঠিক এই সময়টিতে কালীপ্রসন্নের পিতা ৺দুর্গাপ্রসন্নের সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন পড়িত। ৺দুর্গাপ্রসন্নের এই বাৎসরিক শ্রাদ্ধে উপযুক্ত পুত্র কালীপ্রসন্ন যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন এবং দেশবিদেশ হইতে গরীব-দুঃখী আসিয়া ভূরিভোজন করিয়া এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণা লইয়া প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যাইত। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে কালীপ্রসন্ন প্রতিবৎসর দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে একটি করিয়া প্রমাণ রূপার ঘড়া, সবৎসা গাভী, একটি করিয়া গরদের জোড় এবং একপ্রস্থ বিছানাসহ একখানি পালঙ্ক দান করিতেন। দক্ষিণার ব্যবস্থাও তদনুরূপই ছিল।

দুপুর বেলায় খাওয়াদাওয়া সারিয়া আপনার শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপর, তাকিয়াটাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কালী-প্রসন্ন উপুড় হইয়া পড়িয়া এই বৃহৎ ব্যাপারের ফর্দ্দ তৈরী করিতে-

ছিলেন এবং বৃদ্ধ নায়েব তারিণীচরণ সেই পালঙ্কেরই একধারে বসিয়া অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে খাতাপত্র প্রভৃতি লইয়া কি সব হিসাব পত্র মিলাইয়া দেখিতেছিলেন। হঠাৎ কি মনে করিয়া কালীপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা নায়েব মশাই, যে বারোজন ব্রাহ্মণকে দান-সামগ্রী দেওয়া হবে তাদের তালিকাটা কি তৈরী ক'রে ফেলেছেন?"

সুতা জড়ানো মর্চ্চেধরা চশমাটার পুরু কাচ-জোড়ার ভিতর দিয়া আড়ভাবে চাহিয়া তারিণীচরণ বলিল, "আজ্ঞে সেত আগেই তৈরী হ'য়ে আছে।"

"কৈ দেখি সে ফর্দ্দটা!"—বলিয়া কালীপ্রসন্ন হাত বাড়াইলেন, এবং ফর্দ্দটাকে হাতে লইয়া একবার তাহার উপর চোখ বুলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই বারজনের ভিতর কাউকে কি বাদ দেওয়া যায় না?" একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া তারিণীচরণ বলিল, "কাকে আর বাদ দিতে যাবেন বলুন,—বরাবর এরা পেয়ে আসছে, আজ হঠাৎ একজনকে বাদ দেওয়াটা কি ভাল দেখায়?"

"তা বটে।"—বলিয়া কালীপ্রসন্ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তবে এক কাজ করুন, এবার তের জন ব্রাহ্মণের মত ব্যবস্থা করুন। ফর্দ্দ যেমন আছে তেমনি থাক, কেবল তলায় আর একটা নাম জুড়ে দিন।"

"আজ্ঞে তের জন হওয়া যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ।"

"তা হোক্‌গে, আমি যা বলি তাই করুন!"

"যে আজ্ঞে—কার নাম লিখবো বলুন।"

"লিখুন,—শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায়, চরহাটি।"

ঘাড় চুল্‌কাইয়া তারিণীচরণ বলিল, "আজ্ঞে, সে যে অনেক দূর—এখানে থেকে দশক্রোশেরও বেশী পথ। নেমতন্ন করতে যাওয়াই মুস্কিল।"

একটু বিরক্ত হইয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "আহা! সে চিন্তায় আপনার দরকার কি?—যা' বলি তাই লিখুন না?"

হঠাৎ সেই কক্ষে ঢুকিয়া কালীপ্রসন্নের সহধর্ম্মিণী জগত্তারিণী বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা এত চেঁচামেচি করছ কেন—হয়েছে কি?"

বৃদ্ধ নায়েব সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে, হবে আর কি? উনি চরহাটির নীলমণি মুখুয্যেকে এবারকার বারজন ব্রাহ্মণ ছাড়াও ধরতে চান, তাই বলছিলুম কি—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই জগত্তারিণী বলিয়া উঠিলেন, "কোন্ নীলমণি মুখুয্যে?—আমাদের পারুলের স্বামী নাকি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, চরহাটির নীলমণি মুখুয্যে আবার ক'জন আছে?"

কথাটা শেষ করিয়াই কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "নিন্, আপনি ও নামটা তলায় বসিয়ে দিন, আর রামহরিকে বলে দিন গে যে, সে যেন ভট্‌চায্যি মশায়ের ছোট ছেলে রাধিকাকে সঙ্গে নিয়ে কাল ভোর থাকতে উঠেই চরহাটি গিয়ে নেমন্তন্ন ক'রে আসে।

বেশ ভাল ক'রে বলে দেবেন, সে যেন বুঝিয়ে বলে যে গোণাগুন্তি বারোজন ব্রাহ্মণের ভেতরই তাঁকে ধরা হয়েছে, তা না হলে হয়ত না আসতেও পারে— বুঝলেন !"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া তারিণীচরণ খাতাপত্র বগলে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তারিণীচরণ চলিয়া গেলে পর ঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়া জগত্তারিণী বলিলেন, "এবার যে বড় নীলমণি মুখুয্যেকে নেমন্তন্ন করা হচ্ছে ?"

খাতাপত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "হাজার হোক, সে চন্দ্রচূড় দাদার জামাই ত বটে—তাকে নেমন্তন্ন করব এটা আর বেশী কথা কি হোলো ?"

"না বেশী কথা কিছুই হয়নি—তবে কিনা অন্তরঙ্গ-ভাবটা হঠাৎ দশবছর পরে চাগিয়ে উঠলো—এই জন্যেই জিজ্ঞেসা করছি।"

একটু বিরক্ত হইয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন, "কেন তাতে দোষ হয়েছে কিছু নাকি ?"

একটু হাসিয়া জগত্তারিণী বলিলেন, "না গো না, আমি সে কথা বলছি না—তাকে নেমন্তন্ন করে খুব ভাল কাজই করেছ।"

বাধা দিয়া কালীপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন, "তবে ?" জগত্তারিণী গলার স্বরটাকে একটু নামাইয়া বলিলেন, "আসল কথা, আমি জানতে চাই, পারুল তোমাকে কি কিছু বলেছে ?"

"পারুল ?—সে আমাকে কি বল্‌তে যাবে আবার ?"

"আহা, চটো কেন? সেকি আর তোমার কাছে এসে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে মুখ ফুটে বল্‌তে যাবে যে আমার স্বামীকে নেমন্তন্ন ক'রে আন'গো জ্যাঠামশাই, তা না হ'লে আমি আর থাক্‌তে পারছি না?—না তাই আবার কেউ ব'লে থাকে? আসল কথা, ঐ ধরণের কোন' কিছু তোমরা টের পেয়ছ কি না?"

"তুমি কিছু পেয়েছ নাকি?"

হাসিয়া জগত্তারিণী বলিল—"তা একটু পেয়েছি বইকি?"

"কি টেরটা পেয়েছ শুনি?"

"তোমাদের যদি চোখ থাক্‌ত তোমরাও টের পেতে। দেখ্‌ছ না মেয়েটা মাসখানেক থেকে কি রকম মুস্‌ড়ে গেছে! আহা যাবে না? এতদিন যে যায়নি এই না আশ্চর্য্যি, সেদিন এলো আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে, সে পারুলই নেই। আগে আগে এলে কত কথাই কইত, কত হাসি ঠাট্টা লাফালাফি ছুটোছুটি করে যেত। হাজার হোক্ আমরা মেয়ে মানুষতো বটে, ওসব জিনিস আমাদের চোখ এড়াবার জো-টি নেই বুঝ্‌লে? বুড়োই হোক্ আর হাব্‌ড়াই হোক সোয়ামীতো বটে। যতই লেখাপড়া শিখুক আর যাই করুক না কেন, হিন্দুঘরের মেয়েতো বটে!"

কথাটা শেষ করিয়া অতি বড় বিচক্ষণের মত জগত্তারিণী তার স্বামীর দিকে একটা সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

কালীপ্রসন্ন কেবল গম্ভীরভাবে একবার 'হুঁ!' বলিয়া আবার খাতা-পত্রে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৮

জমিদার-বাড়ীতে আজ মহাধূম লাগিয়া গিয়াছে ; সকাল হইতে সেই যে পাত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে সন্ধ্যার পরও তার বিরাম নাই। রাত প্রায় দশটার সময় জমিদার-বাড়ী হইতে খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিয়া পারুল নিজের ঘরে শয্যার উপর শুইয়া পড়িয়াছিল। অনেক রাত্রে শ্রাদ্ধবাড়ীর সমস্ত হাঙ্গামা চুকাইয়া বাড়ী ফিরিয়া মহিম পারুলের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "হ্যাঁরে, তুই কি ঘুমোলি, পারুল ?"

অন্ধকার ঘর হইতে পারুল উত্তর দিল, "না,—কেন ?"

দরজার কাছ হইতেই মহিম বলিল, "জ্যাঠামশাইদের কাজে আজ মুখুয্যে-মশাইকে দেখলুম, তা, তাঁকে কাল রাত্তিরবেলা আমাদের এখানে থাকবার জন্যে বল্লুম—জ্যাঠামশাই-ই আমাকে বল্‌তে বল্লেন।" কথাটা শেষ করিয়াই মহিম চলিয়া গেল এবং নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পারুল কোন' কথা বলিল না,—কোন' কথা বলিবার প্রবৃত্তিও তার ছিল না—সে চুপ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া রহিল।

রাগে-ঘৃণায় তার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। শুধু কেবল নিজেদের দায়িত্বের বোঝাকে একটু খানি হাল্কা করিয়া ফেলিবার জন্য দশ বৎসরের পর এই যে তার স্বামিনামধেয় বৃদ্ধটিকে যাচিয়া নিমন্ত্রণ করা হইতেছে—কিছু না, শুধু কেবল তাকে ঠেকো দিয়া কোন মতে সাম্‌লাইয়া রাখিবার জন্য,—এ অপমান সে আজ সহ্য করিবে কেন? ইহাতে জ্যাঠামশাইদের দায়িত্বের ভারটা কিঞ্চিৎ হাল্কা হইয়া যায় বটে, কিন্তু শুধু কেবল ইহারি জন্যে সে কেন তার মান-সম্ভ্রম, মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিত্ব সমস্ত জলাঞ্জলি দিতে যাইবে এক জনের পায়ের তলায়? সেই একজন আবার কে? না,—যিনি তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন শুধু কেবল অর্থের লোভে—আর কিছুর জন্য নয়।

জ্যাঠামশাইরা নিজেদের ভার-বোঝাটাকে নামাইয়া দিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিলেন, ঠিক সেই ব্যবস্থাটাই তাহার পক্ষে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, সেদিকে কেহ একবারও চাহিল না। যে তাহাকে কোন' দিন পত্নীভাবে গ্রহণ করে নাই এবং কোন' কালে করিতও না, তাহাকে যাচিয়া সাধিয়া ঘরে ডাকিয়া আনা হইতেছে,—এই যে দারুণ অপমান, শুধু কেবল তার নয়—তার নারীত্বের, তার সতীত্বের, তার মনুষ্যত্বের। এ অপমানও আজ তাকে নীরবে সহ্য করিতে হইবে কেবল পুরুষ-মানুষদের দায়িত্বটাকে একটুখানি হাল্কা করিয়া দিবার জন্য। তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক এবং গতানুগতিক অলসমন্থর জীবনটার মাঝখানে পাছে একটুখানি বাধা-বিঘ্ন, ভাবনা-চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায়,—আর কিছুর জন্য নয়,—এই যে তার নারীত্বের অপমান,—এ অপমান তাকে

মুখ টিপিয়া সহ্য করিতে হইবে! কেন না সে যে মেয়েমানুষ—সে যে অসহায়া নারী—সে যে পুরুষদের উপর নিজের জীবনযাত্রার সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছে। ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায় ও অপমানে পারুলের কান্না আসিতে লাগিল; শয্যা ছাড়িয়া সে অস্থির ভাবে ঘরময় পা-চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পরদিন, রাত তখন নয়টা হইবে, রান্নাবান্না চুকাইয়া দিয়া পারুল রান্নাঘরেরই মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিল। নিজের ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া শুইয়া মহিম অত্যন্ত মনোযোগসহকারে কি একখানা বই পড়িতেছিল—হঠাৎ বাহির হইতে কে কাংস্য-কণ্ঠে ডাকিল, "মহিম বাড়ী আছ—মহিম!" এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটি বৃদ্ধ বগলে ছাতা এবং একহাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ লইয়া একবারে সটান ভিতরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। একবারমাত্র সেই দিকে চাহিয়া পারুল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া রান্নাঘরের দরজা ভিজাইয়া দিল এবং আবার আসিয়া মেঝের উপর ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

বাহির হইতে মহিম এবং এই আগন্তুক বৃদ্ধটির কথোপকথনের প্রত্যেক কথাটি একটি-একটি করিয়া পারুলের কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল,—মহিম বলিতেছিল, "জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে আপনার যেমন বন্দোবস্ত হয়েছে, আমি তার একটুও নড়চড় করব না,—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বৃদ্ধ বলিতেছিল, "আহা আমি কি আর তোমাকে অবিশ্বাস করছি?—তা নয়, তবে কি জানো, যে দিনকাল পড়েছে আজকাল

ঘূর্ণি

আর মানুষ চেন্‌বার জো নেই। এই দেখ না, আর বছর সরসেগাছা গেছলুম একটা কাজে, সেখানে আমার এক সম্বন্ধী এসে ত মহা ধ'রে বসল, আমাকে তাদের বাড়ীতে পদধূলি দিতেই হবে একবার ; কি করা যায়—যেতে হোলো ; আর কি জানো, আমার ঐ কেমন একটা দুর্ব্বলতা আছে, মানুষ এসে ধরে পড়লে 'না', বলতে পারি না। যাক্ গেলুমত শ্বশুর মশাই মহাখুসী—আদর আপ্যায়ন দেখে কে ? আর সে বচনই বা কি !—আমি বল্লুম, দেখুন, পরে গোলমাল কর্‌বার চেয়ে আগে থাকৃতে একটা রফা হ'লে ভাল হয় না ? শ্বশুর মশাই বল্লেন, 'বেশত, সেত ভাল কথাই,—তুমি যেমন বলবে তেমনিই হবে।' আমি বল্লুম, দেখুন, আমার কাছে সাফ কথা মশাই—একরাত্তিরের জন্য আমাকে ১৫ টাকা দিতে হবে—এর একপয়সা কমও নেবো না, এক পয়সা বেশীও চাবো না—তা এতে রাজী হন্ বলুন, না হন্ ত আমিও আমার পথ দেখি! কি জান ভাই মহিম, আমি ও-সব দোকানদারী টোকানদারী পছন্দ করি না—হ্যাঁ, যা আমি দশ জায়গায় পেয়ে থাকি তাই নেবো—আমি অমন দরদস্তুর করে বেড়াই না—যাক্ শ্বশুর মশাই ত তখন রাজি। রাত্তির বাস ত করা হোলো—ওমা! পরদিন যাবার সময় প্রণামী চাইলুম, দেখি ব্যাটাদের সে মূর্ত্তিই নেই। বল্লুম, কৈ মশাই, আমার প্রণামীটা ? শালার ঘরের শালা বল্লে কি জান', "প্রণামী কি আবার ?—এখানে ওসব চালাকি করলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো—সটান্ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও! তারপর খবর পেলুম, মেয়েটা নাকি

ইতিপূর্ব্বেই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল, তাই দোষ খণ্ডাবার জন্যে হঠাৎ আমাকে নিয়ে যাবার এত তাগিদ পড়েছিল। তা বল দেখি এর পরও মানুষকে বিশ্বাস করি কি ক'রে? অবিশ্যি তোমাদের ওপর আমার—"

ইহার পর আর কোন কথা শুনিতে পারুলের প্রবৃত্তিই হইল না। সে দুইহাতে কান ঢাকিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। রাগে ঘৃণায় অপমানে তার সমস্ত শরীর একবারে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

প্রায় দশ মিনিট পর হঠাৎ রান্নাঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া মহিম বলিল, "মুখুয্যে মশায়ের জন্যে তাহলে ঠাঁই করে দে,— আর রাত করবার দরকার কি?"

মহিম চলিয়া গেলে পর পারুল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। আর একবার ইচ্ছা যাইতেছিল, স্পষ্ট গিয়া বলিয়া আসে, "না, তার দ্বারা এসব কাজ কখনই হ'বে না"। কিন্তু মহিম বা জ্যাঠামশায়ের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেও আজ তার প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

মুখুয্যে-মশায় এবং মহিম দুজনে এক সঙ্গেই খাইতে বসিয়াছিল; পারুল ভাত, ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ব্যঞ্জনই একটু বেশী করিয়াই দিয়া আসিয়াছিল যাহাতে তাকে আর দু'বার করিয়া গিয়া দিয়া আসিতে না হয়। সে নিশ্চিন্ত হইয়াই রান্নাঘরের মেঝেয় হাতের উপর মাথাটি রাখিয়া নীরবে শুইয়াছিল। হঠাৎ মহিম ডাকিয়া উঠিল, "মুখুয্যে মশায়ের পাত যে খালি হ'য়ে

এল,—চারটি ভাত দিয়ে যা'না-রে!" পারুল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া রহিল,তার পর হঠাৎ কি মনে করিয়া—একটা থালায় করিয়া খানিকটা ভাত লইয়া মাথার ঘোমটাটাকে গলা পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইল।

যে ঘরে মুখুয্যে এবং মহিম খাইতেছিল সেই ঘরের দরজার কাছ-বরাবর আসিয়াই হঠাৎ পারুলের পা যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল,—সে তার সেই আধ হাত লম্বা ঘোমটাটার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, একজোড়া লালসা-ক্লিন্ন দীপ্তিহীন চক্ষু তার আপাদ মস্তক সমস্ত দেহটার পানে হিংস্র ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। থালা শুদ্ধ সমস্ত ভাত একসঙ্গে পাতের উপর ঢালিয়া দিয়া পারুল সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং রান্নাঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িয়া একবারে হাঁফাইতে লাগিল।

অনেক রাত্রে মহিম আসিয়া বলিল, "আমি তা'হলে শুতে যাচ্ছি, পারুল;—তুইও খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়্‌গে যা—আর দেরী করিসনে—অনেক রাত হয়েছে।"

মহিম চলিয়া গেলে পর পারুল আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল, তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁড়ীশুদ্ধ সমস্ত ভাত রান্নাঘরের জানালা গলাইয়া পাশের আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া আবার আসিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল।

মহিম তার নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, সে শব্দ পারুলের কানে গেল—সে চুপ করিয়া কাঠের মত আড়ষ্ট

হইয়া শুইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। রান্নাঘরের জানলার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছিল, উঠানের ঠিক ওপারেই পারুলের শোবার ঘরের মধ্যে তক্তাপেষের উপর বসিয়া বৃদ্ধ নীলমণি বাহিরের দিকে উন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। কি ভয়ানক শবলুব্ধ গৃধ্রের মত তার দৃষ্টি! পারুল আস্তে আস্তে রান্নাঘরের প্রদীপটি নিভাইয়া দিল এবং অন্ধকারে চুপ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া তার নিজের শোবার ঘরটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে দেখিতে পাইল, বৃদ্ধ নীলমণি বাহিরের দিকে ঘনঘন চাহিতেছে; একবার বা বসিতেছে; একবার বা উঠিয়া দাঁড়াইতেছে, একবার বা ঘরময় অস্থির ভাবে পা-চারি করিয়া বেড়াইতেছে। পারুলের মনে হইতে লাগিল, হিংস্র এবং ক্ষুধাতুর একটা বন্যজন্তুকে কে যেন ঘরের খাঁচায় ভরিয়া রাখিয়াছে এবং একটু পরেই তার এই দেহটাকে পাইয়া তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে। কাঠের মত শক্ত হইয়া পারুল খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ হঠাৎ কি মনে করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং আস্তে অস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া মহিমের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া সন্তর্পণে ঠেলিয়া দেখিল — দরজাটা বন্ধ আছে কিনা। পারুলের দেহের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া অসিতেছিল। সে বুঝিতে পারিল বৃদ্ধের পদদ্বয় এইবার কোন্ দিকে আপনাদের গতি ঠিক করিয়া লইবে।—ছিঃ ছিঃ এক্ষনি হয়ত একটা কেলেঙ্কারী হইয়া যাইবে; হয়ত রান্নাঘরের

মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া এই বৃদ্ধটা তাকে শুইতে যাইবার জন্য টানা হেঁচড়া করিতে আরম্ভ করিবে। ক্ষিপ্রগতিতে পারুল রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং ঝড়ের বেগে আপনার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া ঘরের এককোণে দেয়াল ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার বুকের স্পন্দন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বৃদ্ধ নীলমণি দরজায় ঝনাৎ করিয়া খিল আঁটিয়া দিল এবং তার পর হিংস্র পশুর মত পারুলের দেহটাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া জোর করিয়া তক্তাপোষের নিকট লইয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বিছানার উপর ভাল হ'য়ে উঠে বস না! ওকি ছিঃ! কথা শুনতে হয়,—অমনধারা ঢ্যাটাপনা করতে আছে?"

রাগে পারুলের সর্ব্ব শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল—সে তেমনি শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যাহা ঘটিল তাহাতে পারুলের আত্মহত্যা করিয়া মরিতে ইচ্ছা যাইতে লাগিল। পারুলের ইচ্ছা যাইতে লাগিল, একটা ছুরি লইয়া সে নিজের বুকে বসাইয়া দেয়। যাহাকে সে ছেলেবেলা হইতে মনে মনে ভালবাসিয়া আসিয়াছে, তাহারি কাছে একটি দিন কেবল নিজের প্রাণের কথাটি মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া তার সতীত্ব একবারে বিশবাঁশ জলের তলায় ডুবিয়া গেল, আর এই যে বৃদ্ধ, যাকে সে কোনদিন চায় নাই এবং মনে মনে যাকে সে বরাবর ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, সে আসিয়া এই যে আজ শুধু কেবল গোটাকতক টাকার লোভে

একমুহূর্ত্তেই তাহার দেহটার মালিক হইয়া উঠিল—সতীত্বের গৌরব কি ইহাতেই রক্ষা পাইল?

পারুলের চোখ দুটো সেই আধআলো আধ অন্ধকারের মধ্যে আগুনের ফুল্‌কির মত জ্বলিতেছিল।

* * *

পরদিন ভোর বেলা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া মহিম দেখে, রান্নাঘরের সুমুখের রকের উপর পারুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে মহিম চমকিয়া উঠিল, এই এক রাত্রির মধ্যেই তার চেহারাখানা কি ভয়ানক বদলাইয়া গিয়াছে। তাকে দেখিলে মনে হয়, সে যেন সারারাত ধরিয়া বিভীষিকা দেখিয়াছে, অথবা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসিয়া কোন’ কাপালিকের শাসনে সারারাত ধরিয়া কঠোরতম কোন’ তান্ত্রিক যাগ সমাপন করিয়া এই মাত্র উঠিয়া আসিতেছে। সে মূর্ত্তির দিকে মহিম বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিল না—সে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

৯

বৈকালের দিকে ইস্কুলের ছুটির পর মহিম চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়াছিল—বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে তার ইচ্ছা হইতেছিল না—সাহসও যেন ছিল না।

হঠাৎ জমিদার বাড়ীর উড়ে মালী মাধব আসিয়া বলিল, "আপনাকে বড়বাবু একবার ডেকেছেন, দাদাঠাকুর।"

"চল যাচ্ছি"—বলিয়া মহিম অলসভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বৈঠকখানা ঘরে তক্তপোষের উপর বৃদ্ধ কালীপ্রসন্ন তাকিয়া-টাকে কোলের মধ্যে লইয়া বসিয়াছিলেন—মহিম গিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া বলিল—"আমাকে আপনি ডেকেছেন, জ্যাঠামশাই?"

"হ্যাঁ, ডেকেছি মহিম,—আমার কাছে উঠে এসে বোস্ তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"—

"কি কথা জ্যাঠামশাই?"

"বল্‌ছি—বোস্।" বলিয়া কালীপ্রসন্ন কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন—তার পর নীরবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "নীলমণি মুখুয্যে এই কিছুক্ষণ হ'ল আমার কাছে

এসেছিল—সে পারুলকে নিয়ে যেতে চায়!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন।

মহিম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় ডাকিয়া উঠিল—"জ্যাঠামশাই!"

আর্দ্রকণ্ঠে কালীপ্রসন্ন উত্তর দিলেন—"কেন মহিম?"

কি বলিতে গিয়া মহিম হঠাৎ থামিয়া গেল—তার কণ্ঠ অশ্রু-রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল—কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল এবং একটা ঢোক গিলিয়া ভাঙ্গাভাঙ্গা চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—"তাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি কি ক'রে থাকবো, জ্যাঠামশাই?—আমি যে তাকে—"এই অবধি বলিয়াই উদ্বেলিত অশ্রুর বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া মহিম হঠাৎ ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"ওকি! তুই পাগল হ'লি নাকি মহিম?—শ্বশুরঘর করতে যাবে না সে? মা বাপও যে মেয়েকে শ্বশুর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে, মহিম! আর তুই পারবি না?"—বৃদ্ধের কণ্ঠও অশ্রু-রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

ছোট ছেলের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহিম বলিল,—দু'দিন আগে যদি একথা উঠ্‌তো তা'হলে হয় ত আপনারি মতন আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতুম। কিন্তু আজ আমি আর ও-কথা ব'লে একটুও সান্ত্বনা পাচ্ছি না, জ্যাঠামশাই—আপনিও পেতেন না জ্যাঠামশাই, যদি আজ ভোর বেলা উঠে তার মুখখানার দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌তেন। উঃ সে কি চেহারা—

জ্যাঠামশাই !" এই অবধি বলিয়াই মহিম হঠাৎ থামিয়া গেল। তারপর কিছুক্ষণ দম লইয়া সে আবার আরম্ভ করিল—"সে কি চেহারা জ্যাঠামশাই! দেখ্‌লে ভয় হয়—একরাত্তিরে মানুষের চেহারা যে—উঃ—জ্যাঠামশাই আমরা তাকে—"

"ছিঃ, কি ছেলেমানুষী করছিস্ মহিম্—"

"না, না, ছেলেমানুষী একটুও করছি না—আমি যে সে মুখ জন্মে কখন' ভুল্‌তে পারবো না, জ্যাঠামশাই!" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমি তাকে নিয়ে কল্‌কাতায় গিয়ে বাসা করবো, কারুর কথা আর শুন্‌বো না—আপনি বাধা দিবেন না জ্যাঠামশাই, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন্।"—তার স্বর উত্তেজনার প্রাবল্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

অত্যন্ত গম্ভীর এবং গাঢ় কণ্ঠে বৃদ্ধ ডাকিলেন—"মহিম।"

কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া মহিম উত্তর দিল—"বলুন ?"

"একটু মাথা ঠাণ্ডা কর্! ছেলেমানুষী করবার এ সময় নয়, মহিম্।" মহিম চুপ করিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

সেই দিনই রাত্রে মহিমকে ডাকিয়া নীলমণি বলিলেন, "তোমার ভগ্নীকে আমি বাড়ী নিয়ে যেতে চাই। মিত্তির মশাইকেও এ কথা বলেছি। এতে তাঁর বিশেষ আপত্তি নেই—আর থাকবেই বা কেন ?"

কি বলিতে গিয়া হঠাৎ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া মহিম বলিল, "আচ্ছা, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ ক'রে আপনাকে কাল উত্তর দেবো মুখুয্যে মশাই! আজকের দিনটা—"

বাধা দিয়া বিরক্তভাবে মুখুয্যে বলিয়া উঠিল, "এর আবার পরামর্শ আছে কি শুনি? আমার স্ত্রী আমি নিয়ে যাবো, তাতে জ্যাঠামশায়ের কি বল্‌বার থাকতে পারে?—তবে আমি যে তাঁর অনুমতি নিতে গেছলুম সে কেবল একটা মৌখিক ভদ্রতা বৈত নয়!—ও সব কোন কথা শুনতে চাই না আমি,—কা-ল আ-মি আমার বি-বা-হি-ত পত্-নী-কে নিয়ে যেতে চাই,—বুঝলে?—চুপ করে রইলে যে?"

মহিম কোন উত্তর দিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেক রাত্রিতে খাওয়াদাওয়া সারিয়া মহিম রান্নাঘরে পান লইতে গিয়াছিল—পারুল ডাকিল, "মহিম-দা!"

একটা পান মুখে পূরিয়া দিয়া মহিম বলিল, "কেন পারুল?" তার স্বর অত্যন্ত করুণ এবং দরদে-ভরা।

সটান্ তার মুখের দিকে নিঃসঙ্কোচে চাহিয়া থাকিয়া পারুল বলিল, "তোমাদের কাছে আমার এই অনুরোধ মহিম-দা, আমাকে তোমরা শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও!—আমি এখানে থাকতে পারবো না—কিছুতেই না। না মহিম-দা, আমি কোন' কথা শুনতে চাই না—আমাকে পাঠিয়ে দাও!" তার স্বর অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠোর।

ছল্‌ছল্ নেত্রে তার মুখের দিকে চাহিয়া মহিম বলিল, "কেন পারুল?"

"কেনর উত্তর চেও না মহিম-দা—কেনর উত্তর আমার কাছ থেকে তোমরা পাবেও না—কেবল এইটুকু জেনে রেখো যে, এখানে আমি একদিনও আর থাকতে পারবো না।—"

মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহিম বলিল, "এখানে থাকতে না ভালো লাগে তোর—কোথায় যেতে ইচ্ছা হয়, বল্ পারুল—আমি তোকে সেইখানে নিয়ে যাবো—সত্যি বলছি পারুল, আমি কাউকে আর ভয় করি না—সমাজকেও না, লোক-নিন্দাকেও না, কিছুকেই না,—তুই আমাকে যেখানে—"

বাধা দিয়া অত্যন্ত কঠোর এবং গম্ভীর স্বরে পারুল ডাকিয়া উঠিল—"মহিম-দা!"

"কি পারুল!"

হঠাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "না কিছু না—তুমি এখান থেকে চলে যাও! আর একথাও জেনে রেখো মহিম-দা, যে এ বাড়ীতে আমি আর একদিনও টিকতে পারবো না।" কথাটাকে শেষ করিয়া পারুল নিজে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেইদিনই অনেক রাত্রিতে খাওয়াদাওয়া সারিয়া পারুল ঘরে ঢুকিতেই নীলমণি মুখচোখ লাল করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহিম তোমাকে কি বলছিল? যেতে দেবে না? তোমার কোন' ভাব্না নেই—আমি যে করে পারি তোমাকে নিয়ে যাবো, দেখি কে রাখে? লম্পট কোথাকার! পরের স্ত্রীকে ঘরে আটকে রেখে—"

বজ্রের মত কঠোর এবং গম্ভীর গলায় পারুল বলিয়া উঠিল—"খবরদার মুখ সাম্‌লে—"।

তার মুখের দিকে চাহিয়া লীলমণি আর একটি কথাও বলিতে সাহস করিল না। পরদিন বেলা প্রায় ১০ টার সময় মহিম

তাদের চণ্ডীমণ্ডপটার ভিতর একলাটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল—কিছুই যেন তার ভাল লাগিতেছিল না—সবই যেন কেমন খাপ-ছাড়া, খাপছাড়া। সেদিন আবার রবিবার,—ইস্কুল বন্ধ,—হাতে কোন কাজও নেই—মহিমের মনটা আজ বড় বেশী ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপের ঠিক গায়েই একটা আধমরা নিম্ববৃক্ষের শুষ্ক পত্রহীন একটা ডালের উপর বসিয়া একটা কাক তৃষাতুর কণ্ঠে মাঝ মাঝে কা কা করিয়া উঠিতেছিল। চারিদিকে রৌদ্র একবারে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—মহিমের মনটাও আজ ভিতরে ভিতরে কেবলি যেন খাঁ খাঁ করিয়া উঠিতেছিল। সে অন্যমনস্ক-ভাবে চুপ করিয়া বসিয়াছিল; হঠাৎ কিসের শব্দে চমকিয়া চাহিয়া দেখে পাড়ার যত মুরুব্বির দল একযোট হইয়া তাদের বাহিরের উঠানের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া চক্রবর্ত্তী আসিয়া বলিলেন, "বলি, তোমার কাণ্ডটা কি রকম বলত হে মহিম! তুমি কি মনে করেছ আমরা সব একবারে ম'রে গেছি?"

বিরক্ত হইতে গিয়া হঠাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শান্তকণ্ঠে মহিম বলিল, "কেন কি হয়েছে তাই বলুন না?"

হাত মুখ নাড়িয়া চক্রবর্ত্তী আরম্ভ করিল, "শুনলুম তুমি নাকি পারুলকে তার স্বামীর সঙ্গে যেতে দিচ্ছ না—এসব কোন দেশী কাণ্ড তোমার বলত হে? তোমরা কি ঠাওরেছ তাই বল দেখি?" বলিয়া চক্রবর্ত্তী দুই হাত কোমরে দিয়া বুক চিতাইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়া হঠাৎ খক্ খক্ করিয়া কাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

তার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া চাটুয্যে বলিয়া উঠিল—"সমাজ ব'লে একটা জিনিস আছে—তা যেন মনে থাকে, বুঝলে ?—এ তোমার কলকাতা সহর নয় যে যখন যা খুশী হয় করবে,—এটা একটা ভদ্রপল্লী, এখানে ও সব ব্যভিচার চলবে না—অন্ততঃ আমরা যে ক'দিন বেঁচে আছি—বুঝলে বাপু ?"

ইতিমধ্যে কাশীর বেগটা একটু সামলাইয়া লইয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া দম লইয়া চক্রবর্ত্তী এইবার বলিয়া উঠিল, "এই দেখ না চাটুয্যে-দা—অত বড় একটা সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে তুই যে এতদিন এক বাড়ীতে একলাটি বাস করলি—তার জন্যে কোন' দিন কিছু বলেছি ? কেন বলিনি ? না আমরা এতদিন জানতুম যে, আর যাই হোক্, ছোঁড়াটার চরিত্রটা নেহাৎ মন্দ নয়—তবেই না এতদিন বিশ্বাস ক'রে তোর হাতে মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসেছিলুম—"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মহিম বলিয়া উঠিল—"আপনাদের মধ্যস্থতা করতে ত কেউ ডাকে নি, চক্রবর্ত্তী খুড়ো !"

চক্রবর্ত্তী একবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, "কি-ই-ই যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ! কার সঙ্গে কথা কইছিস্ জানিস্ ? তোর বাপ ঠাকুদ্দারা যাকে মান্য করে এসেছে তুই কিনা আজ লম্পট কোথাকার, পরের স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঝড়ের বেগে মহিম সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং বাড়ীর ভিতর গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া শয্যার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

সেইদিনই দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়া সারিয়া পারুল রান্নাঘর ধুইতেছিল; ঠক্ ঠক্ করিয়া লাঠিতে ভর দিয়া আসিয়া চৌকাঠের ধারে দাঁড়াইয়া কালীপ্রসন্ন ডাকিলেন, "পারুল!"

পারুল অন্যদিকে মুখ করিয়া ন্যাতা দিয়া রান্নাঘরের মেঝে সাফ করিতেছিল—সেই অবস্থাতে থাকিয়াই উত্তর দিল—"কেন?" তার পরই হঠাৎ কি মনে করিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"জ্যাঠামশাই!"

"কি মা?"

একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া পারুল বলিল, "মহিম-দাকে বলেছি—আপনাকেও আজ বলছি জ্যাঠামশাই,—আমাকে পাঠান সম্বন্ধে আপনারা একটুও আপত্তি করবেন না—আপনাদের পায়ে পড়ছি আমি, আমাকে পাঠিয়ে দিন, জ্যাঠামশাই, আমি এখানে আর একদণ্ডও টিকতে পারছি না।" তার গলার স্বর বাধিয়া বাধিয়া যাইতেছিল।

স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে কালীপ্রসন্ন বলিলেন—"তুই তোর শ্বশুরবাড়ী যাবি এতে আমরা বাধা দিতে যাবো কেন, পারুল?—এর চেয়ে ভালো কথা আর কি আছে?"

বাধা দিয়া পারুল বলিয়া উঠিল—"এর চেয়ে ভালো কথা আছে কিনা তা ঠিক জানি না জ্যাঠামশাই, তবে এটা খুব ভালো ক'রেই জানি যে, এখানে আর আমার থাকা হবে না—আমাকে যেতেই হবে—এবং যত শিগ্‌গির হয় ততই ভালো।"

অত্যন্ত করুণকণ্ঠে কালীপ্রসন্ন বলিলেন,—"বেশ ত মা—তাই হবে অথন—কিন্তু তুই যে আমাদের উপর রাগ করে যাচ্ছিস্ পারুল!"

"হয় ত রাগ করেই যাচ্ছি, জ্যাঠামশাই,—কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আপনার কাছে, আমাকে রাগ করবার অধিকারটুকু আপনারা দিন—এর বেশী আপনাদের কাছ থেকে আর কিছু চাই না—চাইবার ইচ্ছেও বড় নেই।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "জীবনে কোন' অধিকার নিয়েই আমরা জন্মাই নি জ্যাঠামশাই! কেবল মনে মনে একটু রাগ করবো এইটুকুর ওপর আপনারা জুলুম করবেন না—এই আমার শেষ অনুরোধ আপনাদের কাছে জ্যাঠামশাই!"

সেইদিনই বৈকালের দিকে বৈঠকখানা ঘরে কালীপ্রসন্ন চুপ করিয়া একলাটি বাহিরের আমবাগানটার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন; হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া চক্রবর্ত্তী মহিমের সকালবেলাকার দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কালীপ্রসন্ন সহসা একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আপনারা নিশ্চিন্দি হয়ে ঘরে বসে থাকুন গে যান্ মশাই—কাল প্রভাত হবার আগে মেয়েটাকে দূর দূর করে গ্রাম থেকে বার করে দিয়ে তবে জল স্পর্শ করবো—হয়েছে এই বার? না আরো কিছু করতে হবে? একটা ছুরি নিয়ে গিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিয়ে আসবো?—" রাগে বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর একবারে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

এই কথার উত্তরে চক্রবর্ত্তী কি বলিতে যাইতেছিল—কালী-প্রসন্ন আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "যান্ এখান থেকে উঠে যান্— চলে যান্ বলছি—আমাকে মিথ্যে রাগাবেন না—"

সে আবার কি বলিতে যাইতেছিল। কালীপ্রসন্ন চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন—"রামদীন! কোই হ্যায়!"

১০

রাত তখন প্রায় চারটে কি সাড়ে চারটে হইবে। আকাশে তখনও নক্ষত্র ফট ফট করিতেছিল। এবং রাস্তার ধারের কালো কালো ঝোপ ঝাড়গুলোর ভিতর হইতে ঝি ঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত বুক-চেরা ঝি-ঝিঁ শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছিল।

পারুলদের বাড়ী হইতে ৪টি প্রাণী নীরবে অন্ধকার পথে বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন। দরজার সুমুখেই পথের উপর একটা টাপ্পর'য়ালা গোরুর গাড়ী অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

নীলমণি সকলের আগে আসিতেছিল—তার মূর্ত্তি আজ আর এক রকম। অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে গোরুর গাড়ীর উপর চড়িয়া বসিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "আর দেরী করা যেতে পারে না—আপনাদের যদি কিছু বলিবার থাকে ত শিগ্‌গির ক'রে সেরে নিন—অনেক পথ যেতে হবে—এদিকে যত বেলা করবেন, ওদিকে আমদের পৌঁছিতে ততই দেরী হয়ে যাবে—আর তা ছাড়া রোদ্দুর যত বাড়বে ততই আমাদের কষ্ট হবে।—কৈ, এস না—আর দেরী করা কেন?—"

মহিমের হাতে লণ্ঠনটা নিব-নিব করিয়া জ্বলিতেছিল—কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি—কাহারও মুখ কেহ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতে-ছিল না।

ধীরে ধীরে পারুল মাথা নত করিয়া কালীপ্রণাম করিল।—তার মুখে আজ আধ-হাত ঘোমটা। পারুল তাঁর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কালীপ্রসন্ন একটুও বাধা দিল না। কিন্তু কোন কথা বলিল না—বলিবার মত অবস্থাও আজ তার ছিল না। তার মনে হইতেছিল—দুঃখিনী বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের জন্য যাঁহারা ঘোমটার ব্যবস্থা করিয়াছেন—তাঁহাদের বুদ্ধির অন্ত নাই।

একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ নিশ্বাস কালীপ্রসন্নের বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল—সেটাকে প্রাণপণ-বলে দমন করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কালীপ্রসন্ন বলিলেন—"তোর্ বুড়ো এই জ্যাঠামশাইকে যদি পারিস্ ত ক্ষমা কর্‌তে চেষ্টা করিস্, পারুল—এই অবধি বলিয়াই বৃদ্ধ হঠাৎ ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পারুল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সহসা তাড়াতাড়ি মহিমকে একটা নমস্কার করিয়া কোন দিকে না চাহিয়া গোরুর গাড়ীর ছাউনিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কেঁচ কেঁচ শব্দ করিয়া গোরুর গাড়ী নড়িয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ অত্যন্ত গভীর ও করুণ কণ্ঠে কালীপ্রসন্ন ডাকিলেন—"মহিম!"

মহিম কোন উত্তর দিল না—সে কাঠের মত শক্ত হইয়া পথের ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোরুর গাড়ী যখন অন্ধকারে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

অলস মন্থর গতিতে পারুলদের গোরুর গাড়ীখানি গ্রামের মেটে রাস্তা দলিয়া চলিতেছিল। রাত তখন পর্যান্ত শেষ হয় নাই। কেবল দূরে অনেক দূরে পূর্ব্ব-গগনের একবারে শেষ সীমানার কোলে আকাশের খানিকটা জায়গায় রাতের কালো রংটা একটুখানি যেন ফিকা হইয়া আসিতেছিল। সেই দিক পানে চাহিয়া পারুল চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

"কতক্ষণ অমন ক'রে ব'সে থাকবে?—এইখানে এসে একটু শোওনা—সারারাত ত ঘুমোওনি—এইবার একটু গা গড়িয়ে নাও না—তা না হলে শরীর খারাপ হবে যে?" বলিয়া নীলমণি গা-মোড়া দিয়া অবসন্নতা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল।

পারুল কোন' উত্তর দিল না—বাহিরের থম্‌থমে কালো শেষ রাত্রিটার দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নীলমণি আবার বলিল, "আমার কাছে এসে একটু শোও না —ব'সে ব'সে কোমর ধ'রে যাবে যে। শুনছো?"

পারুল তথাপি কোন উত্তর দিল না।

"তুমি যখন নেহাৎ আমার কাছে ঘেঁষবে না, তখন আমাকেই দেখ্‌ছি তোমার কাছে যেতে হোলো।" বলিয়া নীলমণি পারুলের কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া তার একটা হাত ধরিয়া, গদ্‌গদ্ ভাবে বলিয়া উঠিল, "মানভঞ্জন করতে হবে না কি, এঁ্যা?—"

গম্ভীর কঠোর কণ্ঠে পারুল বলিয়া উঠিল,—"আমাকে বিরক্ত করো না বলছি,—ও রকম করলে আমি পথের মাঝখানে নেবে পড়ে যে দিকে দু চক্ষু যায় চলে যাবো—এ আমি বলে রাখছি—।"

বৃদ্ধ একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল,—নিজের জেদটাকে কোন' রকমে বজায় রাখিবার জন্য সে নেহাৎ যেন রসিকতাচ্ছলে বলিয়া উঠিল—"তা সে তুমি যাই বল, আমি কিন্তু এখান থেকে নড়ছি না।"

বিরক্তভাবে পারুল বলিয়া উঠিল,—"স'রে যাও বলছি, এখান থেকে!" জোর করিয়া হাসিতে হাসিতে নীলমণি বলিল, "আচ্ছা, তোমার কোলে মাথা রেখে আমাকে শুতে দাও—তা হলে আর একটি কথাও বল্‌বো না—মাইরি বলছি',—তা হলে মুখটি টিপে চুপ করে শুয়ে থাকবো—"

পারুল একথার কোন উত্তরই দিল না—উত্তর দিতে তার প্রবৃত্তিই হইল না।

নীলমণি আবার বলিল, "শোবো?—শুই তা হ'লে—"

পারুল তবুও কোন উত্তর দিল না।

নীলমণি আবার বলিল,—"তা হলে শুলুম—শুই?"

তীব্রকণ্ঠে পারুল ধমকাইয়া উঠিল,—"ফের!"

নীলমণি এবার বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"কেন কি অন্যায়-টা করেছি শুনি যে চোখ-রাঙ্গান হচ্ছে? তোমার চোখ রাঙ্গানি কে সহ্য করতে যাবে বলত?—যত কিছু না বলি ততই যেন বেড়ে উঠছেন—! আচ্ছা একবার বাড়ী চল না তোমার—"

এই বলিয়াই হঠাৎ কি মনে করিয়া নীলমণি নিজেকে সামলাইয়া লইল এবং সহজ গলায় বলিয়া উঠিল, "আমার স্ত্রী, আমি আদর করবো না ত কি ওপাড়ার রাধাকেষ্ট এসে আদর করে যাবে? এ ত আচ্ছা মুস্কিলের কথা রে, বাপু—"

কথাটা শেষ করিয়া অন্ধকারে একবার মাত্র পারুলের চোখ দুটার দিকে চাহিয়া সে আর বেশী কথা বলিতে সাহস করিল না—এবং কিছুক্ষণ বিড়বিড় করিয়া আপনার মনে যা তা কতকগুলা বকিতে লাগিল।

গোরুর গাড়ীটা ইতিমধ্যেই গ্রাম ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। দুধারে ধূ ধূ করিতেছে মাঠ আর শস্যক্ষেত্র। মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে সরু আঁকাবাঁকা মেঠো পথ। একটু একটু করিয়া ফর্সা হইয়া আসিতেছিল—কাকগুলো চারিদিকে কা কা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল—ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস ঝিরঝির করিয়া আসিয়া পারুলের কপালের উপরকার কোঁকড়ানো চুলগুলোকে দুলাইতে ছিল—পারুলের ঘুম পাইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে পারুল নিজের দেহটাকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িল।

সে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—তা সে নিজেই টের পায় নাই। চাহিয়া দেখে বৃদ্ধ তখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে এবং চারিদিকে রৌদ্র একেবারে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পারুল ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।—দু'ধারে শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে ঢেউ উঠিয়াছে। বাতাসে কাশের মঞ্জরীগুলো মাঠের উপর নুইয়া নুইয়া পড়িতেছে।—শরতের

মেঘ-নির্মুক্ত স্বচ্ছ নীলাকাশ দূরদিগন্তে শ্যামল প্রান্তরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। মাঠের উপর অনেক উঁচুতে নীল আকাশের কোলে দু একটা শ্রান্ত চিল মাঝে মাঝে তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল—দূর হইতে তাদের আওয়াজ কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাতাসে ক্ষীণ হইয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। চারি দিক যেন একবারে খাঁ খাঁ করিতেছে। পারুলের বুকের ভিতরটাও আজ খাঁ খাঁ করিয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া নীলমণি বলিয়া উঠিল—"ও: অনেক বেলা হয়ে গেছে যে দেখছি!—তুমি বুঝি তখন থেকে ব'সেই আছ—বল্লুম একটু শুয়ে নাও, তা না হলে অসুখ করবে—তা গ্রাহ্যিই হোলো না বুঝি?—মুখ হাত ধুয়ে কিছু খাবে?—সঙ্গেই ত ফল মিষ্টি সব রয়েছে। আর জল ত সঙ্গে নেওয়া হয়েছে— —কিছু খেয়ে নাও না এই বেলা। পৌঁছুতে ত প্রায় বিকেল হ'য়ে যাবে— শুনছ— না?"

বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়াই পারুল বলিল,—"না আমি কিছু খাবো না।"

বৃদ্ধ বলিল—"তারপর পিত্তি পড়ে যখন অসুখ করবে?"

পারুল এবার কোন উত্তর দিল না।—তার গা জ্বলিয়া যাইতেছিল।

বৃদ্ধ আবার বলিল,—"তুমি দেখছি নেহাৎই একটা অসুখ বিসুখ না করে ছাড়বে না—তা যখন নেহাৎই আমার কথা শুনবে না—তখন আর কি বলব?" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ ছাউনি হইতে

বাহিরে আসিয়া রাস্তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ঘটি হইতে জল গড়াইয়া হাতমুখ ভাল করিয়া ধুইয়া লইল এবং তারপর একটা পুঁটুলি হইতে ফল এবং মিষ্টান্ন বাহির করিয়া লইয়া দিব্য তোয়াজ করিয়া খাইতে বসিয়া গেল। খাইতে খাইতেও নীলমণি একবার বলিল—"তুমিও কিছু নাও না এথেকে, শুনছো?"

পারুল বলিল "না!"

বেলা তখন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে।—সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে অনেকখানি পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে—রৌদ্রের তেজও অনেক কমিয়া আসিয়াছে—এমনি সময় পারুলদের গাড়ীখানা নেঠো পথ ছাড়িয়া একটি ছোট্ট গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধ বলিল "আঃ বাঁচা গেল—এইবার বাড়ী গিয়া একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বাঁচবো।"

কেন কে জানে পারুলের বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। গোরুর গাড়ী গ্রামের পথ ধরিয়া একটুখানিমাত্র অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় হঠাৎ কে একজন পথ হইতেই বামকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল. "কে যায় গা?"

ছাউনির ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া নীলমণি চেঁচাইয়া উঠিল —"কেও—বিন্দে বুঝি।"

"ওমা, এ যে আমাদের নীলু দাদা; এত বিদেয় পেয়েছ যে গাড়ী ক'রে আসতে হ'লো?" বলিতে বলিতে একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক কাঁকালে কলসী লইয়া গোরুর গাড়ীর কাছে আসিয়া বলিয়া উঠিল,—"কৈ, কেমন দান-সামগ্রী দিয়েছে দেখি?"—

হেঁট হইয়া ছাউনীর মধ্যে মাথাটাকে গলাইয়া দিয়াই—বিন্দে অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল—"এ আবার কে গো ?—তুমি আবার বিয়ে ক'রে আন্‌লে নাকি, নীলুদা ?—কৈ দেখি দেখি—ওমা এ যে—"

নীলমণি একগাল হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"নতুন বিয়ে করতে যাবো কেন ?—মহেশপুরের গাঙ্গুলীদের ঘরে আমি ত অনেকদিন আগেই বিয়ে করেছি—তা বুঝি তুই জানিস্ না ?"

"তবু ভালো, আমি বলি আবার নতুন কোথাও—"এই অবধি বলিয়াই স্ত্রীলোকটি বলিয়া উঠিল—"কৈ, ঘোমটা একটু সরাও না গো নতুন বৌ—মুখখানি একবার দেখি—।"

নীলমণি নিজেই পারুলের মুখের ঘোমটাটা টানিয়া সরাইয়া দিল।—

"ওমা এ যে দিব্যি—"এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বিন্দে বলিয়া উঠিল—"মন্দই বা কি—তা বেশ বেশ। সিঁথের সিঁদুর, হাতের নোয়া নিয়ে বেঁচে বর্ত্তে থাক—তা হ'লেই হোলো।—রূপ-যৌবন আর ক'দিনেরই বা জিনিস ?—আর মন্দও ত কিছু হয় নি। সকলেই কি আর সুন্দরী হয় ? কি বলো, নীলুদা !"

নীলমণি বেজায় চটিয়া উঠিয়াছিল। সে হাত মুখ নাড়িয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "যা যা, তোকে আর রূপের ব্যাখ্যানা করতে হবে না—তবু যদি নিজের চেহারাখানা তাড়কারাক্ষুসীর মতন না হোতো ! এমন মেয়ে এ তল্লাটে কখন দেখেছিস্ ?"

কাঁকালের কলসীটাকে রাস্তার উপর নামাইয়া দুই কোমরে দুই হাত দিয়া বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়া বিন্দে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল —"এই তাড়কারাক্ষুসীরই পেছনে একদিন ফ্যান-চাটার মতন ফেউ ফেউ করে ঘুরে বেড়াতেও ত নীলমণি মুখুয্যে কিছু কসুর করে নি ?"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া নীলমণি বলিয়া উঠিল, "যা যা, তোকে আর মুখ নাড়তে হবে না।" —তার পর হঠাৎ গাড়োয়ানকে ধমকাইয়া উঠিল, "আরে অই গুওর ব্যাটা গাড়ী চালা না—!"

ক্যাঁচ কোঁচ শব্দে গোরুর গাড়ী আবার চলিতে লাগিল—। দূর হইতে শুনা যাইতেছিল—বিন্দে আপনার মনে বিড় বিড় করিয়া কি সব গালাগালি দিতে দিতে গৃহে ফিরিতেছে।

আরও খানিকটা পথ চলিয়া আসিয়া গোরুর গাড়ীটা নীলমণির আদেশমত এক জায়গায় আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। গোরুর গাড়ীটা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহার ঠিক সামনেই একটা ছোট পুষ্করিণী এবং এই পুষ্করিণীর ধার দিয়া দিয়া একটা সরু মানুষ-চলা পথ সবুজ ঘাসের উপর দিয়া ন্যাকড়ার ফালীর মত বরাবর একটা আমবাগানের দিকে চলিয়া গিয়াছে—সেই আম বাগানটার ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশাখার ফাঁক দিয়া দিয়া একটা খড়ে-ছাওয়া বসত বাড়ীর কতকটা অংশ দেখা যাইতেছিল।

পুকুরটার ওপারের জমিতে একজন কৃষ্ণকায় লোক গলদঘর্ম্ম হইয়া কোদাল দিয়া মাটি কোপাইতেছিল—গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াই নীলমণি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল "কে রে ওখানে

বনমালী না?” লোকটা তাড়াতাড়ি কোদালটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া একবার মাত্র সেই দিকে চাহিয়াই চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল—“মা ঠাকরুণ—মুখুয্যে ম’শায় এসেছেন, শিগ্‌গির বেরিয়ে এসো গো!”—এই বলিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল এবং কাছে আসিয়া কিছুদূর হইতেই মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া ভক্ত হনুমানের মত হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নীলমণি বলিল—“গোরুর গাড়ীর ভেতরে অনেক লট-বহর আছে—সে গুলো নিয়ে যেতে হবে—তুই দাঁড়া একটু!”

এমন সময়—পুকুরধারের সেই সরু মেটে রাস্তাটা দিয়া দুইটি স্ত্রীলোক বরাবর গরুর গাড়ীটার দিকে আসিতেছে দেখা গেল। তাদের মধ্যে একজনের বয়স ৩০ কি ৩২, আর একজনের বয়স প্রায় ৫০এর কাছাকাছি হইবে।

দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াই বৃদ্ধ নীলমণি বলিয়া উঠিল, “ওরাও এসে পড়েছে—দেখ্‌ছি; আমি তা’হলে এগোলুম—তুই দেখে শুনে জিনিস পত্তরগুলো সব নামিয়ে টামিয়ে নিস্ বনমালী। কেবল রূপোর ঘড়াটা আমি নিয়ে যাচ্ছি—বুঝলি?” কথাটা শেষ করিয়াই নীলমণি হন্ হন্ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মধ্যপথে সেই দুটি স্ত্রীলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল বটে কিন্তু সে বেশী কথা বলিল না—দু-একটা সামান্য কি কথা বলিয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে বাড়ীর দিকে পা বাড়াইয়া দিল।

ঘূর্ণি

পারুল তখন পর্য্যন্ত ছাউনীটার ভিতরেই চুপ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল—সে ইচ্ছা করিয়া ঘোমটাকে গলা পর্য্যন্ত নামাইয়া দিয়াছিল এবং তার বুকটা কে জানে কেন একেবারে দুড় দুড় করিয়া উঠিতেছিল।

স্ত্রীলোক দুটি গোরুর গাড়ীটার কাছ-বরাবর আসিয়াই হঠাৎ—জীর্ণ ছাউনীটির ছেড়া দম্মার ফাঁক দিয়া শাড়ীর খানিকটা অংশ চকিতের মত একবারমাত্র দেখিয়া ফেলিয়াই পরস্পরের মুখের দিকে সবিস্ময়ে একবার তাকাইল। তারপর বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রীলোকটি একেবারে ঝড়ের মতন ছুটিয়া গিয়া ছাউনীটার ভিতর একবার মাত্র উঁকি মারিয়াই সহসা পাড়া মাথায় করিয়া চীৎকার করিতে সুরু করিয়া দিল এবং হঠাৎ একেবারে দিক্‌বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া মানুষের ভাষায় যত রকম গালাগালি আছে সমস্তগুলিই একসঙ্গে প্রয়োগ করিতে করিতে নীলমণির উদ্দেশে বাড়ীর দিকে উন্মত্তের মত ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তার চীৎকারে পথের ধারে নিমেষের মধ্যে পাড়ার যত লোক আসিয়া জড় হইয়া গিয়াছিল—সকলেই শশব্যস্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কি ব্যাপার না জানি!—

লজ্জায় ঘৃণায় রাগে—পারুলের মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।—তার যেন দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল।

পারুলের হাতখানা অত্যন্ত স্নেহের সহিত ধরিয়া সেই বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীটি ডাকিল,—"ছোট বৌ!"

সে স্বর যেমন শান্ত তেমনি মধুর এবং তেমনি স্নেহপূর্ণ।

পারুল মুখ তুলিয়া চাহিল—তার চোখ দুটো স্থির অপলক হইয়া রহিল।—এমন মুখ সে বুঝি জীবনে কখন' দেখে নাই।—এমন স্বর সে বুঝি জীবনে কখন' শোনে নাই।—সে মুখ সুন্দর নয়—কিন্তু স্নেহোজ্জ্বল এবং উদার নীলাকাশের মতই স্বচ্ছ এবং তেমনিই প্রশান্ত।

প্রৌঢ়ার পরণে ছিল একখানি চওড়া লাল পেড়ে মোটা সাড়ী—মাথার চুলগুলির অর্দ্ধেক প্রায় পাকিয়া গিয়াছে এবং সেই কাঁচাপাকা চুলের মাঝখানে চওড়া লাল টক্‌টকে একরাশ সিঁদুর একবারে রক্তজবার মত জ্বল জ্বল করিতেছে। কেন কে জানে আপনা হইতেই পারুলের মাথা হেঁট হইয়া গেল। সে ছাউনীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পথের ধূলায় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। প্রৌঢ়া তাকে ঠিক ছোট মেয়ের মত করিয়া নিজের বুকের মধ্যে নিবিড় ভাবে চাপিয়া ধরিল,—কিন্তু কোন কথা বলিল না।

পারুল যখন বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল তখন সেখানে রীতিমত একটা খণ্ডপ্রলয় বাধিয়া গিয়াছে।

তার মেজ সতীন তখন মাথা খুঁড়িয়া চুল ছিঁড়িয়া অনবরত বৃদ্ধের মৃত্যুকামনা করিয়া গাল দিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে। বৃদ্ধও চেঁচামেচি করিয়া মাথামুণ্ড কি সব বকিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটীর তীব্র এবং ঝাঁঝালো গলার তোড়ে তার কথাগুলো কোথায় যে ভাসিয়া যাইতেছিল তার ঠিকানাই নাই।

ঘূর্ণি

বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই প্রৌঢ়া পারুলকে বলিল—"আমার সঙ্গে এস !" এবং তাহাকে লইয়া রান্নাঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এইখানে তুমি বোসো—আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।—"

প্রৌঢ়া যাইলে পর পারুল চুপ করিয়া রান্নাঘরের এক কোণে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।—সমস্ত ব্যাপার তার কাছে আজ যেন স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। এ কোন্ রাজ্যে আসিয়া সে পৌঁছিল !—তার মাথা যেন ঘুলাইয়া যাইতেছিল। বাহিরে তখনও পূরাদমে বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছিল এবং মাঝে মাঝে সেটা সপ্তমে চড়িয়া উঠিতেছিল।

একটা কাচাকাপড় হাতে ঝুলাইয়া রান্নাঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া—পারুলের বড় সতীন অন্নপূর্ণা বলিল,—"আকাচা কাপড়টা ছেড়ে ফেল দেখি, ছোট বৌ !" এবং তার পর হাত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া আবার বলিল,—"আমি এখনি আসছি—তুমি ততক্ষণ কাপড়টা ছেড়ে বাইরে ঐ রকের ওপর ঘটিতে জল রইল, হাত মুখ ধুয়ে নাও—দাঁড়িয়ে থেকোনা, বোন,—বেলা গিয়েছে। ওদিকে আবার দেখিগে কি হচ্ছে।"

কথা কটা সে এমন ভাবে বলিল যেন, পারুল তার অনেক দিনের চেনা। তার কথার মধ্যে একটুও সঙ্কোচ বা কুণ্ঠার লেশমাত্রও ছিল না। অন্নপূর্ণা ঘর হইতে ব্যস্তসমস্ত ভাবে বাহির হইয়া গেলে—পারুল অবাক হইয়া এই স্ত্রীলোকটীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেইদিনই রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর পারুল এবং অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের মধ্যে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল এমন সময় হঠাৎ চুপি চুপি আসিয়া চৌকাঠের ধারে দাঁড়াইয়া চাপা

গলায় নীলমণি বলিল, "আমি তা'হলে শুতে চল্লুম বড় বৌ,—আর ছোট বৌকেও শিগ্‌গির শিগ্‌গির পাঠিয়ে দিও।—সকাল সকাল শুয়ে পড়ুক ও! কাল সারা রাত ঘুমোয়নি বুঝলে—অমত করোনা—।" কথাটা শেষ করিয়াই নীলমণি যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দেই চলিয়া গেল।

নীলমণি চলিয়া গেল পর—পারুল সহসা বলিয়া উঠিল, "আমি আজ তোমার কাছে শোবো, দিদি—"

একবারমাত্র তার মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া লইয়াই অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিল "ছি, ওকথা বলতে নেই ছোট বৌ—" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আবার বলিল "ওঠ,—অনেক রাত হয়ে গেছে—আর দেরী কোরো না।"—

অন্নপূর্ণার বিপক্ষে কোনরূপ প্রতিবাদ করিয়া অভিনয়ের মতই একটা বাড়াবাড়ি কিছু করিতে পারুলের কেমন যেন লজ্জা বোধ হইতেছিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অন্নপূর্ণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠানের ওপারের একটা ছোট চালাঘরের দরজার সুমুখে আসিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। পিছন ফিরিয়া দেখে অন্নপূর্ণা কখন সরিয়া পড়িয়াছে।—সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজাটাকে ভেজাইয়া দিয়া রুদ্ধ কপাটে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তক্তাপোষের উপর নীলমণি শুইয়াছিল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"দরজার খিলটা এঁটে দিয়ে শুতে এস না—দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

সে তবুও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ তখন নিজেই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি খিলটা অাঁটিয়া দিয়া পারুলকে প্রাণপণ বলে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

অত্যন্ত বিরক্তভাবে পারুল বলিয়া উঠিল—"ছেড়ে দাও বলছি, —ও রকম করলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো।"

এমন সময় হঠাৎ সজোরে কে দরজায় ঘা দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।—পারুল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।—

গলাটাকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়া নীলমণি বলিল—"কে?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল—"আমি তোমার যম,—শিগ্‌গির দরজা খুলে দাও, তা না হলে,—এইখানে খুন হবো বলছি—।"

নীলমণি চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

দরজার উপর সজোরে লাথি মারিতে মারিতে বাহির হইতে কে বলিয়া উঠিল, "দরজা ভেঙ্গে ফেলবো—শিগ্‌গির খুলে দাও বলছি।"—সত্য সত্যই সেই প্রচণ্ড আঘাতে ঘরের চালাখানা পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিতেছিল।

হঠাৎ কি মনে করিয়া নীলমণি দরজাটা ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গেসঙ্গেই একটি আলুথালু স্ত্রী-মূর্ত্তি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল—"আমি যদি 'চাঁড়ালের' মেয়ে না হই, তা হলে এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, এ ঘরে যে মাথা গলাবে, তার মুখ দিয়ে আমি রক্ত তুলে তবে ছাড়বো।"—

এ কথার উত্তরে নীলমণি কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বাহির হইতে কে গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল - "এটা যে ভদ্রলোকের পাড়া, সেটা কি তোমরা একেবারেই ভুলে গেছ ?—ছোট বৌ, তুমি আমার সঙ্গে এস !"—

পারুল হতভম্বের মত ধীরে ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল - তার হাত খানা হঠাৎ চাপিয়া ধরিয়া নীলমণি বলিয়া উঠিল, "কোথায় যাবে ? ও --না না ও এখন শোবে,—কাল সারারাত ও ঘুমোয় নি, ওকে আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?"

তেমনি গম্ভীরকণ্ঠেই অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিল "দেখ, আর ঢলাঢলি কোরো না বলছি ।—মেজ বৌ, তোর কি একটু আক্কেল নেই ?"

মেজ বৌ চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমার আক্কেল খুব আছে দিদি !—তোমার কাছ থেকে আক্কেল ধার নিতে চাই না ।"

সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া অন্নপূর্ণা বলিল—"তুমি ওকে ছেড়ে দাও—আমার কথা শোনো,—ছোট বৌ আমার সঙ্গে এসো ।"

কেন কে জানে হঠাৎ কি মনে করিয়া নীলমণি পারুলকে ছাড়িয়া দিল—সেও ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল ।

নিজের ঘরে পারুলকে আপনার বিছানার উপর শোয়াইয়া পাশে শুইয়া অন্নপূর্ণা সস্নেহকণ্ঠে ডাকিল—"ছোট বৌ !"

অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে পারুল উত্তর দিল—"কি দিদি ?"

কি বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "না কিচ্ছু না, তুমি ঘুমোও !" তৎপর আর কেহ কাহারও সহিত কথা কহিল না । কহিতে পারিলও না ।

পারুল চুপ করিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল—এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে সে!—এইখানে তাকে বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে! অসম্ভব! অসম্ভব!!—সে পাগল হইয়া যাইবে—!

কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তা সে নিজেই টের পায় নাই। হঠাৎ অর্দ্ধেক রাত্রে কিসের শব্দে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সে কিন্তু একটুও নড়িল না, একেবারে নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

বাহির হইতে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া দরজায় কে আঘাত করিতেছিল। হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিল, "কে?"—

বাহির হইতে চাপা গলায় উত্তর আসিল—"আমি, দরজা খুলে দাও।" অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া তারপর মিনতিমাখা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"তোমার পায়ে পড়ি, তুমি শুতে যাও—আর কেলেঙ্কারী কোরো না!"

বাহির হইতে তেম্‌নি চাপা গলায় উত্তর আসিল—"সত্যি বলচি, আমি কিছু কেলেঙ্কারী করবো না—তুমি দরজাটা খুলে দিয়ে আমার ঘরে গিয়ে শোও গে। আমি এখানেই আজ শোবো। মেজ বৌ কিচ্ছু জানতে পারবে না—সে ঘুমিয়ে পড়েছে—শীগ্‌গির দরজা খুলে দাও—আমার মাথা খাও, বড় বৌ।"

মিনতিমাখা কণ্ঠে অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিল—"তোমার পায়ে পড়ি তুমি শোও গে, আর জ্বালিও না আমাকে।"

১১

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—শরতের শান্তনির্ম্মল সন্ধ্যা।—আকাশে একটি দুটি করিয়া অনেকগুলি তারাই ফুটিয়া উঠিয়াছে—দূরে একটা পত্রশূন্য সজ্‌নে গাছের ফাঁক দিয়া একখানি ফ্যাকাশে চাঁদের ফালি অলসভাবে সাদা মেঘের ফাঁকে উঁকি মারিতেছিল।

আলো না জ্বালিয়া অন্ধকারেই মহিম তার শয়ন কক্ষের বাতায়নের ধারে নিঃশব্দে বসিয়াছিল।—জানালার পাশের কালো জঙ্গলটার ভিতর হইতে নীড়প্রত্যাগত গোটাকতক পাখীর কিচ্‌ কিচ্‌ শব্দ বড় করুণ হইয়া বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

মহিমের প্রাণটা আজ ভিতরে ভিতরে কেবলই যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

ঠিক এমনি সময়টিতে পারুল তার সহিত গল্প করিতে বসিত,—সেই বড় আদরের অভিমানিনী পারুল,—সেই পরিত্যক্তা, বিতাড়িতা—লাঞ্ছিতা পারুল! মহিমের প্রাণটা হঠাৎ হু হু করিয়া উঠিতে লাগিল।

ওঃ—তাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—কত কষ্টেই না সে দিন কাটাইতেছে সেখানে? হঠাৎ একদিনকার একটি প্রভাতের কথা মহিমের মনে পড়িয়া গেল—সেদিনকার কথা বোধ হয় সে জীবনে কখন' ভুলিতে পারিবে না। একটা মানুষের মুখের চেহারা একটি রাত্রের মধ্যেই কি করিয়া যে একেবারে সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে, মহিম আজিও তার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই—এবং যতই সে এই কথাটা লইয়া মনে-মনে তোলাপাড়া করিতেছিল ততই তার প্রাণটা ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিতেছিল। গলাধাক্কা দিয়া জোর করিয়া পারুলকে তাহারা তাড়াইয়া দিয়াছে!

মহিম উঠিয়া দাঁড়াইল—তারপর অন্ধকারে গম্ভীরভাবে ঘরময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেকক্ষণ এই ভাবে পাচারি করিয়া অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে সে আবার আসিয়া জানালা-টার ধারে বসিল। দূর হইতে মিত্তিরদের ঠাকুরবাড়ীর সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা-ধ্বনি ক্ষীণ হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল—সে যেন কেবলি কান্না আর কান্না—কেবলি যেন বিদায় আর বিদায়।—'মাগো,' বলিয়া মহিম একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হঠাৎ কি মনে করিয়া আলো জ্বালিয়া তাকের উপর হইতে ঔদাস্যের সহিত একটা বই টানিয়া লইয়া মধ্যখান হইতে একটা পাতা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার কালো কালো অক্ষরগুলোর ভিড়ের মধ্যে আপনার ব্যথিত চিত্তকে মগ্ন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।—তারপর খানিকক্ষণ ব্যর্থ

চেষ্টার পর সে বইটাকে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া আবার অস্থির-ভাবে ঘরময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।—কিছুই ভালো লাগে না. জীবনটা যেন একবারে নেহাৎই একটা ভার বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—। বাকি জীবনটা কি এমনি করিয়াই কেবল দিনের পর দিন হিঁচড়াইয়া টানিয়া তাকে মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত নিজেকে বহিয়া লইয়া যাইতে হইবে?—মহিমের বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল—। আর পারুল? তার জীবনটা—ওঃ! মহিম হঠাৎ অজ্ঞাতসারে চীৎকার করিয়া উঠিতে গিয়া সহসা থামিয়া গেল এবং আলোটাকে নিভাইয়া দিয়া শূন্য শয্যায় গিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ এই ভাবে শুইয়া থাকিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল এবং তারপর আলো জ্বালিয়া তাকের উপর হইতে দোয়াতকলম নামাইয়া পারুলকে চিঠি লিখিতে বসিল।

সে লিখিল—"তুমি আমাকে ক্ষমা কর, পারুল,—আর যদি পার ত আমার সমস্ত অপরাধ শুধ্‌রে নেবার অবসর দিয়ে আবার আমার জীবনকে নতুন ক'রে গড়ে তোলবার চেষ্টা কোরো—এবার আর ভুল বুঝবো না পারুল। নিজেকেও আর দ্বিতীয়বার ফাঁকি দেবো না—সমাজের মুখ তাকিয়ে তার যুক্তিহীন ব্যবস্থার কাছে সত্যকে আর অপমানিত করবো না—তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না?"—

এই অবধি লিখিয়া মহিম চিঠিখানাকে একবার দুবার তিনবার পড়িল। তারপর সহসা কি মনে করিয়া সেখানাকে কুচিকুচি

করিয়া ছিঁড়িয়া জানলার ভিতর দিয়া পাশের জঙ্গলটাতে ফেলিয়া দিল, এবং কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অপর একটা নূতন কাগজ লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল। এবার সে লিখিল—"তুমি চলিয়া যাওয়ার পর হইতে তোমার আর কোন' সংবাদ পাই নাই, সে জন্য বড় চিন্তিত আছি। তোমার শারীরিক এবং মানসিক কুশল সংবাদ দিয়া আমাদের চিন্তা দূর করিবে—পত্রের উত্তর দিতে দেরী কোরো না। আমি এবং জ্যাঠামশাই ভালই আছি—এখানের আর সব মঙ্গল। আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—"

পত্রখানি শেষ করিয়া এবারও মহিম সেখানা আদ্যোপান্ত পড়িল। তারপর হঠাৎ কি মনে করিয়া সেখানাকেও টুকরাটুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া জানলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল। এবং প্রদীপটাকে নিভাইয়া আবার অন্ধকারে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

সে কতক্ষণ এই ভাবে শুইয়াছিল তা সে নিজেই টের পায় নাই—হঠাৎ অন্ধকার কক্ষে কে ডাকিয়া উঠিল—"মহিম!"

শয্যায় শুইয়া থাকিয়াই মহিম উত্তর দিল—"জ্যাঠামশাই?" অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া গিয়া তক্তাপোষের একধারে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া তার গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে জ্যাঠামশাই বলিলেন—"এর মধ্যেই শুয়ে পড়েছিস্ যে, মহিম?"

একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া মহিম বলিল—"তা ছাড়া আর কি করবো জ্যাঠামশাই!—" সে স্বর অত্যন্ত করুণ এবং অস্বাভাবিক।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন—"সন্ধ্যের পর একটু পড়া-শোনা করিস্ না কেন, মহিম,—আগে ত তাই করতিস্?"

"পারি না জ্যাঠামশাই—পড়া-শোনায় আর তেমন ক'রে মন দিতে পারি না—"

অত্যন্ত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কালীপ্রসন্ন বলিলেন—"কেন মহিম!"

"কেন?—কেনর উত্তর আমিও যেমন জানি, আপনিও ত ঠিক তেমনিই জানেন জ্যাঠামশাই—।" তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল—"দেখুন জ্যাঠামশাই,—ভগবান ব'লে মাথার উপর একজন আছেন একথা যখন বিশ্বাস করি তখন একথাও মানি যে, পাপ ক'রে কেউ কখন' শান্তিতে থাকতে পারে না—তা, সে পাপ যার জন্যে এবং যে কারণেই করি না কেন—"

ইহার পর কেহ আর কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিল না। ঘরখানা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।—

* * *

পরদিন সকালবেলা কালীপ্রসন্ন বৈঠকখানায় বসিয়া জমিদারীর হিসাব-পত্র প্রভৃতি দেখিতেছিলেন এমন সময় পুরাতন একজন গোমস্তা আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

খাতা-পত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই কালীপ্রসন্ন বলিলেন—"কি খবর হে, মথুর?"

"আজ্ঞে আমাকে সপ্তাহখানেকের জন্যে ছুটি দিতে হবে—একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আস্‌বো।—"

"তুমি এই সে দিন না দেশে গেছলে?"

"আজ্ঞে—তা গেছলুম বটে—তবে আবার একবার যেতে হবে—না গেলে নয় বলে হুজুরকে বিরক্ত করতে এসেছি। আর তা ছাড়া এবার মনে করছি—এই খানেই সংসার নিয়ে আসবো—আর বারবার দেশে যাবার জন্যে হুজুরকে বিরক্ত করতে আসতে হবে না।"—

"কেন হঠাৎ কি এত দরকার পড়লো—শুনি ?"

মাথা চুলকাইয়া হাত কচলাইয়া লোকটি বলিল—"আজ্ঞে, মাঠাকরুণ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করবার জন্য বড্ডই পেড়াপেড়ী সুরু করে দিয়েছেন। আমার আদতেই ইচ্ছে নেই তবে—সংসারটা নেহাৎই ছন্ন-ছাড়া—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই—খাতা-পত্র হঠাৎ ফেলিয়া দিয়া কালীপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন—"তুমি আবার বিয়ে করবে নাকি ?"

ঘাড় হেঁট করিয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া লোকটি বলিল, "আজ্ঞে, তা না হলে কাচ্চা-বাচ্চাগুলোকে—"

বাধা দিয়া কালীপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন—"তোমার ঘরে না বিধবা মেয়ে রয়েছে !"

"আজ্ঞে তা আছে বৈ কি—সে কথা আর বলেন কেন হুজুর ?—তার দিকে চাইলে বুকটা একেবারে—"

একটা ধমক দিয়া কালীপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন—"ওসব বাজে বক্তৃতা ছাড়', বাপু।"

"আজ্ঞে, বক্তৃতা নয় হুজুর,—তার যে কি কষ্ট তা যদি—"

"থাক আর কবিত্বে কাজ নেই—এতই যদি তার জন্যে কষ্ট হয়ে থাকে ত, নিজে আবার বিয়ে কর্‌ছ কোন্ আক্কেলে?"

"আজ্ঞে, সখ ক'রে কি আবার বিয়ে কর্‌ছি—সংসারটা তা না হলে যে অচল হয়ে যায়, হুজুর—"

অত্যন্ত বিরক্তভাবে কালীপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন, "বাজে বোকো না মেলাই,—তোমার মুখেই ত দু'দিন আগে শুনেছি,—তোমার বিধবা মেয়েটি দিব্যি গুছিয়ে সংসার চালিয়ে নিচ্ছে,—আজ হঠাৎ সংসার একবারে অচল হয়ে গেল—২৪ ঘণ্টার মধ্যে?"

"আজ্ঞে, হাজার যে যতই করুক্ না কেন, হুজুর,—যে ঘরে গৃহিণী নেই সে ঘরের কি আর লক্ষ্মীশ্রী থাকে? আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি হ'য়েও যদি একথা বলেন তা হলে—"

"চুপ কর আহাম্মুক,—আর বিজ্ঞে জাহির কর্‌তে হবে না।" বলিয়া কালীপ্রসন্ন হঠাৎ অত্যন্ত জোরে ধমক দিয়া উঠিলেন।—

লোকটা আবার কি বলিতে যাইতেছিল কালীপ্রসন্ন তাকে আবার একটা ধমক দিয়া থামাইয়া দিয়া অত্যন্ত তীব্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"১১ বৎসরের কচি দুধের মেয়ে তার দরকার হোলো না বিয়ের—অপরাধ তার, সে বেচারা দুনিয়ার কিছু বোঝ্‌বার আগেই সিঁথের সিঁদুর, হাতের নোয়া খুইয়ে ফেলেছে, দরকার হোলো তোমার যার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে? জানোয়ার কোথাকার!—মেয়ের বিয়ে দিতে পার ত নিজে বিয়ে কোরো, আর তা না হলে বিয়ে করবার আগে গলায় দড়ি দিয়ে মোরো বুঝলে।"

সহসা মাথায় হাত দিয়া জিভ কাটিয়া লোকটা বলিয়া উঠিল—"পরম হিঁদু হয়ে আপনি ওকথা কি করে মুখে আন্‌লেন, হুজুর, —ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা—যার নাম শুন্‌লে—"

অত্যন্ত জোরে একটা ধমক দিয়া কালীপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন —"কে আছ এখানে. ওর ঘাড় ধ'রে—এখান থেকে বার করে দাও ত। চামার কোথাকার!"

কালীপ্রসন্নকে আজ পর্যান্ত কেউ এরূপ ভাবে চটিতে দেখে নাই—বিশেষ অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের প্রতি। ঘরশুদ্ধ কর্ম্মচারীর দল একেবারে অবাক হইয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুপুরবেলা আহারাদির পর কালীপ্রসন্ন আপনার শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপর শুইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন এমন সময় তাঁর স্ত্রী জগত্তারিণী আসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি নাকি মথুরকে আজ সকলের সাম্‌নে অপমান করেছ—বেচারা আমাব কাছে এসে একবারে ভেউভেউ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, আহা বুড়োমানুষ—"

অত্যন্ত রুক্ষভাবে কালীপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন—"তোমারও যদি অপমানের ভয় থাকে ত এই বেলা এখান থেকে চলে যাও বল্‌ছি—আমাকে চটিয়ো না।" জগত্তারিণী অবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল।

১২

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সারিয়া পারুল এবং তার বড় সতীন অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের সুমুখের দাওয়াটার উপর একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল এমন সময় হঠাৎ কে একজন বাহির হইতে ডাকিয়া উঠিল, "কাকিমা, কোথায় গা ?"

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—"কেও বলাই নাকি ?—আরে আয় আয় ! কবে ফিরলি তুই ?"

ইতিপূর্ব্বেই পারুল রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। "আজ ভোরের গাড়ীতে এসেছি—কাকি মা," বলিতে বলিতে একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং হৃষ্টপুষ্ট যুবক আসিয়া রকের উপর মাথা নত করিয়া অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিল এবং পায়ের ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল – "ওঃ, কত দেশ ঘুরে এলুম কাকি মা !"

"তা দাঁড়িয়ে রইলি কেন বাবা—বস্ না।"

ধপাস্ করিয়া মাদুরের উপর বসিয়া পড়িয়া যুবক বলিয়া উঠিল — "তোমার জন্যে বিশ্বেশ্বরের চন্নামেত্তর,—আর পুরীর মহাপ্রসাদ এনেছি কাকি মা। —ওবেলা বামুন ঠাকুরকে দিয়ে পাঠিয়ে

দোবো অথন—ওঃ, সুমুদ্দুর যা দেখ্‌বার জিনিষ কাকিমা—সত্যি সত্যি সে দেখ্‌লে আর বাড়া আস্‌তে ইচ্ছে যায় না।

এই কথার উত্তরে অন্নপূর্ণা কি বলিতে যাইতেছিল-- সেটাকে বাধা দিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া বলাই আবার বলিয়া উঠিল, "আর গয়ায় যা বড়বড় পালোয়ান আছে কাকিমা—ওঃ ইয়া ইয়া চেহারা, কি গর্দ্দান! হাঁ শরীর তৈরী করেছে বটে!—তাই ব'লে তাদের সঙ্গে লড়তেও ছাড়িনি। ওঃ, রামদয়াল ব'লে এক ব্যাটার সঙ্গে যা এক দম্‌ লড়া হয়েছিল কাকিমা, সে একটা দেখবার জিনিষ, ব্যাটা যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া! ভুতো আমার সঙ্গেই ছিল। সেত ভয়েই অস্থির, বলে—করছ কি দাদাবাবু—ওযে একেবারে সাক্ষাৎ ভীম,—ওর কাছে লড়্‌তে যাওয়া মানেই হাত পা ভেঙ্গে কম-সে-কম ছ'টি মাস বিছানায় প'ড়ে থাকা—আমি বল্লুম কুছপরোয়া নেই—না হয় হাত পা-ই ভাঙ্গবে। তাই ব'লে ভয়ে পেছিয়ে যাবো, সে বান্দাই নই আমি। হনুমানজীকে নমস্কার ঠুকে ত নেবে পড়্‌লুম কাকিমা,—তার পর সে কি কাণ্ডরে বাবা, ব্যাটা এক একটা রদ্দা হাঁকড়ায়, আর চোক দিয়ে এক এক ঝলক আগুন বা'র ক'রে ছাড়ে।"

বাধা দিয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—"অমন কুস্তি মানুষে লড়ে! তোর কি যে খেয়াল তার ঠিক নেই! কোন্‌ দিন অম্‌নি করে সত্যি সত্যি একটা কাণ্ড করে বস্‌বি দেখ্‌ছি—তুই!"

সে কথার কোন' জবাব না দিয়া বলাই আবার বকিতে সুরু করিয়া দিল—"তার পর হোলো কি জান, কাকিমা!—আমি

দেখলুম বড় সুবিধে হচ্ছে না, ব্যাটা রদ্দা কসিয়েই অর্দ্ধেক দম্ বার ক'রে দেবে।—তখন কি করলুম জান'? আরে বাবা, আমরাও ছেলেবেলা থেকে ঐ কম্ম ক'রে আস্‌ছি—তাগ্‌তুগ্ জান্‌তে ত আর কিছু বাকি নেই—কর্‌লুম কি জান? ফস্ করে ঘুরে মাথাটাকে নীচু না করে বোঁ করে ব্যাটার একটা ঠ্যাং ধ'রে ফেল্লুম। ব্যাটার শরীর ত নয় একখানি আস্ত পাহাড় বল্লেই হয়,—সেই শরীরখানি নিয়ে ব্যাটা একবারে আমার ঘাড়ের ওপর চেপে বস্‌লে। সে ভার কতক্ষণ সামলান যায়? ব্যাটা ত আমাকে একবারে মাটির উপর শুইয়ে ফেল্লে,—আরে বাপ্ ফেল্লেই ত আর হোলো না—চিৎ করতে হবে ত?—আমি করলুম কি জান'—একবারে মাটি কাম্‌ড়ে—দিব্যি উপুড় হ'য়ে পড়লুম্ —এখন চিৎ কর্ তুই!—ব্যাটা ত একবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে গেল—আরে বাবা, একি আনাড়ি পেয়েছিস যে ধাপ্পা মেরে যাবি? দশ মিনিট ত এম্‌নি ক'রে কেটে গেল—শেষকালে সকলে বল্লে—আর কাজ নেই—দোনো বরাব্বর হো গিয়া।—"

এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ নিজের উরুদেশে প্রচণ্ড একটা চপেটাঘাত করিয়া বলাই আবার বলিয়া উঠিল—"আরে বাবা—বলাই মুখুর্য্যেও ধান চাল দিয়ে কুস্তি শেখেনি, দস্তুরমত পাঁচ ছ-খানা ঘরোয়ানা প্যাঁচ্ হাতের মুঠার মধ্যে আয়ত্ত করে তবে বাইরে বেরিয়েছি—ল্যাঙ্গোট আঁট্‌তে শিখেই খলিফা হয়ে যাই নি—হ্যাঁঃ। ভূতোকে তখন বল্লুম কিরে—ক'মাস বিছানা নিতে হোলো? সেত অবাক, বলে—সত্যি সত্যি তুমি যে ঐ অতবড়

একটা দুস্‌মনের সঙ্গে অতক্ষণ ধস্তাধস্তি কর্‌তে পার্‌বে, তা' আমি কখন' স্বপ্নেও ভাবিনি—আর বাপু ভাববি কোত্থেকে? ঐ ত তোর চেহারা, একটা চড় মারলে কোথায় থাকিস্ তার ঠিক নেই, তুই কি ক'রে ভাব্‌তে পারবি যে, আমি তোরই মতন বাঙ্গালীর ছেলে হ'য়ে—হুঁ।"

তার অঙ্গ-ভঙ্গী এবং হাত-পা নাড়া প্রভৃতি দেখিয়া অতিকষ্টে হাসি সাম্‌লাইয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন—"তোর কুস্তীর কথা ছেড়ে এখন ঠাকুর দেব্‌তা কোথায় কি দেখলি তাই বল দেখি—।"

হঠাৎ মাঝখান হইতে বাধা পাইয়া—দমিয়া গিয়া বিরক্ত ভাবে বলাই বলিয়া উঠিল—"ঠাক্‌কুর-দেবতা আমি কিছু দেখিনি,—কেবল দেখবার মধ্যে দেখেছি কাশীর বিশ্বনাথ আর পুরীর জগন্নাথ—বাস্।"

"সে কিরে—গয়ায় গেলি—অথচ গদাধরের পাদ-পদ্ম দেখে এলিনে—বলিস কি তুই?"

বলাই বলিয়া উঠিল—"তা কি আর না দেখে এসেছি—ঐ ত বল্লুম, কাশীর বিশ্বনাথ, পুরীর জগন্নাথ আর গয়ার গদাধর, —বাস্।"

"কেন বৃন্দাবনে যাস্ নি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বল্‌তে ভুলে গেছি—ঠিক ঠিক—ঐ চারটি ঠাকুর কেবল—কাশীর বিশ্বনাথ—পুরীর জগন্নাথ—গয়ার গদাধর—আর বৃন্দাবনের ঐ যে কি বলে—"

এই অবধি বলিয়াই বলাই হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল—"ওঃ! কাল ট্রেণে আস্‌তে আস্‌তে রাত্তির বেলায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যা' মজার

স্বপ্ন দেখেছি, কাকিমা। ওঃ সে ভারি মজার স্বপ্ন—এখনো আমার মুখ দিয়ে লাল কাট্‌ছে, কাকিমা।"

"স্বপ্ন দেখে লাল কাট্‌ছে ? – সে কি আবার ?"

শোন' না কাকিমা—সে যা মজার স্বপ্ন ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখ্‌লুম—ঠিক যেন তোমাদের ঐ রান্নাঘরের ভেতর দিব্যি ভব্যিসব্যি হয়ে বসে নেমন্তন্ন খাচ্ছি,—সেই সেবারকার মতন তুমি যেন আমাকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াচ্ছে—আর ঠিক সেবারকার মতন তেম্‌নি চমৎকার পায়েস তৈরী করেছ—আমার পাতের সামনে একবারে এক খোরা পায়েস তুমি যেন এসে রেখে দিয়ে গেছ, আর আমি যেন চুমুক দিয়েই সবখানি সাবাড় করতে বসে গেছি ! ওঃ ! এখোনো সে কথা মনে পড়্‌লে আমার মুখ লালে ভর্ত্তি হ'য়ে যায়। ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেইআমি ভাবলুম কাল বাড়ী পৌঁছেই কাকিমাকে ব'লে আসতে হ'বে আর একদিন আমাকে তেম্‌নি করে—"

"বেশ ত কালই তোর নেমন্তন্ন রইলো—এর আর কথা আছে কি রে পাগল, ঘরের ছেলে-- তুই—"।

বাধা দিয়া বলাই বলিয়া উঠিল—"না কাকিমা কাল অবধি আর সবুর সইছে না, আজ রাত্তিরেই খাওয়াতে হবে—।"

একটু হাসিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বেশ ত, তাই হবে—তার আর হয়েছে কি !"

"তা' হ'লে সন্ধ্যের পরই আস্‌ছি।"—বলিয়া বলাই সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—"কিরে, এরি মধ্যে উঠছিস্ যে বড় ?"

"একটা কাজ আছে কাকিমা,—রাত্তির বেলা খেতে খেতে সব কথা বল্‌বো'খন—অনেক কথা বাকি আছে—তোমার ঠাকুর-দেবতার কথাও অনেক শুন্‌তে পাবে অখন।"

বলাই চলিয়া গেলে পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পারুল বলিল, "এ ছেলেটি কে দিদি ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন—"ও হচ্ছে আমাদের এখানকার আজকাল যিনি জমীদার তাঁরি ভাইপো। ওদের বেশ রীতিমত পয়সা কড়ি-আছে—কিন্তু কেমন সাদাসিধে ছেলে দেখ' দেখি।"

"সত্যি সত্যি ভারি চমৎকার ছেলে দিদি,—অতখানি লম্বা-চওড়া শরীর কিন্তু মুখখানি ঠিক যেন কচি ছেলের মত, কি চমৎকার চেহারা দিদি,—দেখ্‌লে আদর কর্‌তে ইচ্ছে যায় !"

"ও দেখতেই লম্বা চওড়া বয়সে। বেশী নয়—বড় জোর বাইশ তেইশ হবে—"।

পারুল বলিল—"মুখ দেখে কিন্তু আরো ছেলে মানুষ বলে বোধ হয়, নয় দিদি ?—সত্যি সত্যি এমন সুন্দর মুখ আমি কখন' দেখি নি।"

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন—"আহা বাছার মা বাপ কেউ নেই—ছেলেটা যেন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।—দেখ্‌লে এমনি কষ্ট হয় !"

সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে পারুল বলিয়া উঠিল—"ভারি কষ্ট ত বেচারার !—তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া

উঠিল—তুমি ত বল্‌ছিলে—ওর কাকারা এখানকার জমীদার। তারা দেখা শুনো করে না ?

"পোড়া কপাল আর কি!—তারা আবার দেখাশুনো করবে—? তবেই হয়েছে—। বরং ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করে শিগ্‌গির শিগ্‌গির ও যেন,—"

এই অবধি বলিয়াই অন্নপূর্ণা হঠাৎ থামিয়া গেলেন—এবং কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন—"বিষয় এমনি জিনিস ছোট বৌ! তা না হলে ঐ বলায়ের বাপ—ছোট ভাইকে কি ভালোটাই বাস্‌তো—! বলাইয়ের ঠাকুরদাদা যখন মারা যায় তখন বলাইয়ের কাকা একবারে নাবালক। বলাইয়ের বাপ সেই থেকে ছোট ভাইটিকে ঠিক নিজের ছেলের মত ক'রে মানুষ ক'রে এসেছেন ?

তারপর সেই ছোট ভাই বড় হয়ে কল্লে কি জান? পাঁচ জনের পরামর্শ শুনে—অমন দাদার সুমুখে গিয়ে বল্লে, 'আমাকে এতদিনের হিসেব পত্তর সব আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে দাদা!' দাদা তখুনি বল্লে—'বেশ তো ভাই, এর আর কথা কি আছে।' হিসেব-পত্তর সব যখন কড়ায় গণ্ডায় মিলে গেল তখন বলরাম বল্লে 'এইবার বিষয় ভাগ করবার বন্দোবস্ত করুন।' ভিতরে ভিতরে বড় ভাই কি ক'রে জানতে পেরেছিল যে, গুণধর ছোট ভাইটি নাকি সকলের কাছে ব'লে বেড়ায় যে, দাদা তাকে জমিদারীর রদ্দি অংশগুলো দিয়ে নিজে ভাল অংশগুলো হাতিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে।—বিষয়ভাগের দিন বড় ভাই ছোট ভাইকে ডেকে বল্লেন—'দেখ বলরাম, আমার ইচ্ছে এই যে, আমাদের বিষয়

ভাগ হবে—এর ভেতর বাইরের কেউ যেন মধ্যস্থতা করতে না আসে। আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিলুম, তুমি যেমন ভাল বিবেচনা কর্‌বে তাই হবে।—বুঝলে ?'—কি চমৎকার লোক বল দেখি একবার—। পরে শুন্‌লুম ছোট ভাই—বড় ভাইকে বেশ দিব্যি করে ঠকিয়ে নিয়েছিলো।—তাই ত বলি ছোট বৌ,—বলাই মানুষ হবে না ত হবে কে ?—কত বড় বাপের ছেলে ও !"

স্নেহমমতায় পারুলের বুকখানি ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে কেবল বলিল, "না, সত্যি সত্যি এমন চমৎকার ছেলে আমি কখন' দেখিনি দিদি—মুখ দেখেই মনে হয় যেন দুনিয়ার কোন পাপ আজ পর্য্যন্ত ওর একগাছা চুলও স্পর্শ করতে পারে নি।"

সন্ধ্যার পরেই হাঁকডাক করিয়া আসিয়া বলাই খাইতে বসিয়া গেল। অন্নপূর্ণা সুমুখে বসিয়া খাওয়াইতেছিলেন।—ডালের বাটী হইতে সমস্ত ডালটা পাতে ঢালিয়া লইয়া বলাই বলিল—"আর একটু ডাল লাগ্‌বে, কাকিমা !"

"বেশ ত বাবা !" বলিয়া অন্নপূর্ণা ডাকিয়া উঠিলেন—"একটু ডাল দিয়ে যা' ত ছোট বৌ !"

মাথার কাপড়টাকে কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া ডালের বাটি লইয়া পারুল আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

একবারমাত্র এই অপরিচিতা স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চাহিয়াই বলাই হঠাৎ ঘাড় নীচু করিয়া লইল এবং জিজ্ঞাসুনয়নে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে বারবার চাহিতে লাগিল।

"ও হরি! তুই বুঝি কিছু জানিস্ না?—ওযে তোর ছোট কাকিমারে। তুই বুঝি কিছু শুনিস্ নি এখন পর্য্যন্ত!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ভুতোর মুখে শুনছিলুম বটে।"—কথাটা শেষ করিয়াই বলাই খাইতে খাইতেই মাথা হেঁট করিয়া সর্ব্বশরীর নোয়াইয়া একটা প্রণাম করিল। পারুল মুখে কোন' কথা বলিল না বটে কিন্তু তার মন বার বার ভিতরে ভিতরে এই সুন্দর ছেলেটির মাথায় স্নেহাশীর্ব্বাদ করিয়া ফিরিতে লাগিল। এবং তার বুকখানা স্নেহ-মমতা ভালবাসায় একবারে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে বলাই চলিয়া গেলে পর আহারে বসিয়া পারুলের মনের মধ্যে বার বার একটা কথা জাগিয়া উঠিতেছিল,—এই যে ছেলেটি—কি প্রকাণ্ড এর বুকখানা। কোথাও যেন একটুখানি সঙ্কোচ বা দ্বিধার লেশমাত্র নেই—জীবনটা যেন সকলের সম্মুখে মেলিয়া ধরিবার জন্যই তৈরী হইয়াছে। আর এই যে তার বড় সতীন অন্নপূর্ণা—এও যেন ঠিক ঐ শ্রেণীরই জীবন, যেন ঠিক ঐ একই ছাঁচেই ঢালা। আশ্চর্য্য ইহাদের চরিত্র—ইহারা যেন জীবনের সমস্ত হলাহল হাসিমুখে নিঃসঙ্কোচে গলাধঃকরণ করিয়া নীলকণ্ঠের মত নির্ব্বিকার হইয়া বসিয়া আছে। কেন কে জানে, পারুলের আজ নিজেকে বড়ই ছোট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে কতটুকুই বা; তাই যত অশান্তি যত সঙ্কোচ দ্বিধা সব তার মধ্যে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। এই ছেলেটির মার আসনে নিজেকে কতবার কল্পনায় বসাইয়া পারুল মনে মনে চীৎকার করিয়া উঠিল—"হয় না, হয় না;—ও কেবল অন্নপূর্ণারই সাজে—

যে হাসি-কান্না, মান অভিমানের রাজ্য ছাড়াইয়া কবে একদিন এমন একটা রাজত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে আছে কেবল মাতৃত্ব আর মাতৃত্ব—আর কিছু না। ভোগ সুখ যৌবন সব সেখানে আসিয়া মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছে মাতৃত্বের উচ্চাদর্শের সম্মুখে। পারুলের আজ নিজেকে বড় বেশী ছোট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

১৩

বলাইয়ের বাপ ৺গোবর্দ্ধন ঘোষালের জীবদ্দশাতেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম ঘোষাল দাদার সহিত পৃথক হইয়া যান। এই পৃথক হইয়া যাওয়ার পর হইতে বলরাম তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বড় একটা মেলামেশা করিতে চাহিত না। তারপর গোবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর মাতৃহীন বলাই যখন নেহাৎই অসহায় হইয়া পড়িল—তখন বলরাম তাঁর এই পিতৃমাতৃহীন নাবালক ভাইপোটির জন্য হঠাৎ এমনি ভয়ানকরকম চিন্তিত হইয়া উঠিলেন যে, যারা বলরামকে ভাল করিয়া চিনিত, তাহারা ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিল এবং যাহারা না চিনিত তাহারা অবাক্ হইয়া গেল। এই যে একদল যাহারা এই ব্যাপারে শিহরিয়া উঠিল—তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে বেশী ভয় পাইয়াছিল,সে গোবর্দ্ধনের অনেক কালের বিশ্বাসী বৃদ্ধ নায়েব রামতারণ বিশ্বাস। এই রামতারণ লোকটি ছিল জমিদারী এবং বৈষয়িক ব্যাপারে যাকে বলে একবারে ঝানু লোক। শুনা যায় সে নাকি আজ পর্য্যন্ত একটিও মিথ্যা কথা কখন' বলে নাই।

বলাইয়ের প্রতি তার কাকার এই আকস্মিক প্রাণের টানটা এই প্রবীণ কোটরগত-চক্ষু কূট-বুদ্ধি লোকটির রস-কসহীন বস্তু-তান্ত্রিক মুখখানার দিকে চাহিয়া বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারিল না। একটু একটু করিয়া ভিতরে ভিতরে শুকাইয়া যাইতে লাগিল এবং ক্রমে দেখা গেল কাকা এবং ভাইপো পূর্ব্বেও যেমন এখনও ঠিক তেমনি রহিয়া গেল। ছেলেবেলা হইতেই বলাইয়ের জীবনের একটি মাত্র সখ ছিল কুস্তি-লড়া। এ সখটা সে পাইয়াছিল বাপের কাছ হইতে—তার বাপ গোবর্দ্ধন ছিলেন একজন বিখ্যাত পালোয়ান এবং ঠাকুরদাদা ৺জয়নারায়ণের সম্বন্ধে এখনও এরূপ গুজব শুনা যায় যে, তিনি নাকি এক চড়ে একটা বাঘ মারিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন—তবে তাঁর শরীরে যে অসীম বল ছিল তাঁর নিজের ব্যবহৃত প্রকাণ্ড একজোড়া মুগুর এখনও সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

তাঁর পিতা ৺প্রাণগোপাল ঘোষালও ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর এবং তাঁর আমল হইতে ঘোষালদের বসত বাটীর গায়ে মস্ত বড় একটা কুস্তির আখ্ড়া পুরুষানুক্রমে এই বংশের ছেলেদের দিব্য স্বাস্থ্যবান ও সবল এবং তারও চেয়ে কিছু বেশী করিয়া গড়িয়া আসিতেছে।

বলাইয়ের বাপ গোবর্দ্ধনের কুস্তির খুব সখ ছিল এবং এই উপলক্ষে তিনি অনেক টাকা ব্যয়ও করিয়াছিলেন; কিন্তু কনিষ্ঠ বলরাম ছিল বরাবরই একটু বিলাসী এবং অসংযমী। সে ছিল একবারে পূরাদস্তুর ডিস্পেপটিক এবং খাইত পোড়ের ভাত এবং

পাতিলেবু—কিন্তু তাহাতেও তার মাঝেমাঝে পেট ফাঁপিয়া উঠিত এবং যখন তখন কব্‌রেজ মশায়ের ডাক পড়িত। প্রজারা কিন্তু ভয় করিত ঐ ডিস্‌পেপটিক বলরামকেই বেশী। কারণ শরীরটা তার যেমনধারাই হোক না কেন, মাথাটা তার ছিল খুব সাফ এবং বিষয়-বুদ্ধি ছিল তার একবারে অতি সূক্ষ্ম এবং অব্যর্থ। বলরামের আর একটি মহৎ দোষ ছিল—তার চরিত্রে সংযম বলিয়া কোন' জিনিসই ছিল না। প্রৌঢ় বয়সেও শুনিতে পাওয়া যায়—সে নাকি অমুক গ্রামের অমুক ভদ্রলোকের বিধবাকন্যার সহিত ইত্যাদি ইত্যাদি—।

বলাই পাইয়াছিল তার বাপের ধাত্‌ একবারে নিক্তির ওজনে। তার বুকখানা বাহিরেও ছিল যেমন প্রশস্ত, ভিতরেও ছিল ঠিক তেমনি বা ততোধিক উদার এবং প্রকাণ্ড। খুল্লতাতের সহিত তার বরাবরই বনিবনাও ছিল না—এবং মনে মনে সে কাকাকে বরাবর ঘৃণাই করিয়া আসিত। বাপের মৃত্যুর পর হইতে সে একাই তাদের ভদ্রাসন বাটীতে থাকিত। কেবল অন্তঃপুরে তার দূর-সম্পর্কীয়া এক মাসী কোথা হইতে আসিয়া হঠাৎ জুটিয়াছিলেন—তিনিই থাকিতেন—বাস্‌, এই পর্য্যন্ত। বিষয় আশয় সমস্ত দেখিত বৃদ্ধ নায়েব রামতারণ।

বলাই বিষয়-আশয় কিছুই দেখিত না—দেখিবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধিও তার ছিল না। শুনা যায় গর্দ্দানে ক্রমাগত রদ্দা খাইয়া খাইয়া তার মগজের সমস্ত ঘি টল্‌কাইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে রাত থাকিতে উঠিয়া কুস্তি লড়িত, তারপর সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই কুস্তি শেষ করিয়া এক থালা ভিজা ছোলা এবং খানিকটা কাঁচা ঘি

উদরসাৎ করিয়া গায়ের মাটী ঝাড়িয়া একটা বেলদার ফিন্‌ফিনে লম্বা ঝুল পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া জবরগোছের একটা গদ্‌কা লাঠি হাতে লইয়া গদাই-লস্করী চালে নদীর ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। এত-কাণ্ডতেও প্রজারা কিন্তু তাকে একটুও ভয় করিত না—বরং মনে মনে ভালই বাসিত।

এ-হেন বলাইচন্দ্রের সব চেয়ে প্রিয় পাত্র ছিল ডোমপাড়ার যত ডোমেরা,—কারণ তাদের মধ্যে কুস্তি-লড়নেওয়ালার অভাব ছিল না এবং উপরন্তু তারা আর একটা জিনিস জানিত যা অনেক চেষ্টা করিয়াও বলাই শিখিতে পারে নাই—সেটি লাঠিখেলা। এই লাঠিখেলা জিনিসটা সে অনেক কষ্টেও আয়ত্ত করিতে পারে নাই এবং তার জন্য তার মনে ক্ষোভের অবধি ছিল না।

এই যে সমাজের অতি বড় নিম্নশ্রেণীর জীব—যাদের ছায়া মাড়াইলেও নাকি নাইতে হয়—ইহাদের সহিতই বলাই নির্ব্বিকার ভাবে মিশিত এবং তার নিত্য-নৈমিত্তিক দিনগুলোর অধিকাংশ সময় ইহাদের সঙ্গেই অতিবাহিত হইত। বলাইয়ের খুল্লতাত নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন—"দেখছেন একবার ছোড়াটার কাণ্ড-কারখানা, চাটুর্য্যে মশাই।—জাতজন্ম সব খেলে একবারে—আমাদের সাতপুরুষের যা কখন হয়নি—ছোড়া হতে কিনা তাই দেখ্‌তে হোল'। আরে ছ্যা ছ্যা—রাগও হয় আবার দুঃখও হয়—হাজার হোক্ দাদারই ত ছেলে।"

চাটুয্যে এক টিপ নস্য নাকে গুঁজিয়া বলিল—"একেই বলে মহৎ অন্তঃকরণ,—বুঝ্‌লে হে চক্রবর্ত্তী। তা না হলে ঐ বলাই ছোড়া

কাকার নামে কি কুৎসাই না রটিয়ে বেড়িয়েছে, আর দাদা আমার সেই ভাইপোর অবনতি দেখে আজ চোখের জল সামলাতে পারছেন না! হুঁ হুঁ কিসে আর কিসে—"

*　　　　*　　　　*

বেলা সবে সাতটা হইবে। ছোট্ট একটি জীর্ণকুটীরের মেটে উঠানের মধ্যে ঢুকিয়া গড়িয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া বলাই ডাকিল, "কাকিমা!"

দাওয়ার একপাশে একটা অন্ধকার এবং অপরিচ্ছন্ন চালাঘর হইতে একরাশ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া দরজা এবং জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের উঠানে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল,—হঠাৎ সেই জমাট্ কালো ধোঁয়ার পরদা ঠেলিয়া একটি ১৫ বৎসরের মেয়ে একটা ভাঙ্গা তালপাতার পাখা হাতে লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া দাওয়ার উপর দাঁড়াইল,—চোখ দুটো তার ধোঁয়ায় একবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল।

বলাই বলিল "কাকিমা আজ কেমন আছে রে, মণি?"

ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটি বলিল, "রাত্তির থেকে একটু ভাল বোধ হচ্ছে,—জ্বর বোধ হয় এখন আর নেই।"

"এখন ঘুমুচ্ছেন বুঝি?

"দেখছি—" বলিয়া মণিমালিনী উঠানের অপর প্রান্তস্থিত একটি কক্ষে পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিল এবং তখনি আবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ ঘুমুচ্ছেন।"

ঘূর্ণি

"আমি তা হলে এখন যাই—আর একটু পরে আসবো 'খন,—কি বলিস্ ?" বলিয়া বলাই মেয়েটির মুখের দিকে একবার চাহিল।

মণি কেবল ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা।"

বলাই ফিরিতেছিল—হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে ৮।৯ বৎসরের ফুটফুটে মেয়ে খপ করিয়া তার হাতটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া হেলিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল,—"বা—রে এক্ষুনি চলে যাওয়া হচ্ছে বুঝি—তা হবে না বলাই-দা, আজ সেই গল্পটা শেষ ক'রে তবে যেতে হবে—সে দিন কি ব'লে পালিয়েছিলে মনে নেই—হুঁ, আমার সঙ্গে চালাকি ?"

তার দেখাদেখি কোথা হইতে আর একটি ছোট মেয়ে আসিয়া বলাইয়ের আর একটি হাত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া টানটানি করিতে সুরু করিয়া দিল। এবং তার মেজদিদির সুরে সুর মিলাইয়া বকিতে আরম্ভ করিল, "গল্প না ব'লে আজ কিছুতেই যেতে পারছ না, বলাই-দা, - আমরা কিছুতেই ছাড়বো না ত !"

ইতিমধ্যে মণিমালিনী রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া উনান ধরাইতে বসিয়া গিয়াছিল ; সেইদিক পানে একবারমাত্র চকিতের মত চাহিয়া লইয়া বলাই বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে রে বাপু—তোরা যে দেখ্‌ছি পাগল ক'রে ছাড়্‌বি আমাকে,— চ' ঐ দাওয়ার ওপর বসিগে— ছেড়েদে, ভয় নেই—পালাবো না—কি মুস্কিল !"

দাওয়ার উপর আসিয়া একটা বাঁশের খোঁটা ঠেস দিয়া বসিয়া বলাই অসম্পূর্ণ গল্পটার খেই ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল—হঠাৎ পাশের ঘর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে কে ডাকিল, "ম-ণি !"

ঘূর্ণি

"এই যা-ই মা!" বলিয়া মণি শশব্যস্তে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বলাইয়ের আর গল্প বলা হইল না, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আর একদিন হবে অথন বুঝ্‌লি।" এবং কথাটা শেষ করিয়াই সে রোগিণীর কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল।

একটা ভাঙ্গা তক্তাপোষের উপর মলিন শয্যায় একটি প্রৌঢ়া বিধবা নীরবে শুইয়াছিলেন এবং শিয়রে বসিয়া মণি তাঁর কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। বলাই পা টিপিয়া টিপিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যার নিকট দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে এবং সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল—"কাকিমা!"

নির্মীলিত চক্ষু দুটি অতি কষ্টে একবার খুলিয়া রোগিণী বলিল, "কে-ও ব-লা-ই?—আয় বা-বা আয়!"

বলাই তক্তাপোষের এককোণে সাবধানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "এখন কেমন আছেন, কাকিমা?"

অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে রোগিণী বলিল, "আমাদের আর থাকা থাকি কি বাবা—"

এই অপ্রীতিকর কথাটাকে সমাপ্ত করিতে না দিয়া বলাই বলিল, "এবার সেরে উঠে চলুন পুরী ঘুরে আসি—তীর্থকে তীর্থও হবে, হাওয়া বদ্‌লানোকে হাওয়া বদ্‌লানোও হবে—কি বলেন কাকিমা?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই নিজেই আবার আরম্ভ করিল, "ওঃ সুমুদ্দুর যা দেখতে কাকিমা... সে কি রে বাবা!" এই অবধি বলিয়াই বলাই হঠাৎ একবার আড়ভাবে

তক্তাপোষের অপর প্রান্তে উপবিষ্টা মণিমালিনীর দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার মুখে বিশেষ কোন' আগ্রহের লক্ষণ না দেখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত দমিয়া গেল এবং সমুদ্র বর্ণনার জের বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "তুমি কখন' পুরী যাওনি, কাকিমা ?"

"কবে আর গেলুম বাবা!" বলিয়া রোগিণী ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল।

কথা ঠিক যেন জমিতেছিল না, তথাপি বলাই আবার বলিল, "যেতে ইচ্ছে করে না, কাকিমা ?"

"তা আর ইচ্ছে করে না ?—কিন্তু কে নিয়ে যাবে, বাবা ?"

অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলাই বলিল, "এবার তুমি সেরে ওঠো—আমি তোমাদের নিয়ে যাবো, কাকিমা।"

কথাটা শেষ করিয়া বলাই আর একবার তক্তাপোষের অপর প্রান্তে উপবিষ্টা মেয়েটির মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু এবারও সে মুখে কোনরূপ আগ্রহের চিহ্ন দেখা গেল না!

রোগিণী কেবল ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তোর কাকিমাকে তুই বড্ড ভাল বাসিস্ নয় রে, পাগ্‌লা ?" সঙ্গে সঙ্গে দুটি ফোটা অশ্রু রোগিণীর শীর্ণ গণ্ডস্থল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বলাইয়ের কিন্তু কিছুই ভাল লাগিতেছিল না,—সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বিনা-ভূমিকায় বলিয়া উঠিল, "আজ তা হলে উঠি, কাকিমা,—আবার আস্‌বো অথন।" কথাটা শেষ করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘূর্ণি

মণিমালিনীর পিতা ৺রাখালদাস গঙ্গোর সহিত বলাইয়ের পিতার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। রাখালদাস ছিলেন বয়সে ছোট। বলাইয়ের পিতা তাঁকে নিজের ছোট ভাইএর মতই দেখিতেন। রাখালদাসের সাংসারিক অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না— কোন' রকমে দিন-আনা-দিন-খাওয়া-গোছের; অথচ উপরি উপরি ৪টি মেয়ে একে একে আসিয়া দেখা দিল। এমনি ধারাটা যখন চারিদিকের হাল চাল, সেই সময় হঠাৎ একদিন ব্রাহ্মণ জ্বরে পড়িল এবং সে জ্বর সারিল না। এ যখনকার কথা বলিতেছি মণির বয়স তখন ৭ কি ৮ বৎসর এবং বলাইয়ের বড় জোর ১৪ কি ১৫। রাখালদাসের মৃত্যুতে মণিদের সংসার একেবারে অচল হইয়া উঠিল।

বলাইয়ের বাপ দেখিয়া শুনিয়া এই সংসারের সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং তদবধি আজ পর্য্যন্ত মণিদের সংসারের সমস্ত খরচপত্র বলাইয়ের পিতা এবং তাঁর অবর্ত্তমানে বলাই নিজেই চালাইয়া আসিতেছে।

বলাইয়ের গর্ভধারিণী ইতিপূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, কাজেই বাড়ীর উপর তার তত বেশী টান ছিল না—সে অধিকাংশ সময় মণিদের বাড়ীতেই কাটাইয়া দিত এবং মণিকে একদণ্ড না দেখিলে সে থাকিতে পারিত না। এমনি করিয়া এই দুটি বালক-বালিকা একই সঙ্গে একই ভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বলাইয়ের বাপ একদিন এমন কথাও তুলিয়াছিলেন যে, মণির সহিত তিনি বলাইয়ের বিবাহ দিবেন এবং এই ভাবে এই দুটি সংসারের প্রীতি-

বন্ধনটাকে তিনি চিরস্থায়ী করিয়া যাইবেন। পাড়ার সকলে—বিশেষ করিয়া বলাইয়ের কাকা কিন্তু নানা কারণে ইহাতে মোটেই রাজী ছিল না। বলাইয়ের বাপ কিন্তু তাঁহার ভাইয়ের ওজর আপত্তিতে তত বেশী কান দেন নাই এবং মণির মার সম্মতির জন্যই তিনি কেবল অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্মতিও আসিল, কিন্তু তথাপি সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। বলাইয়ের বাপ নিজে জ্যোতিষ শাস্ত্রটা সামান্য জানিতেন এবং সামান্য জানিতেন বলিয়াই বোধ হয় ইহার ফলাফল সম্বন্ধে তাঁর গভীর বিশ্বাসও ছিল। বলাইয়ের বাপ মণির এবং বলাইয়ের কোষ্ঠী লইয়া বসিয়া গেলেন দেখা গেল সাংঘাতিক অমিল। শিরোমণি ঠাকুরকে তৎক্ষণাৎ ডাক পড়িল—যদিই গণনায় কোথাও ভুল হইয়া থাকে—কিন্তু শিরোমণিও ঐ একই কথা বলিল। বলাইয়ের বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ বিবাহে কি হয়, শিরোমণি মশাই ?”

চশমার পুরু কাচের ভিতর দিয়া আড় চোখে চাহিয়া ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে শিরোমণি উত্তর দিল—“বৎসর না ফিরতেই কন্যা বিধবা হবে, আর কি ?”

বলাইয়ের বাপ ইহার পর হইতে আর এ বিবাহের নাম পর্য্যন্ত করিতেন না এবং মণির জন্য তিনি অন্য পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এ যখনকার কথা বলিতেছি, মণির বয়স তখন সবে দশ কি এগার।

কয়েক মাস পরেই বলাইয়ের বাপের মৃত্যু হইল এবং মণির জন্য পাত্রসন্ধানের চেষ্টাও সেই সঙ্গে শিথিল হইয়া পড়িল।

ঘূর্ণি

বলাই যেদিন শুনিল, তাহার সহিত মণির বিবাহ হইবে না, সেদিন তার মনের মধ্যে এতটুকুও কষ্ট হয় নাই। কেন না, সে বুঝিতেই পারিল না বিবাহ হইলে নূতন করিয়া কি লাভটা হইত। বরং বিবাহের প্রস্তাবটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে মণির সহিত আবার অসঙ্কোচে মিশিবার সুবিধা পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ইহার পর ৩।৪ বৎসর কাটিয়া গেল,—মণির এখনও বিবাহ হয় নাই কিন্তু এই ৩।৪ বৎসরের মধ্যে বলাইয়ের মনটা অনেকখানি বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। হঠাৎ সে এই একটা জিনিস আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে যে, মণির সহিত তাহার বিবাহ হইলে ভালই হইত এবং তাহা হইলে সে খুব সুখী হইতে পারিত। কিন্তু উপায় নাই এবং উপায় নাই বলিয়াই বলাইয়ের মনের মধ্যে এই সুখের চিত্রটি বড় বেশী রঙিন এবং লোভনীয় হইয়া দেখা দিতে লাগিল। বলাইয়ের মধ্যে এই একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা বরাবরই ছিল যে, সে নিজের ইচ্ছাকে কোন'দিন দমন করিতে পারিত না এবং যে কোন' বিষয়ে যতই বাধা পাইত ততই তার ঝোঁক বাড়িয়া যাইত এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কৃতকার্য্য না হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত দিনরাত ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকত। বলাইয়ের বাপও জেদী মানুষ ছিলেন; বলাইয়ের জেদ কিন্তু বাপের জেদকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল এবং তার বুদ্ধিশুদ্ধিও বাপের চেয়ে মোটা এবং ভোঁতা গোছের ছিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় মণি বলাইদের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। তাহাকে একলা পাইয়া বলাই হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমাকে তুই বিয়ে করবি কি না বল মণি।" মণি ত অবাক্।

বলাই আবার বলিল, "কাকিমা না রাজী হন্, না-ই হবেন—আমরা কলকাতায় গিয়ে বিয়ে ক'রে আস্‌বো, কি বলিস্। ভারি ত, না হয় একবছর পরে ম'রে যাবো— তাই ব'লে ভয়ে—"

সেদিন সত্যসত্যই মণি ভয় পাইয়াছিল এবং সারারাত ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটোকে একবারে রাঙ্গা করিয়া ফেলিয়াছিল।

পরদিন বলাই যখন মণিদের বাড়ীতে গেল তখন দেখিল, এই একদিনকার একটি কথা মণিকে অনেকখানি বদ্‌লাইয়া দিয়াছে।

সে ডাকিল—"মণি!"

মণি অন্যদিকে চাহিয়াই উত্তর দিল—কি ?"

"তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।"

মণি গম্ভীর গলায় উত্তর দিল "আমার শোনা-র সময় নেই।"

বলাই কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে আশা করিয়াছিল মণি তার কথামতই উঠিবে, বসিবে এবং সে যদি তাকে বিবাহ করিতে চায় তাহা হইলে এই মেয়েটি অসাধ্যসাধন করিতে পর্য্যন্ত রাজী হইবে। আজ হঠাৎ সে দমিয়া গেল এবং কি ভাবিয়া মণিদের বাড়ীতে আসা-যাওয়াটা অনেক পরিমাণে কমাইয়া দিল। তারপর হঠাৎ একদিন কি মনে করিয়া সে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল এবং দুনিয়া ভুলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে রদ্দা খাইয়া খাইয়া গর্দ্দানা তৈরী করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।—আজ কয়দিন হইল সে দেশে ফিরিয়াছে।

১৪

সন্ধ্যা আসন্ন। বৈঠকখানা গৃহে তক্তাপোষের উপর একটা তাকিয়া বুকের মধ্যে ঠাসিয়া ধরিয়া বলাইয়ের কাকা বলরাম অন্ধকার ঘরে অলসভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ কি মনে করিয়া ডাক দিল, "বাহিরে কে আছিস রে?" কেহ সাড়া দিল না।

এবার একটু বিরক্ত হইয়া বলরাম ডাক দিল—"যেদো!" তবুও সাড়া নাই।

হঠাৎ অকারণ চটিয়া উঠিয়া বলরাম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং অত্যন্ত কর্কশকণ্ঠে যেদোর চোদ্দপুরুষ তুলিয়া গাল পাড়িতে লাগিল।

যেদো ছিল বাবুর খাস-খানসামা—তার কাজ ছিল সর্ব্বদা বাবুর কাছে কাছে থাকা এবং ডাক দিলেই সুমুখে গিয়া হুজুর বলিয়া হাজির হওয়া। সে এই অল্পক্ষণ হইল, মালীর ঘরে এক ছিলিম গঞ্জিকা সেবনের জন্য গিয়াছিল, হঠাৎ তার ছোট ছেলেটা হাঁফাইতে হাঁফাইতে গিয়া খবর দিল—কর্ত্তাবাবু ইত্যাদি ইত্যাদি।

গঞ্জিকার নেশা ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া উঠিল। একছুটে যেদো হাতজোড় করিয়া আসিয়া বাবুর সুমুখে হনুমানটির মত দাঁড়াইল এবং গণ্ডদেশে গোটা চারেক বিরাসি সিক্কা ওজনের চড় বেমালুম হজম করিয়া নির্ব্বিকারভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল——যেন ইহার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল।

একগণ্ডা চড় বেমালুম হজম করার পরও যেদো হাতজোড় করিয়া বলিল—"অশ্বিনীকে ডেকে নিয়ে আয়—ছুট্রে যা—দেরী করলে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে ছাড়্‌বো।"

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেদো উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল এবং রকের উপর হইতে একলম্ফে বাগানে গিয়া পড়িয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

বলরাম আবার তক্তাপোষের উপর আসিয়া বসিল এবং পূর্ব্বের মতই তাকিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিল।

বেহারা আসিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল। বাহিরের পদশব্দ শুনা গেল।

"কে-ও অশ্বিনী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিতে বলিতে একটি পাত্‌লা ছিপছিপে ছোক্‌রা গোছের লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

"কাছে আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

অশ্বিনী নিকটে আসিয়া বসিল।

"আঃ, আরো কাছে আয়।"

আরো কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া অশ্বিনী বলিল—"বলুন না, আমি ত আর কালা নই মশাই।"

"না তুই যে কালা নস্, তা বিলক্ষণ জানি, এখন আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে একবার দেখে আয় দেখি—কেউ এখানে নেই ত!"

অশ্বিনী পা টিপিয়া টিপিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং তখুনি আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"না কেউ নেই,—কেবল যেদো দেয়াল ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছে।"

"তাকে বলে দে—শিরোমণি ঠাকুরকে একবার ডেকে আনুক।"

অশ্বিনী এবার হাসিয়া বলিল অর্থাৎ যাতে এক ঘণ্টার এদিকে আর না ফির্‌তে পারে—কি বলেন!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।—তুই এখন যা বলি তাই কর ত।"

যেদোকে শিরোমণির উদ্দেশে পাঠাইয়া দিয়া অশ্বিনী আসিয়া বলরামের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল এবং তার ধূর্ত্ততীক্ষ্ণ চক্ষুদুটোর দৃষ্টি বলরামের চিন্তাকুল মুখখানার উপর বারেক ন্যস্ত করিয়াই বলিল—"ব্যাপার কি বলুন ত?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা ঢোক গিলিয়া এবং একবার দরজার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া লইয়া বলরাম গলাটাকে যথাসম্ভব নামাইয়া লইয়া বলিল—"রাখালদাসের বড় মেয়েটাকে দেখেছিস্?"

"রাখালদাস টাখালদাস জানি না—তবে আপনাদের ঐ ষষ্ঠীতলার ঘাটে একটা ১৫।১৬ বছরের ছুঁড়ী রোজ সন্ধ্যের সময় জল নিতে যায় বটে।"

"খুব ফরসা রং ত?"

হ্যাঁ, রংটা খুব ফরসাই বটে—আর গড়নপেটনও বেশ আঁট-সাঁট,—বাঁ-দিকের গালে একটা আঁচিল আছে বোধ হয়—কেমন?"

"ঠিক ধরিছিস্ তুই"।—তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ গলাটাকে নামাইয়া কাণের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া বলরাম বলিল, "সুবিধে করতে পারবি?"

"তা কি আর না পারা যায়—তবে ঐ বলাইটা যে একবারে কাঠ-গোঁয়ার—ওটাকে যে ভয় করে! শেষকালে—পৈতৃক প্রাণটা খোয়াবো, মশাই।"

"পারবি নি তা হলে বল্!"

"পারবো না কেন? তবে কি জানেন, জীবনমরণের ব্যাপার—রূপচাঁদটা একটু—বুঝলেন কিনা!—সেবার বেণেদের মেয়েটাকে বার করতে গিয়ে ছটি মাস হাঁসপাতাল বাস—মনে আছে ত,—কিন্তু টাকার বেলায়—"

মধ্যপথে হঠাৎ বাধা দিয়া বলরাম বলিল, "না না, এবার আর তা হবে না—কেন বাজে ব'কে মরছিস্—বলছিলুম কি জানিস্—মেয়েটাকে নিয়ে পালানো টালানো হবে না—তা হলে জানাজানি হয়ে যাবে। এবার একটা নূতন ফন্দি বা'র করেছি—বেশ সহজে কাজ হাঁসিল হবে।"

গম্ভীরভাবে অশ্বিনী বলিল—"কি ফন্দিটা আবিষ্কার করিলেন, শুনি।"

ডিবে হইতে একটা পান মুখে পূরিয়া এবং আর একটা পান অশ্বিনীকে দিয়া বলরাম বলিল, "আমাদের উদ্দেশ্য ত মেয়েটাকে দিনকতক—"

"তা সে আমি কি ক'রে জানব বলুন—এমনও ত হতে পারে যে আপনি তাকে ঠাকুরঘরে বসিয়ে রোজ পূজো করবেন।"

বিরক্তভাবে বলরাম বলিয়া উঠিল—"ছ্যাখ, সব সময় তোর ঐ ন্যাকামী ভাল লাগে না—যা বলি তাই শুনে যা—তোর কোন' কথা বলবার দরকার নেই।"

"বেশ তাই হবে—ব'লে যান তবে।"

একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া বলরাম বলিল—"বলছিলুম কি জানিস—মেয়েটাকে হাতে পাওয়া নিয়ে বিষয়—তা এক কাজ করলে হয় না!—কিন্তু তুই কি রাজি হ'বি?"

"শেষ অবধি শুনিই ত, তার পর রাজি হওয়া না হওয়া সে পরের কথা।"

আর একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া বলরাম বলিল—"আসল কথা কি জানিস,—যেন তেন প্রকারেন একবার যদি আমরা প্রমাণ ক'রে দিতে পারি যে মেয়েটার স্বভাবচরিত্র ভাল নয়, তাহলে মেয়েটাকে সমাজ থেকে তাড়াতে বেশী দেরী হবে না, আর আমরাই ত সমাজের মাথা, সে কাজের ভার তখন ত আমাদেরি হাতে এসে পড়বে—কি বলিস্।"

"তা না হয় এসে পড়ল, আর আপনারাও না হয় তাকে সমাজ থেকে তাড়িয়েই দিলেন—কিন্তু তার পর?"

"তার পর আর কি ?—বেওয়ারিস মাল বই ত নয়—যে পায় তারি।"

"কিন্তু তার চরিত্র যে খারাপ এটা প্রমাণ হবে কি দিয়ে শুনি ?"

অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিতে গিয়া হঠাৎ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলরাম বলিল, "আর একবার বাইরেটা দেখে এসে বল দেখি।"

অশ্বিনী বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিয়া বলিল—"না কেউ নেই—বলুন।"

"বল্‌ছিলুম কি জানিস্—তোকেই সে কাজের ভার নিতে হবে।"

অশ্বিনী কি বলিতে যাইতেছিল—তাহাকে বাধা দিয়া বলরাম বলিল—"আমার কথা আগে শেষ কর্‌তেই দে না ছাই—তার পর তোর বক্তব্য বলিস্ অখন্।—বলছিলুম কি—কাজটা তোর পক্ষে তত শক্ত হবে না—তবে চির কালের জন্য বদ্‌নাম কিনতে হবে—সেই যা।"

"খুলে বলুন কর্ত্তা, খুলে বলুন—গৌরচন্দ্রিকায় কাজ নেই।"—বলিয়া অশ্বিনী একটা বিড়ি ধড়াইল।

"তোকে করতে হবে কি জানিস্ ?—সন্ধ্যের সময় মেয়েটা রোজ ঘাটে যায় লক্ষ্য করেছিস্ ত !—সেই সময় চুপি চুপি গিয়ে, ষষ্ঠী-তলার বাঁশঝাড়টা আছে না—তারি আড়ালে গিয়ে লুকুতে হবে। তারপর যাঁহাতক সেইখান দিয়ে ভিজে কাপড়ে যেতে যাওয়া অমনি কপ করে না মুখটা টিপে ধরে ঝোপের ভেতর নিয়ে গিয়ে

ফেলা। ও দিকে ঠিক ক'রে রাখবো, নকুড় আর বদ্যিনাথ কাছেই কোথাও লুকিয়ে বসে থাকবে—ঐ কাণ্ড হওয়া কি, অমনি তারা দুদিক থেকে গিয়ে তোকে ধরে ফেলে মারতে শুরু করে দেবে, আর চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় কর্‌তে থাকবে। তুই মাটির সঙ্গে মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকবি, যেন মুখ দেখাতে লজ্জায় একবারে মরে যাচ্ছিস্—এমনি ভাবটা। আমরাও প্রস্তুত থাক্‌ব, চীৎকার শুনেই সদল-বলে ছুটে গিয়ে পড়ব। আর তার পর তোকে জেরার ওপর জেরা করা হবে—তুই কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবি না। তার পর অনেক মারধোর করবার পর শেষকালে স্বীকার করবি—মাসখানেক ধ'রে তোরা রোজ ঐ ঝোপের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে আসছিস্, আর ন্যাকামী করে এ কথাও বলবি যে তোরা কেবল দেখাসাক্ষাৎই করিস—আর কিচ্ছু না, তা হলে রগড়টা বাধবে ভালো—কি বলিস্?"

"কিন্তু তার পর!"

তার পর নকুড় আর বদ্যিনাথকে ডেকে জিজ্ঞেসা করা হবে—"তারা কি কি দেখেছে।"

"তারা কি বলবে শুনি?"

"তারা বলবে, আমরা ষষ্ঠীতলার ধার দিয়ে বাড়ী ফিরছিলুম—হঠাৎ দূর থেকে দেখতে পেলুম, দুজন লোক অন্ধকারে যেন বনের ভিতর ঢুকে গেল—তার মধ্যে একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক। ভারি সন্দেহ হোলো—দুজনে ঠিক করলুম—ব্যাপারটা একটু দেখতে হবে—।"

এই অবধি বলিয়া বলরাম হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিল--"তুই সব শুনছিস্ ত রে?"

"বলুন না—আমি বেশ শুনছি।"

"তবে হুঁ-হাঁ দিচ্ছিস্ না যে বড়?—কাজটা পছন্দসই হচ্ছে না বুঝি—য়্যাঁ?"

"আপনি আপনার বক্তব্য আগে শেষ করুন ত মশাই।—নিন্ বলে যান্।"

একটু দমিয়া গিয়া বলরাম বলিল—"তারপর আর কি—ওদের ভারী কৌতূহল হয়, তারপর বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে যা দেখেছে তা মেয়েটার আর সমাজে ঠাঁই নাই ইত্যাদি।"

"মোট কথা গোলমালে ব্যাপারটাকে দশচক্রে ভগবান ভূত গোছের করে তোলা কেমন ত?"

"ঠিক তাই—কেন ফন্দিটা কি নেহাৎ মন্দ!"

"না মন্দ হতে যাবে কেন—বরং বেশ ভালই—তবে সেটা আপনার কাছে; কেন না মার খাওয়া, জেলে যাওয়া বদনাম কুড়োনো—এ সবই আমার ওপর দিয়ে যাবে আর মহাশয় দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে—"

"আর মার খাবি ত নকুড় আর ব'দের হাতে।"

"আর বাদ বাকী লোকে বুঝি গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে?"

"আহা বদে আর নকুড়কে সেখান থাকবে—তারা লোকজন জড় হবার আগেই মার শেষ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে তখন, তারপর লোকজন এসে পড়লে বলবে, 'আর মেরে কাজ নেই,

আমরা দুজনে যা দিয়েছি—ব্যাটা আধমরা হয়ে গেছে।' তুইও এমন ভাবে কথা কইবি যেন আর পারছিস্ না—দম্ বেরিয়ে গেল ব'লে।"

"আচ্ছা তাও না হয় হোলা—কিন্তু পুলিস্?"

"পুলিশের ভয় তোর এততেও ভাঙ্গ্‌ল না রে, গাড়ল, সেবার বেনেদের মেয়েটাকে বার করে ক'দিন গারদে পচেছিলি রে নেমকহারাম?"

মাথা চুল্‌কাইয়া অশ্বিনী বলিল, "হাঁ তা বটে—তা যাক—এখন তাহলে দেনাপাওনার কথাটা শেষ করে ফেলা যাক্—কি বলেন?"

এমন সময় হঠাৎ বাহিরে কাহার পদ শব্দ শোনা গেল। বলরাম বলিল, "চুপ, চুপ, শিরোমণি আসছে বোধ হয়—বাদ বাকী কথা কাল হবে অখন"।

১৫

মণি ছেলেবেলা হইতেই বলাইকে অত্যন্ত ভালবাসিত—যদিও তখন পর্য্যন্ত সে ভালবাসা বিশেষ কোন' একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ ধরিতে পারে নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মণির এই ভালবাসা দিন দিন বাড়িতেই চলিল কিন্তু একদিন সে হঠাৎ টের পাইল যে বলাইয়ের সহিত তার বিবাহ হইতে পারে না এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে সেটা একেবারে বাঞ্ছনীয় নয়।

তারপর কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল! মণি এখন সকল জিনিস বুঝিতে শিখিয়াছে এটাও বেশ বুঝিতে পারিল যে তার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া গেল।

বলাইয়ের জন্য সে কোন'দিন চিন্তিত হইয়া উঠে নাই। কেন না তার ধারণা ছিল, দুনিয়ার কোন' জিনিসই বেশীক্ষণের জন্য এই সাদাসিধে সরল প্রকৃতির ভোলামহেশ্বরটির চিত্ত অধিকার করিতে পারে না এবং কোন' জিনিস লইয়াই সে বেশীক্ষণ মাথা ঘামায় না। কিন্তু যে দিন তাহাকে একলা পাইয়া বলাই তার হাতদুটো চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"চ' মণি আমরা কল্‌কাতায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে ক'রে

আসি—না হয় একবছর পরে ম'রে যাবো—তাই ব'লে ইত্যাদি” সেদিন রাত্রে বিছানায় পড়িয়া মণি সারারাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু রাঙ্গা করিয়া ফেলিল এবং নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া বলাইয়ের জন্য ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত বেশী চিন্তিত হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায়ই বা কি? মণি মনে মনে স্থির করিল - সে বলাইকে এমন ভাব দেখাইবে যাহাতে তাহার উপর বলাইয়ের বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়, কাজেও সে তাহাই করিতে লাগিল এবং তাহারি ফলে বলাই হঠাৎ সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু বেশী দিন সে বাহিরে থাকিতে পারিল না—হঠাৎ একদিন কি মনে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং মনে মনে ইহাও ভাবিল যে হয়ত বা তার এই এতদিনের অনুপস্থিতি তাকে মণির কাছে পূর্ব্বাপেক্ষা খানিকটা প্রিয়তর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মনে মনে সে যাহাই আশা করুক না কেন—বাড়ী ফিরিয়া সে মণির ব্যবহারের মধ্যে কোন' পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য করিতে পারিল না।

মণি বলাইয়ের সঙ্গে মুখে যতই অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল—ভিতরে ভিতরে ততই মন তার একবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

*   *   *

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পারুল আপনার শয়নকক্ষের বাতায়নের ধারে বাহিরের দিকে চোখ রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—“ছোট কাকিমা!”

"কেও বলাই?—এই যাই।" বলিয়া পারুল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং দাওয়ার উপর একটা মাদুর বিছাইয়া দিল।

আজ কিছু দিন হইল পারুলের সহিত বলাইয়ের আলাপ হইয়া গিয়াছে। এ আলাপের মাঝখানে ছিলেন পারুলের বড়-সতীন। পারুলের সহিত এই ক'টা দিন মাত্র মিশিয়াই বলাই খানিকটা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এই বুদ্ধিমতী মেয়েটির সহিত সে যতই বেশী করিয়া পরিচিত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই সে এই একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে লাগিল যে, যে সব সামাজিক নিয়মপদ্ধতিকে সে কেবল ভাল লাগে না বলিয়াই এতদিন ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে সেই সব সামাজিক নিয়মগুলিকে তার এই তরুণী কাকিমাটি যুক্তির দ্বারা বিচারের দ্বারা অতি চমৎকার ভাবে খণ্ডন করিয়া দিতে পারে এবং সেই অব্যর্থ যুক্তি এবং তর্কের কাছে সমাজ-কর্ত্তাদের বাঁধা বোল বলাইয়ের নিকট একেবারেই প্রলাপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যে সব জিনিস বলাই এতদিন ধরিয়া চাহিত, অথচ কেন চাহিত তাহা জানিত না, পারুলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সে সেই সকল 'কেনর' উত্তর অতি সহজেই পাইয়া গেল এবং এই তরুণী কাকীমাটির নিকট তার মাথা আপনা হইতেই শ্রদ্ধায় নত হইয়া গেল।

বলাই যেন নূতন একটা কিছুর সন্ধান পাইয়া গিয়াছে এবং পারুলের সহিত মিশিয়া সে জীবনে প্রথমবার টের পাইল যে তার মনের ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তিগুলো এতদিন ধরিয়া যে পথে চলিতেছিল

সে পথ কুপথ ত নয়ই—অপথও নয়। না বুঝিয়া অন্ধভাবে সে এতদিন যে সকল কাজ করিয়া আসিতেছিল এবং অন্ধভাবে করিতেছিল বলিয়াই যে সব জিনিসের ভাল মন্দ কোন রূপই সে এতদিন পর্য্যন্ত চোখে দেখিতে পায় নাই, পারুলের যুক্তি এবং জ্ঞানের আলোকপাতে সে তাহাদের স্বরূপ দেখিতে পাইয়া একটা নূতন আনন্দের নেশায় একবারে বিভোর হইয়া পড়িল এবং পারুলের উপর শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মাদুরের উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলাই বলিল—"হ্যাঁ-গা ছোট কাকিমা, কাকাবাবুকে আজ ক'দিন থেকে দেখছি না যে বড়!"

দাওয়ার একপাশে মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া পারুল বলিল—"আজ তিন চার দিন হোলো বাইরে গেছেন।"

"ওঃ তাই বলি!" তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—"আচ্ছা, ছোটকাকিমা, একজন পুরুষ মানুষ তিন চারটে বিয়ে করে কি করে?"

একটু হাসিয়া পারুল বলিল—"সে কথা পুরুষমানুষে বলতে পারে। আমি কি ক'রে ব'লব বল!"

"আমার কিন্তু এত বিচ্ছিরি লাগে কাকিমা!" পারুল কিন্তু একথার উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া বলাই আবার বলিল—"আচ্ছা, ছোট কাকিমা, কুলীনের সঙ্গে কুলীন না হ'লে যে বিয়ে হয় না, এটা কি ভাল?"

একটু হাসিয়া পারুল বলিল—"তোমার কি মনে হয়?"

"আমার ত মনে হয়, এটা ভারি অন্যায়—সকলেই বামুন ত—কুলীন হ'লেই বুঝি পীর হয়ে গেলেন।"

গম্ভীর গলায় পারুল বলিয়া উঠিল—"নয়-ইত!"

"তবে কেন ও রকম নিয়ম হোলো?"

একটু ভাবিয়া পারুল উত্তর দিল—"কি জান বলাই, যে সময় কৌলীন্যপ্রথা প্রথম প্রচলিত হয় তখন হয়ত কুলীনেরা সাধারণ ব্রাহ্মণের চেয়ে সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিল। অন্ততঃ তখনকার রাজারা তাদের শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করেছিল আর কেতাবেও পাওয়া যায় ন'টা গুণ না থাকলে কেউ তখন কুলীন হতে পারতো না। সে সময় হয় ত কুলীনের সঙ্গে কুলীনের বিবাহের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু আজকাল তার কোনই অর্থই নেই—একটা শুক্নো নিরর্থক প্রথা মাত্র। এখন কুলীন আর সাধারণ ব্রাহ্মণে কোন' তফাৎ আছে কি?"

উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বলাই বলিল, "বরং কুলীনগুলোই আজ-কাল বেশী পাজি;—না, হাসি নয়—সত্যি সত্যি কাকি-মা! —এ আমি খুব ভাল ক'রে জানি।"

এ কথার জবাবে পারুল কেবল একটা কাষ্ঠহাসি হাসিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলাই আবার, বলিল—"আচ্ছা, ছোট—কাকিমা, তুমি কুষ্টি মান'?"

"তা একটু একটু মানি বই কি।"

এ কথাটা বলাইয়ের আদবেই ভাল লাগিল না। সে মনে মনে অত্যন্ত দমিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ

বলিয়া উঠিল—“তুমি কুষ্টি দেখ্‌তেও জান’নাকি কাকি-মা?” কথাটা বলাই এমনই অথথা আগ্রহের সহিত বলিয়া ফেলিল যে সেটা তার নিজের কাছে কেমন যেন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

একটু অবাক হইয়া গিয়া বলাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া পারুল বলিল—“কেন বল দেখি?”

নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইবার জন্য বলাই বলিল—“না:— দেখছিলুম তুমি কত রকম বিদ্যে জান’—।”

পারুলের বড়-সতীন ঘাট হইতে ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিয়া উঠানে পা দিয়াই বলিয়া উঠিলেন—“কে-ও বলাই বুঝি, তাই বলি, আজ সন্ধ্যের সময় বাড়ীতে একটা আলোও পড়্‌ল না কেন! যেমন ছোট বৌ তেমনি তুই, গল্প পেলে তোরা আর কিচ্ছু চাস্‌ না— নয় রে?”

বলাই চেঁচাইয়া উঠিল—“আলোর আবার কি দরকার?— আমিই ত ঘর আলো ক’রে ব’সে আছি, কাকি-মা।”

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন—“তা বটে—আমার ভুল হয়ে গেছে।”

সেদিন অনেকরাত পর্য্যন্ত গল্প-গুজব করিয়া বলাই বাড়ী ফিরিয়া গেলে পর পারুল আপনার শয়নকক্ষের বাতায়নের ধারে আবার আসিয়া বসিল। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া যেন নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া থমথম করিতেছে; মাঝে মাঝে কেবল জোনাকিগুলো চিক্‌ চিক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে—

নিভিতেছে। নিস্তব্ধ! ভয়ানক নিস্তব্ধ! পারুলের আজ, কেন কে জানে হঠাৎ মহিমের কথা মনে পড়িয়া গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া পারুল উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাকের উপর হইতে দোয়াতকলম এবং কাগজ পাড়িয়া মহিমকে চিঠি লিখিতে বসিল।

তিন চারবার কাগজ বদলাইয়া অবশেষে অনেক কষ্টে সে চিঠি লেখা শেষ করিল। তারপর চিঠিখানা সে অনেকবার করিয়া পড়িল এবং শেষকালে কি মনে করিয়া কুচি-কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া জান্‌লা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া প্রদীপটাকে ফুঁ দিয়া নিভাইয়া অন্ধকারে শয্যার উপর আসিয়া শুইয়া পড়িল।

১৬

অগ্রহায়ণ মাস। সবে-মাত্র ফরসা হইয়াছে। রাত্রে হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই গাছপালা মাঠ ঘাট সব ভিজে-ভিজে এবং ভোর-বেলাকার বাতাসটার মধ্যে বেশ একটু শৈত্য অনুভূত হইতেছিল।

সকালসকাল উঠিয়া পারুল তার বড়-সতীনের পূজার জন্য বাড়ীর পাশের পোড়ো জঙ্গলটা হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিতেছিল—হঠাৎ দেখে, একটা টাপ্পর'য়ালা গোরুর গাড়ী তাদের সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া থামিয়া গেল। পরক্ষণেই তাহার ভিতর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া বলাই হাঁকিয়া উঠিল—"কাকিমা কোথায় গা!" তার পর হঠাৎ দূর হইতে গাছের ফাঁক দিয়া পারুলকে দেখিতে পাইয়া বাড়ীর দিকে না গিয়া সেই দিক পানেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

পারুলের কাছে আসিয়া বলাই বলিল, "যাক্, তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল ছোট কাকিমা।" কথাটা শেষ করিয়াই সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং পায়ে হাত ঠেকাইয়া

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আশীর্ব্বাদ কর' ছোট-কাকিমা, যেন জিতে আসতে পারি।"

অবাক হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া পারুল বলিল—"সে আবার কি ?"

একটু হাসিয়া বলাই বলিল—"জুড়ি লড়তে যাচ্ছি যে,—তা জান না বুঝি ?"

পারুল আবার বলিল—"জুড়ি লড়া আবার কি ?" হো হো করিয়া হাসিয়া বলাই বলিল—"কুস্তি গো কুস্তি—এইবার বুঝলে ?"

"তা কতদূরে যাচ্ছ শুনি !"

"গয়ায়।"—বলিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া বলাই জিজ্ঞাসা করিল—"কাকিমা ঘরে আছেন ত ?"

"না দিদি বোধ হয় ঘাটে গেছেন—তা কতদিনে ফিরছ ?"

"বেশী দিন নয়—বড় জোর তিন চার দিন লাগবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পারুল বলিল, "কুস্তি ত লড়তে যাচ্ছ, কিন্তু হাত-পা যদি ভাঙ্গে, তখন ?"

একটা গর্ব্বের হাসি হাসিয়া বলাই বলিল—"হাত পা ভাঙ্গলেই হোলো কিনা !—একি তোমাদের হাত-পা—যে একটুতেই ভেঙ্গে যাবে !" বলিয়া বলাই নিজের লম্বাচওড়া হাতখানা পারুলের চোখের সমুখে মেলিয়া ধরিল।

এই সময় গাছের ফাঁক দিয়া দেখা গেল, পারুলের বড় সতীন কলসী কাঁখে ঘাট হইতে ফিরিতেছেন। পারুল বলিয়া উঠিল—"ঐ দিদি আসছে।"

সেই দিকপানে বারেক চাহিয়াই বলাই বলিল—"আর তা হ'লে দেরী করব না—কাকিমাকে একটা নমস্কার করে ঝপ্ করে চলে যাই—ওদিকে সময়ও আর নেই—১০টা ৪৫ এর ট্রেণ—এ দিকে ইষ্টিসানে পৌঁছুতেই কম-সে-কম ৪টি ঘণ্টা লাগবে—চল্লুম তা হ'লে ছোট কাকিমা।" বলিয়া বলাই হন্ হন্ করিয়া আগাইয়া গেল এবং পথের মাঝখানেই অন্নপূর্ণার পায়ের ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"গয়া যাচ্ছি কাকিমা!"

"হঠাৎ গদাধরের পাদপদ্মে এত ভক্তি যে!"

হাসিয়া উঠিয়া বলাই বলিল—"তীর্থ কর্‌তে যাচ্ছি না কাকিমা—যাচ্ছি কুস্তি লড়্‌তে।"

"কার সঙ্গে রে?"

অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বলাই বলিল, "সে এক মস্ত বড় পালোয়ান কাকিমা, তার শরীরের ওজন কত জান?—৪॥০ মন।"

তার সঙ্গে তুই যাবি কুস্তি লড়তে?—ওরে অমন কাজ করিস্ নি।—শেষ কালে—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ ছাউনীর ভিতর হইতে কে একজন উঁকি মারিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"আর দেরী করবেন না দাদাবাবু,—গাড়ী ধরতে হবে—সে হুঁস্ আছে?"

"চল্লুম কাকিমা, গদাটা বেজায় তাড়া লাগাচ্ছে।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলাই দৌড় দিল এবং ছুটিতে ছুটিতেই বলিতে লাগিল—"আশীর্ব্বাদ কর,' যেন জিতে আসতে পারি কাকিমা!"

ঘূর্ণি

সেই দিনই দুপুর বেলায় বলাইএর কাকা বলরাম আহারান্তে বৈঠকখানা গৃহে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া পান চিবাইতে একটা বাঙ্গলা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন—হঠাৎ জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পুকুরঘাটে বলাইদের সরকার যোগজীবনকে দেখিয়া ডাকিলেন—"কে হে ওখানে ?—যোগজীবন না ?"

যোগজীবন গামছা কাঁধে বিপরীত দিকে মুখ করিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া বিকট শব্দ করিয়া জিভ ছুলিতেছিল, সসম্ভ্রমে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল—"আজ্ঞে আমি যোগজীবন, কিছু দরকার আছে কি ?"

"একবার এদিকে এসত হে !"

যোগজীবন জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল বলরাম বলিলেন, —"বলাই নাকি আজ গয়ায় গেছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ !"

"হঠাৎ ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাথা চুলকাইয়া যোগজীবন বলিল— "জানেন ত তেনার একটা ছেলেমানুষী আছে—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলরাম বলিল—"ওঃ—বাজী লড়তে গেছে বুঝি ?—কি বল্‌ব বল ! কারুর কথা ত শুনবে না— কোন্ দিন শেষকালে বে কায়দায় পড়ে হাতটা পা-টা ভেঙ্গে বসবে ;

—নাঃ—এরা একদিনও একটু নিশ্চিন্তি হ'তে দেবে না দেখ্‌ছি ;—তুই বাঙ্গালীর ছেলে, তোর অত কুস্তি-ফুস্তিতে কাজ কি বাপু !—তোমরা বুঝিয়ে স্থঝিয়ে ধ'রে রাখতে পার না হে ?"

আবার মাথা চুলকাইয়া যোগজীবন বলিল—"জানেন ত খোকা বাবু কি রকম ঝোঁকী মানুষ—যেটা একবার খেয়াল ধরবেন—"।

এবারও কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়া বলরাম বলিল—"তা, ক'দিনের জন্যে গেল !"

"আজ্ঞে—বেশী দিন থাকবেন না—বোধ করি তিন চার দিনের ভেতরেই ফিরে আসছেন।—এই ধরুন না কেন, পর্‌শুদিন বাজী লড়বেন, আর তার পর দিনই রওনা হচ্ছেন—।"

"যাক একটি কাজ কোরো বাপু—ওকে যখন তখন অমন করে ছেড়ে দিও না তোমরা ;—কোন্‌দিন শেষকালে বেঘোরে—" কথাটা শেষ না করিয়াই বলরাম আবার বলিয়া উঠিল—"দাদার আমার ঐ একটি বইত নয়,—আজ যদি দাদা বেঁচে থাক্‌তেন, তা হলে কাউকেই ভাব্‌তে হোতো না, যাক্—ভগবান করুন বেঁচে বর্ত্তে থাক্—তুমি তা হলে যেতে পার এখন—অনেকক্ষণ তেল মেখে রয়েছ—যাও বাবা, চান ক'রে ফেল গে। কি জান' যোগজীবন, স্নেহ সর্ব্বদাই অধোগামী, ও খোঁজ-খবর না নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারে—কিন্তু আমি ত আর তা পারি না—তা যাক্ সে জন্য দুঃখু করে আর কি হবে বল !—তোমরা কিন্তু ওটার দিকে একটু নজর রেখো বাবা। ওত একেই পাগ্‌লা ছেলে বুঝলে কিনা—তা যাও বাবা চান করে ফেল গে—বেলা অনেক হয়েছে।"

ঘূর্ণি

যোগজীবন চলিয়া গেলে পর বলরাম ঘাটের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। জীবছোলা শেষ করিয়া যোগজীবন জলে নামিল, কিন্তু তার গা মোছা আর শেষ হয় না। অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলরাম আপনা আপনি বিড় বিড় করিয়া বলিল—"ব্যাটার-ছেলের রং ত আল্‌কাতরার মতন, এ দিকে গামছা ঘসার দায়ে অস্থির—হু!" প্রায় মিনিট পনের ধরিয়া স্নান করিয়া যোগজীবন অবশেষে উঠিল। বলরামও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

যোগ জীবন স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে বাগান পার হওয়া মাত্রই বলরাম হাঁক দিল—"যেদো!"

"হুজুর!" বলিয়া যাদব চন্দ্র আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

"অশ্বিনী বাবুকে খবর দে।"

"যে-আজ্ঞে!" বলিয়া যেদো চলিয়া গেল।

যেদোকে অশ্বিনীর সন্ধানে পাঠাইয়া দিয়া বলরাম তাকিয়াটাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া খবরের কাগজটার উপর অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ সরকার-মশাই আসিয়া ডাকিল—"বাবু!"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলরাম বলিল—"কেন, কি দরকার?"

"আজ্ঞে ফর্দ্দটা।"

বিরক্তভাবে বলরাম বলিল—"কিসের ফর্দ্দ?"

"আজ্ঞে পর্‌শুদিন কর্ত্তামশায়ের কাজ, ভট্‌চার্য্যি-মশাই ফর্দ্দ করে পাঠিয়েছেন—তাই আপনাকে—"

বলরাম বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল—"তা আমি কি করব?"

"আজ্ঞে একবার দেখে দেবেন কেবল,—তারপর কেনাবেচা সে সব—"

"সকালবেলা কি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে?—দুপুরবেলায় একটু যে বিশ্রাম করব, তারও জো নেই—কি আপদ!"

সরকার মশাই শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল—"তা না হয় অন্য সময় আস্‌ব অখন।"

কিঞ্চিৎ নরম হইয়া বলরাম বলিল—হ্যাঁ তাই এসো!"

সরকার মশাই আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। সে চলিয়া গেলে পর বলরাম জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। দূরে বাগানের পাঁচিলের গা দিয়াই গ্রামের পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই দিক পানে চাহিয়া বলরাম উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ দূরে একটা গোগাড়ী দেখা দিল। গাড়ীটা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং অবশেষে বলরামদেরই সদর দরজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বলরাম হাঁকিয়া উঠিল—"কা'রা এল রে?"

কেহ জবাব দিবার পূর্ব্বেই গাড়ীর ভিতর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটি ৬।৭ বৎসরের ছোট ফুট্‌ফুটে মেয়ে ছুটিতে ছুটিতে একবারে বৈঠকখানা গৃহের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিল "তুমি ত টের পাওনি, দাদু, আমরা কখন এসেছি!—কেমন হয়েছে!"

বলরাম তার এই দৌহিত্রীটিকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। কিন্তু আজ তার আকস্মিক আগমনটা বলরামের কাছে কেন কে জানে আদবেই প্রীতিকর ঠেকিল না।

—"তোর মা এসেছে বুঝিরে, মান্তু?" ছোট্ট ঘাড়টি নাড়িয়া মান্তু বলিল—হুঁ।" "তোর বাবা ভাল আছে?" "হুঁ।"

"আচ্ছা তুই এখন বাড়ীর ভেতর যা—আমি আর একটু পরেই যাচ্ছি। তোর মাকে বলিস—একটা কাজ সেরে একটু পরেই যাচ্ছি—বুঝলি!"

"আচ্ছা!" বলিয়া মান্তু লাফাইতে লাফাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মান্তু চলিয়া গেলে পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। এইবার দূরে যেদোর অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখা দিল, কিন্তু তার সঙ্গে ত অশ্বিনী নাই! বলরামের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গেল।

যেদো দরজার সুমুখে আসিয়াই দাঁড়াইতেই বলরাম কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"অশ্বিনী কোথায়?"

"আজ্ঞে তেনাকে বড়ীতে পেলাম না।"

"তুই চেঁচিয়ে ডেকেছিলি?"

"এজ্ঞে!"

"বাড়ীতে কেউ ছিল না?"

"এজ্ঞে, একটা বুড়ীমাগী বেরিয়ে এসে বল্লে—বাড়ী নেই।"

"কোথায় গেছে জিজ্ঞেস কর্‌লি নি কেন?"

"এজ্ঞে তাও জিজ্ঞেস করিছিলুম—বল্লে, জানি না।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া বলরাম বলিল—"আচ্ছা তুই একবার নকুড়কে ডেকে আন্‌তে পারিস?—থপ্‌ করে যাবি আর থপ্‌ করে আসবি—বুঝলি।"

"যে আজ্ঞে!" বলিয়া যেদো চলিয়া গেল।

প্রায় মিনিট পনের পর যেদোর পশ্চাৎপশ্চাৎ নকুড় আসিয়া হাজির হইল।

"হ্যারে নকুড়, অশ্বিনী কোথায় গেছে বলতে পারিস্।"

"কেন সে ত ঘরেই আছে, হুজুর।"

"না, সে ঘরে নেই।"

"কে বল্লে আপনাকে?"

"আমি যেদোকে এই মাত্র পাঠিয়েছিলুম, তার পিসী বল্লে—ঘরে নেই।"

একটু হাসিয়া নকুড় বলিল—"আমি বল্‌ছি সে ঘরে আছে; আসল কথা ঘুম ছেড়ে আস্‌তে ইচ্ছে নেই।"

"বটে, তা বাবা, তুই একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস্!"

"কেন বলুন দেখি—বিশেষ দরকার আছে নাকি?"

"তা আছে বৈ কি!—আর তা'ছাড়া তোকে আর বত্তিনাথকেও দরকার—অনেক কথা আছে বুঝলি? দেরী করিস্ নে—অশ্বিনী আর বত্তিনাথকে নিয়ে এখুনি আসবি।"

প্রায় মিনিট কুড়ি পর তিন মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দিল। বলরাম গম্ভীর ভাবে বলিল—"হ্যাঁ রে অশ্বিনী তোর কি রকম

আক্কেল বল্‌ত—বাড়ীর ভেতর দিব্যি ঘুম দিচ্ছিলি—অথচ ব'লে পাঠালি, বাড়ী নেই।"

অশ্বিনী চেঁচামেঁচি করিয়া উঠিল—"কোন্ শালা মিথ্যে কথা বলে? আমি এই মাত্তর হাট থেকে ফির্‌ছি।"

"যাক্—শুনেছিস—বলাই ছোঁড়া যে আজ গয়া গেল।"

"কেন, আমার পিণ্ডি দিতে নাকি?—তা আশ্চর্য্যি নেই মশাই, যে কাজে আমাকে নামাচ্ছেন কোন্‌দিন তার হাতেই অপঘাত মৃত্যু হবে দেখছি, আর অপঘাত মৃত্যু হলে সদ্গতি ত আর হচ্ছে না, তা বাবাজী আগে থাকতেই গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে রেখে মন্দ করেছেন না।"

"নে তোর রসিকতা রাখ এখন,—কাজের কথা বলি শোন্।"

"বলুন।"

"তুইও উপস্থিত রয়েছিস্, ওরা দুজনও রয়েছে, একটা পরামর্শ কর দেখি,—আমার ইচ্ছে কি জানিস্—আজই সন্ধ্যের সময়—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই অশ্বিনী বলিয়া উঠিল—"কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?—লোকে বল্‌বে বলাই যেদিন গেল ঠিক সেই দিনই—"

"কিন্তু তা ছাড়া উপায়ও যে নেই।—সে মোটে দু তিন দিনের জন্যে গেছে—ইতিমধ্যে আমাদের সব দিক গুছিয়ে নিতে হবে ত!"

মুখ সিটকাইয়া অশ্বিনী বলিল—"মোটে দু' তিন দিন! তা হলে অবশ্য আজই কাজ শেষ করতে হয়; অন্ততঃ দুটো দিন হাতে না রেখে কাজে নামা কখনই উচিত নয়।"

"তা হলে তোরাও রাজী—কি বলিস্ নকুড়—কি বলিস্ বদ্যিনাথ ?"

"আমাদের যখন হুকুম করবেন।"

"খুব সাবধানে কিন্তু !"

"হুঁ হুঁ—সে আর বলতে হবে না।"—বলিয়া অশ্বিনী ডিবে হইতে একটা পান তুলিয়া লইয়া মুখে পূরিয়া দিল।

১৭

সন্ধ্যা হইতে আর বেশী দেরী নাই। আপনার শয়নকক্ষে শয্যার উপর পারুল চুপ করিয়া শুইয়াছিল—তার শরীরটা আজ তত ভাল নাই—গত রাত্রি হইতে একটু জ্বর হইয়াছিল। নীলমণি আজ কয় দিন হইল কোন এক ধনী যজমানের শ্রাদ্ধোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছে। পারুলের মেজ সতীনের ভাই-ঝির বিবাহ, সেও আজ কয় দিন হইল চলিয়া গিয়াছে—বাড়ী একেবারে খাঁ-খাঁ করিতেছিল। পারুলের বড় সতীন উনানের উপর পারুলের জন্য সাবু চড়াইয়া দিয়া হাতা দিয়া নাড়িতেছিলেন; দূর হইতে তাহারি শব্দ পারুলের কাণে ক্ষীণ হইয়া গিয়া পৌঁছিতেছিল—এ ছাড়া আর সব নিস্তব্ধ। এমন বুকচাপা নিস্তব্ধতা পারুল তার জীবনে কখন দেখে নাই। সারাটা দুনিয়া যেন খাঁ খাঁ করিতেছে—পারুলের বুকের ভিতরটাও আজ খাঁ খাঁ করিয়া উঠিতেছিল।—

পারুল ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। মাথার শিয়রে জানলটা খোলা ছিল—সে কি মনে করিয়া আস্তে আস্তে তাহারি ধারে গিয়া বসিল। বাহিরে যতদূর দেখা যায় কেবল অন্ধকার আর

অন্ধকার—তার আর যেন শেষ নাই!—পারুলের হঠাৎ আজ মহিমের কথা মনে পড়িয়া গেল। তার মনে হইতে লাগিল তার সুমুকে ঐ যে দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার ধূ ধূ করিতেছে—উহারি ওপারে তাদের সেই ছোট্ট কুটীরখানির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট একটি কক্ষে তাহারি মত নির্জ্জন বাতায়নের ধারে গালে হাত দিয়া বসিয়া মহিমও আজ এমনই স্তব্ধ সন্ধ্যায় বাহিরের তামসী প্রকৃতির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। পারুলের কান্না আসিতে লাগিল।

আজ প্রথম তার মনে হইল হয় ত চলিয়া আসিয়া সে ভাল করে নাই—হয় ত—কিন্তু সে ত ইচ্ছা করিয়া আসে নাই- তাহাকে ত জোর করিয়াই তাড়ান হইয়াছে। পারুল অনেক চেষ্টা করিল, যাতে মহিমের উপর তার মন হঠাৎ চটিয়া উঠে—যাতে সে নিজের মনকে মহিমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু সে পারিল না। তার চোখের সুমুখে একটি করুণ—অতি করুণ বিষাদময় মুখ ভাসিয়া উঠিল—পারুলের কান্না আসিতে লাগিল। জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া সে শয্যার উপর আসিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া ছোট মেয়ের মত করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কখন এক সময় সে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—হঠাৎ একটা তীব্র চীৎকারে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না—সে কি স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিল?—পরক্ষণেই সে বুঝিতে পারিল, না স্বপ্ন নয়—সত্যই তাহাদেরই রান্না ঘর হইতে তীব্র

একটা আর্ত্তনাদ উঠিতেছে! পারুলের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে ছুটিতে লাগিল।

রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া পারুল দেখিল,—মণির মা মেঝের উপর পড়িয়া দুই হাতে বুক চাপ্‌ড়াইতেছে এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া এক একটা তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে।—পারুলের বড় সতীন একা তাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। পারুলকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্ ছোট-বৌ, ধর শিগ্‌গির—মাগী গেল যে!—"

ও-দিকে ষষ্ঠীতলার ঘাটের ধারে লোকের ভীড় ধরে না—সকলের মুখেই কেবল "ছি ছি" আর "ছি ছি!" একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় পাড়ার যত মুরুব্বির দল বলাইয়ের কাকা বলরামকে ঘেরিয়া বসিয়া টিকি নাড়িয়া, শাস্ত্র আওড়াইয়া চেঁচাইয়া, লাফাইয়া, হাঁচিয়া কাসিয়া একটা প্রলয়-কাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছে। চারিদিক অন্ধকার—কেবল জমিদারবাড়ীর দুইজন বেহারা দুটো লণ্ঠন হাতে করিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল,—সেইটুকুমাত্র আলোকই সম্বল।

বলরাম বলিতেছিলেন—"আপনারা অত উত্তেজিত হ'লে চলবে কেন?—বিচারটা একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে করলেই ভাল হয় না কি?—আমি অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞও নই—কিছুই নই। তবে আমার মত যদি জিজ্ঞাসা করেন ত বলি, ছেলেমানুষ—ভুলে একটা অপরাধ করে ফেলেছে—ওটা এবারকার মতন—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শিরোমণি চীৎকার করিয়া উঠিল—“আপনার ঐ স্ত্রীলোকের মতন নরম মন নিয়ে সমাজশাসন চলে না মশাই—বুঝলেন !—”

বলরাম অতি বড় নিরীহের মত হাতজোড় করিয়া কেবল বলিল—“তাই ত গোড়াতেই বলেছি শিরোমণিদা আমার দ্বারা এসব কাজ হয় না। তবে কি জানেন ? অতটা কঠোর হ’বেন না। আহা একরত্তি মেয়ে—ও কি-ই বা বোঝে আর কি-ই বা জানে।”

শিরোমণি ধমকাইয়া উঠিল “আপনি চুপ করুন !”

অনেক তর্কবিতর্কের পর অবশেষে স্থির হইল, মণিকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে এবং মণির মা যদি সমাজের শাসন অমান্য করিয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তাহাকে এবং তাহার অবিবাহিতা কন্যাদুটিকে একঘরে করা হইবে—সমাজের সহিত তাহাদের আদান-প্রদান চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে।

এই ভাবে যখন বিচারকার্য্য পূরাদমে চলিতেছে, সেই সময় অদূরে ঘাটের পাশেই যে ঝাঁকড়া শিউলি গাছটা আছে, তাহারি তলায় মণি নিঃসাড় হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার চারিদিকে যে ভীষণ জনতা ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল, তাহারি গরমে এবং হট্টগোলে কখন যে সে চৈতন্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহা কাহারও জানা ছিল না। হঠাৎ সেই জনতা ঠেলিয়া একটি নারীমূর্ত্তিকে বেগে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল “কে যায়—কে যায় ?” কোন উত্তর আসিল না।

নারীমূর্ত্তি কোন দিকে দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত না করিয়া জনতা ভেদ করিয়া তেমনই বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অতি কষ্টে অচৈতন্য মণির নিকট পৌঁছিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া তার ঢলিয়া-পড়া কাদামাখা মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল। বলরাম প্রভৃতি লোকের গোলমাল শুনিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি? তোমরা অত গোলমাল করছ কেন?"

কয়েক জন চেঁচাইয়া উঠিল—"ব্যাপার যে ঠিক কি, তা আমরাও বুঝতে পারছি না, আপনারা শিগ্‌গির এইদিকে আসুন!"

গ্রামের সমাজপতির দল ভিড় ঠেলিয়া গিয়া দেখে কে একজন স্ত্রীলোক অন্ধকারে মণির মাথাটা নিজের কোলের উপর লইয়া আঁচল দিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। শিরোমণি প্রথমে কথা কহিল—কাছে গিয়া লণ্ঠনটাকে তুলিয়া ধরিয়া সে বলিল—, "ওসব ভিট্‌কিলিমি ঢের দেখছি,—পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি ক'রে এখন—"

পারুল চীৎকার করিয়া উঠিল—"আপনাদের ভেতর কি এমন একজনও পুরুষমানুষ নেই যে, এই জানোয়ারটাকে ঘাড় ধ'রে এখান থেকে বা'র করে দেয়!" সে স্বর এমনই প্রখর এবং জ্বালাময় যে, ক্ষণকালের জন্য সমস্ত গোলমাল থামিয়া গেল। তাহার পরই হঠাৎ এমনি একটা কাণ্ড বাধিয়া গেল যাহাতে সমস্ত জনতা ছিট্‌কাইয়া দৌড়িয়া চেঁচাইয়া নিমিষের

মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, তার আর দিশে পাওয়া গেল না। পারুল চাহিয়া দেখে তাহার সুমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এক বৃদ্ধ এবং তাহার পশ্চাতে ২০।২৫ জন লাঠিয়াল। বৃদ্ধ অত্যন্ত ধীর এবং সংযতকণ্ঠে বলিল, "মণিকে আমরা নিতে এসেছি মা—তোমার কোন' ভয় নেই।" তার পর ধীরকণ্ঠে ডাকিল—"মাণিক!"

"হুজুর।" বলিয়া একটি বলিষ্ঠ লোক আগাইয়া আসিল।

"তুই মণিকে আস্তে আস্তে কাঁধে তুলে নে, দেখিস্ যেন লাগে না,—আর হরিহর, তুমি লণ্ঠনটা নিয়ে আগে চল'—বুঝলে"—তারপর পারুলের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বলিল, "তুমিও আমাদের সঙ্গে এস মা!—তোমাকে আর কি বলব মা!"

পারুল জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে?"

একটু হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল "আমি?—বলাইয়ের নাম শুনেছ কখন মা? আমি হচ্ছি তাদেরই পুরোনো কর্ম্মচারী।"

পথে চলিতেই পারুল জিজ্ঞাসা করিল—"বলাই ঠিক কবে ফিরবে,—জানেন কি?"

একটু ভাবিয়া বৃদ্ধ বলিল—"বোধ হয়, দু তিন দিনের মধ্যেই ফিরবে।—ভাগ্যিস্ সে ছিল না—তা'হলে আজ কি কাণ্ড হোতো তা বলা যায় না।"

পারুল একথার কোনো উত্তর দিল না।

মণিকে বলাইদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া দোতলার একটি কক্ষে শয্যার উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যেই তাহার জ্ঞান

ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সে ভয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।—

পারুল তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল —"এখন কেমন আছ মা?" সে উত্তর দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না!

বৃদ্ধ নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল—বলিল, "আমি তা'হলে বাহিরে যাই মা—দরকার হলেই ডেকে পাঠিয়ো। তোমার কাছে মোক্ষদাকে রেখে গেলুম—ও তোমাকে ডেকে দেবে অখন।"

বৃদ্ধ চলিয়া যাইতেছিল, পারুল পিছু ডাকিয়া বলিল—"আমার একটা উপকার কর্‌তে হবে আপনাকে।"

শশব্যস্তে ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধ বলিল "কি করতে হবে, বল' মা!"

পারুল বলিল—"আমার বাপের বাড়ীতে একখানা চিঠি দেবো আপনাকে আজই কোন' লোক দিয়ে সেটা পাঠিয়ে দিতে হবে।"

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বৃদ্ধ বলিল "আচ্ছা, আমি এখুনি তার বন্দোবস্ত করছি মা।"

বৃদ্ধ চলিয়া যাইতেছিল—পারুল ডাকিয়া বলিল, "আমার নিজের দরকারে পাঠাচ্ছি না—মণির জন্যেই পাঠাচ্ছি। সেখানে আমার এক দাদা আছেন, তাঁকে আস্‌বার জন্যে পত্র লিখছি। আমার ইচ্ছে নয় এখানে মণি আর একদিনও থাকে—আপনি কি বলেন?—ব্যাপার সব বুঝ্‌তে পারছেন ত।"

ঘাড় হেঁট করিয়া বৃদ্ধ বলিল—"তা কি আর না বুঝছি মা।"

"তাই, আমার ইচ্ছে মণিকে সঙ্গে নিয়ে আমি বাপের বাড়ী পালিয়ে যাই।—আর সেই জন্যেই সেখানে পত্র পাঠাতে চাই।"

"বেশ, তুমি চিঠি লিখে রাখ মা, আমি ততক্ষণ এক গাড়ীর যোগাড় দেখিগে—", বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ চলিয়া গেলে পর পারুল কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল। সে লিখিল—

মহিম দা,

বিশেষ দরকার, তুমি এই লোকের সঙ্গে পত্রপাঠ চ'লে আসবে। গাড়ী পাঠান হলো। অন্যথা কোরো না।

ইতি—পারুল।

কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধ বলিল—"কৈ চিঠি দাও মা, আমি গাড়ী জুত্‌তে ব'লে এসেছি—তারা এখুনি বেরিয়ে পড়বে।"

পারুল চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া বৃদ্ধের হাতে দিয়া বলিল,—নাম ঠিকানা সব চিঠির উপরেই লিখে দিলুম—মহিম ভট্‌চার্য্যির বাড়ী বল্লেই সবাই দেখিয়ে দেবে অথন।" পত্র লইয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

১৮

চিঠিখানা পাঠাইয়া দিয়া নায়েব মশাই আপনার কক্ষে তক্তাপোষের উপর আসিয়া বসিল। নানান চিন্তা আজ তার মাথার মধ্যে জটলা পাকাইতেছিল। আজ ত কোন' রকমে মানরক্ষা হইল, কিন্তু কাল?—এই লইয়া নিশ্চয়ই একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধিবে। বলরাম কখনই এত অপমান নীরবে সহ্য করিবে না—ইহার প্রতিশোধ সে লইবেই লইবে। হঠাৎ কি মনে করিয়া বৃদ্ধ ডাকিল—"ভুতো!"

কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ দেহ লম্বাচওড়া একটি পুরুষমূর্ত্তি আসিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল—"হুজুর!"

"তোরা আজ সারারাত জেগে থাকিস্—বুঝলি?—আর মাণিককে বলিস, সেও যেন সতর্ক থাকে।"

"আজ্ঞে সে আর বল্‌তে হবে না—দাদাঠাকুর!" বলিয়া ভুতো চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ একাকী চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে আবার ডাকিল—"ভুতো!"

"আজ্ঞে !"

"তোরা কজন আছিস্ ?"

"আজ্ঞে—সবশুদ্ধ ২৫ জন !"

ওরা যদি এর চেয়ে বেশী লাঠিয়াল যোগাড় করে আনে ?"

"আজ্ঞে সে ভয় নেই—আমার হুকুম ছাড়া এ গাঁয়ে কোন বেটা লাঠি ছোঁবে না—এ আমি বলে দিচ্ছি, দাদাঠাকুর। আর তা ছাড়া বলাইবাবুর নাম শুনলে কোন' শালা রাজী হবে না। আপনি খাম্‌খা—"

এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল—দেওয়ান-দা !"

ভূতো এবং বৃদ্ধ দুজনে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল—।

সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া বলাই বলিল– "মণি, এখন কেমন আছে দেওয়ান-দা ?"

বৃদ্ধ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—"ভাল আছে ভাই—তা তুমি হঠাৎ—"

"হঠাৎ ভগবান ট্রেণ ফেল করিয়ে দিয়েছেন !"

"তা ভালই হয়েছে ভাই, তা যাক্, এখন হাত মুখ ধুয়ে—"

একটু হাসিয়া বলাই বলিল—"আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আমি ঠিক আছি।—আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন। নয় ?—ভাবছেন এ ছোঁড়া কৈ একটুও ত গোলমাল করছে না—কৈ লাঠি নিয়ে ত এখুনি—"

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বৃদ্ধ বলিল—"না, তা ভাব্‌ব কেন ভাই ?"

বলাই বলিল—"দেখুন দেওয়ান-দা,—এ ভালই হয়েছে—ভগবান যা করেন—ভালর জন্যেই করেন!—মণিকে ওরা ত সমাজ থেকে বা'র করে দিয়েছে?—তা হ'লে মণির ওপর ওদের আর কোন জোরই নেই—নয় কি?—বেশ, এখন যদি তাকে আমার বলে দাবী করি, তাহলে কারুর ত আর কোন বলবার থাকবে না? আপনি চুপ ক'রে রইলেন কেন—? আমি কি ঠিক বলছি না?"

"ঠিকই বল্‌ছ ভাই।"

"বেশ, তাহলে আমি তাকে যদি এখন বিয়ে করি?"

"তাহলে তারা তোমাকে একঘরে করবে।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলাই বলিল—"বড় বয়েই গেল!"

বৃদ্ধ বলিল—"তুমি সমস্ত ব্যাপার শুনেছ তা হ'লে!"

"শুনেছি বৈকি!"

"কার কাছে শুনলে?"

"পথে রামনিধির সঙ্গে দেখা হয়েছে, তার কাছ থেকেই সব শুনলুম।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল—"এ গ্রামে সত্যি সত্যি একটাও পুরুষমানুষ নেই।—ভাগ্যিস্, ছোট-কাকিমা ছিলেন, তা না হলে মণিকে কি জ্যান্ত ফিরে পেতেন?"

বৃদ্ধ কি বলিতে যাইতেছিল সে কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বলাই অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

মণি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়াছিল—সে চুপ করিয়া শুইয়াছিল। পারুল নিকটেই বসিয়া বাতাস করিতেছিল—হঠাৎ দরজার বাহির হইতে কে ডাকিল—"ছোট-কাকিমা!

পারুল সত্যই চমকাইয়া উঠিয়াছিল। সে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল—"কেও বলাই?"

হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া বলাই বলিল—"হুঁ আমি!—মণি এখন কেমন আছে কাকি-মা!"

"ভালই আছে!—কিন্তু তুমি হঠাৎ কি করে—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই বলাই বলিল, "ভগবান যখন মানুষকে ফেরান, তখন এমনি হঠাৎই ফেরান কাকিমা!—আমি আজ ট্রেণ ফেল করেছি। তা না হলে এতক্ষণে তোমাদের কাছ থেকে কতদূর চলে যেতুম—কিছুই জানতে পেতুম না।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—"আর থাকলেই বা তোমার চেয়ে বেশী আর কি করতে পারতুম কাকি-মা?"

পারুল একথার কোন জবাব দিল না।

সে রাত্রে পারুল আর বাড়ী ফিরিয়া গেল না—বলাইদের বাড়ীতেই রহিয়া গেল। গত রাত্রের হৈ চৈ এবং গণ্ডগোলে যে কথাটা একবারও পারুলের মনে হয় নাই, ভোর বেলা উঠিয়া বার বার করিয়া সেই কথাটাই তার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল।—উত্তেজনার মাথায় সে মহিমকে ফস্ করিয়া না ভাবিয়া চিন্তিয়া আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া ফেলিয়া যে দারুণ

সঙ্কোচের অবসর স্বহস্তে সৃষ্টি করিল তাহার জন্য সে ত একটুও প্রস্তুত হইয়া নাই।—বলাইয়ের অনুপস্থিতিই ছিল এই আহ্বানের কারণ এবং বলাই না আসিয়া পড়িলে একটি উৎপীড়িতা অসহায়া বালিকার বিপদাশঙ্কার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই সে তার মহিমদার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে পারিত এবং তাহাতে সঙ্কোচের কোন' কারণই থাকিত না—কিন্তু আজ ত আর সে সুবিধা নাই।

আজ যখন মহিম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে,—"আমাকে ডেকেছ কেন!" তখন সে কি উত্তর দিবে?—সে বলিবে, "দরকার ছিল তাই ডেকেছিলাম, কিন্তু এখন আর দরকার নেই?"—আর ছিঃ ছিঃ—এও কি একটা জবাব?—পারুলের কান্না পাইতে লাগিল! কেন সে মরিতে পত্র লিখিতে গেল—কেন সে যাচিয়া সাধিয়া তাহাকেই পত্র লিখিল, যে একদিনের তরেও তার খোঁজ লয় নাই,—একছত্র একটা চিঠি লিখিতেও যে অপমান বোধ করে—পারুলের মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা যাইতে লাগিল এবং এই কথা লইয়া যতই সে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল ততই তার সমস্ত চিত্তটা মহিমের প্রতি বিষাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল:—সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—আর কয়েক ঘণ্টা পরেই হঠাৎ বাহির হইতে খবর আসিবে মহিম আসিয়াছে এবং তাহার সহিত দেখা করিতে চায়। তার পরই ভিতরে আসিয়া মহিম যখন শুনিবে, কোন' দরকার নাই—একটা মিথ্যা অছিলা করিয়া ডাকাইয়া আনা হইয়াছে তখন সে নিশ্চয়ই ভাবিবে এটা একটা

ফন্দি মাত্র। সে ভাবিবে এই দুর্ব্বলচিত্ত মেয়েটা এত অপমানের পরও নিজের আত্ম-সম্মানকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না,—হয়ত আবার এক ঝলক্ নীতি উপদেশ তাহার উপর বর্ষিত হইবে।

পারুলের মনে হইতে লাগিল, তাহার পূর্ব্বে তার যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া যাইতে পারে! তার মনে হইতে লাগিল—এমন যদি হয় যে মহিম কয়েকদিনের জন্য বিদেশে কোথাও চলিয়া গিয়াছে তাহা হইলে এ যাত্রা সে একটা দারুণ সমস্যার হাত হইতে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু মহিম যে কোথাও যাইতে চায় না—সে যে ভয়ানক রকম কুণো এবং ঘরমুখো! সে নিশ্চয়ই বাড়ীতেই আছে এবং তাহার পত্রও তার হস্তগত হইয়াছে; আর একটু পরেই তো সে আসিয়া হাজির হইবে! কেন কে জানে মহিমের উপর পারুলের আজ ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল—এবং নিজের সমস্ত ব্যর্থতা, সমস্ত অশান্তি, সমস্ত নৈরাশ্যের দিকে চাহিয়া আজ নূতন করিয়া মনে মনে সে মহিমকে অপরাধী করিয়া তুলিতে লাগিল।

সকালটা এইভাবেই কাটিল। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সারিয়া পারুল বলাইকে গিয়া বলিল,—"আমি একবার বাড়ী যাবো ভাবছি,—দিদিকে না ব'লে তোমাদের এখানে রাত্তির কাটালুম—হয়ত তিনি রাগ করেছেন--"

বলাই একটা নিরেট বাঁশের লাঠিতে তেল মাথাইতেছিল—বলিল, "তা বেশ ত, যান না, কিন্তু একলা যাবেন না যেন। রতনকে সঙ্গে দিচ্ছি—সে পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

যাইবার সময় পারুল বলিল,—"আর এক কথা—দেখ আমার দাদা যদি ইতিমধ্যে এসে পড়েন—তাহলে কি বলবে জান?" বলিয়া সে একটা ঢোক গিলিয়া লইল, তারপর হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া ফেলিল,—"আমার নাম ক'রে বল্‌বে যে—অমুক আপনাকে বিশেষ কোন' দরকারে ডেকে পাঠিয়েছিল বটে—কিন্তু এখন আর দরকার নেই—বুঝলে?"

কথাটা শেষ করিয়াই পারুল চলিয়া যাইতেছিল। বলাই বলিয়া উঠিল,—"কি রকম?—আপনি বুঝি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না?" যাইতে যাইতেই পারুল বলিল,—"না!"

বলাই লাঠিগাছটা মেঝের উপর ফেলিয়া দাঁড়াইল,—ডাকিল —"আপনি একটু দাঁড়ান কাকি-মা—!" এবং নিকটে গিয়া বলিল, "তিনি যখন দেখা করতে চাইবেন?"

পারুল বলিল,—"আমার নাম করে বোলো অমুক বলেছে যে, দেখা করবার দরকার নেই।"

বলাই বলিল,—"আমি ওকথা কখনই বলতে পারব না।—ভদ্রলোক অতদূর থেকে আসছেন—"

পারুল বলিল—"কাল যেটুকু উপকার করেছি—তার বদলেও কি এটুকু পারবে না?"—তার স্বর উত্তেজনায় কাঁপিতেছিল।

পারুল যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল—"এইটুকু জেনে রেখো বলাই,—তাঁকে এতদূর এনে ফিরিয়ে দেওয়াতে তাঁর প্রতি যে নিষ্ঠুরতা করা হবে—তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিলে আমার প্রতি তার চেয়ে সহস্র গুণ বেশী নিষ্ঠুরতা করা হবে।"

১৯

বলাইদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পারুল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তার মনে হইতে লাগিল—হঠাৎ সে একটা প্রকাণ্ড ফাঁড়া কাটাইয়া আসিয়াছে এবং তাহারি জন্য একটা স্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। যে নিদারুণ দুশ্চিন্তা তাহাকে এতক্ষণ ধরিয়া ভিতরে ভিতরে পোকার মত কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছিল তাহারি হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া সে যেন হঠাৎ বাঁচিয়া গেল এবং ইহারই জন্য তার সমস্ত বুকটা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া কতকটা যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া বাঁচিল। তার সকলের চেয়ে ভয় ছিল এই যে, ঘূণাক্ষরেও মহিমের মনের মধ্যে যদি এমন ধারা একটা সন্দেহই উঠে যে, এ সমস্তই বাজে অছিলা মাত্র—আসলে তাহাকে অনেক দিন না দেখিতে পাইয়া ইত্যাদি,—তাহা হইলে লজ্জা রাখিবার জায়গা সে যে দুনিয়ার কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না—! এখন কিন্তু সে ভয় হইতে সে মুক্ত—সম্পূর্ণ মুক্ত!

বাড়ী পৌঁছিয়া পারুল দেখিল, তার বড় সতীন রান্নাঘরের সুমুখের দাওয়ার কোলে বসিয়া নিবিষ্টভাবে প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছেন।

পারুল ডাকিল—"দিদি !"

অন্নপূর্ণা কোন' উত্তর দিল না।

নিকটে আসিয়া বসিয়া পারুল আবার বলিল—"আমার ওপর রাগ করেছ নাকি, দিদি ?"

অন্নপূর্ণা তথাপি কোন জবাব দিল না।

পারুল বলিল—'মাফ চাইছি দিদি,—এবারটি ক্ষমা কর'।

অন্নপূর্ণার চোখের কোণে জল দেখা দিয়াছিল—সে ভারী গলায় বলিল—"তোদের জ্বালায় কি আমাকে দেশ-ত্যাগী হতে হবে —তাই বল দেখি !" সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় দুফোঁটা চোখের জল তার কোলের উপর আসিয়া পড়িল।

অবাক হইয়া পারুল বলিল—"ওকি !—তুমি কাঁদ্ছ নাকি কেন ? কি হয়েছে দিদি ?"

অন্নপূর্ণা তেমনি ভাঙ্গাগলায় বলিল—"পাড়ায় কি গুজব রটেছে জানিস ?"

পারুল কহিল—"গুজব যাই রটুক না কেন দিদি—আমরা ত জানি মণি তার মার মতনই সতীলক্ষ্মী—"

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিল—"আমি মণির কথা বলছি না ছোট বৌ, আমি বল্ছি তোর কথা।"

"আমার কথা ?"

"হ্যাঁ তোর কথা,—অবাক হ'য়ে রইলি যে বড় ? সেই লক্ষ্মী-ছাড়া ছোঁড়াটা—তার নামটা যে ছাই মনে আসছে না—ঐ যে—দূর কর, ছাই—"

বিরক্ত হইয়া পারুল বলিল—"চুলোয় যাক্ তার নাম, এখন কি হয়েছে তাই বল'না !"

"ঐ যে সেই ছোঁড়া, কাল মণির নামে যে মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে একঘরে করিয়েছে।"

হ্যাঁ, তা কি হয়েছে ?"

"সে আজ সকালে পাড়ার মোড়লদের কাছে বলেছে যে, তুই-ও মণির সঙ্গে মাঝে মাঝে বাঁশবনের ভেতর ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে দেখা করতিস না কি—"

পারুল কোন কথা বলিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া অন্নপূর্ণা বলিল—"আমি কি জানি না—কত বড় মিথ্যে কথাটা তারা রটিয়ে বেড়াচ্ছে ? কিন্তু তোদের উপরেই যে রাগ হয়ে যায় ;—বল্ দেখি শুধু-শুধু এই যে বদনামটা রট্‌লো, এর জের কতদূর পর্য্যন্ত গড়াবে ! তোদেরই বা কি বল্‌বো বোন্—রাগ হয় তোদের পোড়াকপালের ওপর—।"

অন্নপূর্ণা আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন—পারুল সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

তার মনে হইতে লাগিল, এই যে লাঞ্ছনা এবং অপমান সে পদে পদে ভোগ করিতেছে এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ভোগ করিবে—এ সমস্তের জন্য দায়ী কেবলমাত্র মহিম এবং একথাটা তার মনের মধ্যে যতই পাকাইয়া উঠিতে লাগিল, মহিমের উপর তার সমগ্র মনটা ততই তিক্ত এবং বিষাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এমনি করিয়া ক্রমে ৫টা বাজিয়া গেল। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া পারুল বুঝিল, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।—হঠাৎ তার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—মহিমের আসিবার সময় হইয়াছে। হয়ত সে বলাইদের বাড়ীতে এতক্ষণ আসিয়া পৌঁছিয়াছে—হয়ত এতক্ষণে বলাই তাকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে যে, পারুলের সহিত আর দেখা হইবে না। বিশেষ করিয়া এই চিন্তাটি পারুলের বেশ ভাল লাগিতেছিল,—আজ মহিম বুঝিয়া যাইবে—পারুলও কঠোর হইতে জানে এবং আত্মসম্মানজ্ঞান তার অনেকের চেয়ে বেশীই আছে।

আরও আধ ঘণ্টা কাটিল। প্রতিক্ষণে পারুলের মনে হইতে-ছিল ঐ বুঝি বলাই মহিমের আগমন সংবাদ দিতে আসিতেছে। তার এমন ভয়ও হইতেছিল, হয়ত পাগ্‌লা ছেলেটা খেয়ালের মাথায় মহিমকে সঙ্গে করিয়া লইয়া একবারে তার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবে —তাহা হইলেই কিন্তু মুস্কিল। কিন্তু বলাইকে সে যে-সব কথা বলিয়া আসিয়াছে, তার পরও কি সে এতটা সাহস করিবে?

হঠাৎ উঠান হইতে বলাই ডাকিল—"ছোট কাকিমা!"

পারুলের বুকের স্পন্দন হঠাৎ যেন থামিয়া গেল। সে কাঠের মত শক্ত হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল।

এবার দরজার কাছ হইতে ডাকিল—"কাকি-মা!"—

পারুল উত্তর দিল—"কি?" তার স্বর অত্যন্ত অস্পষ্ট। তার মনে হইতেছিল, বলাইয়ের পশ্চাতেই মহিম আছে।

ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতেই বলাই বলিল—"তিনি আসেন নি,—কেবল একখানা পত্র দিয়েছেন।"

ঘূর্ণি

"আচ্ছা ঐখানে রেখে দিয়ে চলে যাও।" বলিয়া পারুল মুখ ফিরাইয়া শুইল। তার স্বর আদৌ স্বাভাবিক নয়।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলাই ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পারুল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা যাইতেছিল। কি দারুণ অপমান! সে যাচিয়া আসিতে লিখিল, এবং জানাইল যে বিশেষ দরকার। তার উত্তরে আসিল কেবল এক টুক্‌রা কাগজ।—হয়ত তাহাতে লেখা আছে—"বিশেষ ব্যস্ত আছি, যেতে পারলাম না। সে জন্য বিশেষ দুঃখিত।" হয়ত বা লিখিয়াছে—"তোমাকে বিশ্বাস করি না,—কি দরকার খুলিয়া না লিখিলে যাওয়া সঙ্গত মনে করি না।"—এমনি আরও কত কি। হয়ত তাহার সহিত কতকগুলা নৈতিক উপদেশ আছে। পারুলের দম ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।—মনে হইতে লাগিল—এখন যদি সে মহিমকে সম্মুখে পায়, তাহা হইলে সে তার সহিত এমন কঠোর ব্যবহার করিবে, যাহার পর সে তার ছায়া পর্য্যন্ত দেখিয়া ভবিষ্যতে ভয়ে শিহরিয়া উঠিবে। কেন?—কেন?—কি অপরাধ করিয়াছে সে, যার জন্য প্রতিপদে তাহাকে এমন করিয়া পায়ে থেঁতলান হইতেছে?—গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতে গিয়া পারুল আঁচলের খানিকটা মুখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া মুখখানাকে একবারে রাঙ্গা করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। অন্ধকারে শয্যায় শুইয়া পারুল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিল। এত কান্না সে অনেক দিন কাঁদে

নাই। তার পর হঠাৎ কি মনে করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া অন্ধকারে জানলার ধারে আসিয়া বসিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পর তেজস্বিনী হইয়া কি মনে করিয়া উঠিল, এবং প্রদীপ জ্বালিয়া শয্যার একপ্রান্ত হইতে পত্রখানা তুলিয়া লইয়া পড়িতে বসিল।—এ কি!—এ ত মহিমের হস্তাক্ষর নয়,—এ কার চিঠি তবে?—পারুলের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। —তলায় লেখা রহিয়াছে—"ইতি তোমার জ্যাঠাই-মা।"

এক নিশ্বাসে পারুল পত্রখানা পড়িয়া ফেলিল—

"মা পারুল,—

তোমার পত্র পেলাম। তুমি মহিমকে যেতে লিখেছ। তোমার পত্র পেলে সে নিশ্চয়ই যেত; কিন্তু সে পত্র ইচ্ছা করেই তার হস্তগত হ'তে দিই নি। কারণ, তোমার পত্র পেলে সে যে না গিয়ে থাকতে পারবে না, তা আমি ভালমতেই জানতাম। অথচ, তার শরীর এখনও এত দুর্ব্বল যে এতটা পথ গোরুর গাড়ী ক'রে যাওয়া তার পক্ষে আদবেই নিরাপদ নয়। আজ প্রায় দুই মাস পরে ক'দিন হোলো সে পথ্য করেছে। বাঁচবার কোন আশা ছিল না,—কেবল ভগবানের কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। দেড় মাস একজ্বরী হ'য়ে শয্যাগত হয়েছিল,—দেহে আর কিছু নেই। অবশ্য ভয়ের কারণ কেটে গেছে। এখন বাড়ীর ভিতরেই একটু আধটু চলে ফিরে বেড়ায়। তোমার জ্যাঠামশাই আজ ৩।৪ দিন হোলো মহালে গেছেন,—দু এক দিনের মধ্যেই ফিরবেন। তিনি থাকলে সব কাজ ফেলে ছুটে যেতেন। মহিমকে চিঠি

দেখাই নি,—পাছে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কি করি না করি ঠিক করতে না পেরে নায়েব মশাইকে পাঠালাম।—নায়েব মশাই ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। ইতি—

তোমার—জ্যাঠাই-মা।

পত্র পাঠ করিয়া পারুল কিছুক্ষণের জন্য পাথরের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল,—তার পর হঠাৎ ছোট মেয়ের মত ডুক্‌রে' কাঁদিয়া উঠিল।

রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন—"ওকি কি হয়েছে তোর?—অমন ক'রে কেঁদে উঠলি যে বড়!"

"না কিছু হয় নি।"—বলিয়া পারুল নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল।

সে রাত্রে শয্যায় শুইয়া পারুল নিজের মনের সহিত অনেক বোঝাপড়া করিল। এত দুর্ব্বল হইলে চলিবে না। মহিমকে তার দরকার ছিল—নিজের জন্য নয়—মণির জন্য। নিজের জন্য হইলে সে কাহারও সাহায্য চাহিত না;—পরের জন্য বলিয়াই এ দীনতা স্বীকার করিতে সে কুণ্ঠিত হয় নাই। বলাই আসিয়া পড়িয়াছে, এখন আর কাহারও সাহায্যে তাহার প্রয়োজন নাই। মহিমকে পত্র দেখান হয় নাই, ভালই হইয়াছে। সে আসিয়া পড়িলে কি অপ্রস্তুতই না হইতে হইত; বলিতে হইত, কিছুপূর্ব্বে দরকার ছিল বটে—এখন কিন্তু আর দরকার নাই—অতএব বাড়ী ফিরিয়া যাও!—এ কথা মনে করিতেও সে শিহরিয়া উঠিল,—মস্ত বড় একটা বিপদের হাত হইতে সে আজ বাঁচিয়া গিয়াছে;—কিন্তু কেন কে জানে, আজ আর কিছুতেই সে মহিমের উপর রাগ

করিয়া থাকিতে পারিতেছে না, রোগ-জীর্ণ দুর্ব্বল মহিম!—দেহটা আজ তার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু মনটা যে তার বহুপূর্ব্বেই ভিতরে ভিতরে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একবারে তচ্‌নচ্‌ হইয়া গিয়াছে—আজ বাহিরে তাহারি ধ্বংসলীলা দেখিয়া চমকাইলে চলিবে কেন?—পারুলের মন মহিমের জন্য সহানুভূতি ও করুণায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।—আজ প্রথম তার মনে হইতে লাগিল,—সে শুধু কেবল এতদিন ধরিয়া নিজের কথাই ভাবিয়া আসিয়াছে—একবারও মহিমের কথা ভাবিয়া দেখে নাই।—তাই এত অভিমান, এত বিষ তার অন্তঃকরণকে এমন করিয়া পলে পলে দগ্ধ করিয়া দিয়াছে।—ছেলেবেলাকার সেই মহিম-দা তার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই বলাইকে ডাকাইয়া পারুল বলিল—"মণির সম্বন্ধে কি ঠিক করলে, বলাই?"

তাল ঠুকিয়া বলাই বলিল, "কেন, আমি তাকে বিয়ে করব!—আমি কাউকে ভয় করি নাকি?—" আরও কি বলিতে যাইতেছিল, পারুল বলিল—"কিন্তু কোষ্ঠীর কথাটা ভেবে দেখেছ?"

বলাই হুঙ্কার দিয়া উঠিল—"ব'য়ে গেল,—ভারি ত,—না হয় ম'রেই যাব!—আমি মরণকে অত ডরাই না ছোট কাকি মা!" এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ সুরটাকে নিতান্ত খাদে নামাইয়া লইয়া অত্যন্ত নিস্তেজ ভাবে বলাই বলিল—"মণি কিন্তু আমাকে চায় না, কাকি-মা।—তাকে বিয়ের কথা বলতে সে কোন উত্তর দিলে না—কেবল কাঁদতে লাগলো।"

পারুল কোন' কথা বলিল না—কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হুঁঃ !

দ্বিপ্রহরে বলাইদের বাড়ী গিয়া মণিকে একলা পাইয়া পারুল বলিল—"তোর সঙ্গে একটা কথা আছে মণি !" মণি কোন' কথা বলিল না, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

পারুল বলিল—"বলাই তোকে বিয়ে করতে চায়, তোর কি মত জানতে চাই।"

মণি কোন কথা বলিল না, পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে পারুল বলিল —"আমাকে পর ভাবিস্ নে মণি ! মনের কথা খুলে বল্—লজ্জা করবার সময় এ নয় !"

মণি বসিয়াছিল, ধীরে ধীরে পারুলের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইল। তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে পারুল বলিল—"লক্ষ্মী মা আমাকে বল্ !"

পারুলের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়াই মণি বলিল—"আমি পারবো না কাকি-মা, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও !"

স্নেহার্দ্রকণ্ঠে পারুল বলিল—"কি পারবি না মণি ?"

কোন' উত্তর আসিল না,—কেবল একটা চাপা কান্নার বেগে মণির সমস্ত শরীর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

পারুল কোন কথা বলিল না—বলিতে পারিলও না ;—কেবল নীরবে মণির ছোট্ট মাথাটি তুলিয়া লইয়া বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে চাপিয়া ধরিল।—এ দুঃখ সে ছাড়া কে বুঝিবে ?

সে রাত্রে পারুলের ঘুম হইল না। এখন তার কি করা কর্ত্তব্য ?—গ্রামের মোড়লেরা তাহার সম্বন্ধেও নাকি অনেক কথা দয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন—এবং ঠিক হইয়াছে তাহাকে নাকি এ যাত্রা ক্ষমা করা হইবে!—আজ তার নিজের জন্য দুঃখ করিতেও অপমান বোধ হইতেছে!—কিন্তু সে কথা এখন থাক্!—মণির জন্যই আজ তার নারীহৃদয় ভিতরে ভিতরে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে।—অসহায়া মণি!—দুনিয়ায় সব চেয়ে যাকে সে ভালবাসে—তাকেই আজ সে সবচেয়ে তফাৎ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়,—নিজের জন্য নয়—তাহারি জন্য। ঠিক এমনি করিয়াই মহিম-দা একদিন তাকে তফাৎ করিয়া দিয়াছে—ঠিক এমনি করিয়া!—কিন্তু আর নিজের কথা নয়! এখন এই ক্ষুদ্র বালিকাটির জীবনের ধারা কোন খাতে প্রবাহিত হইবে? কোথায় এর পথ? বলাইয়ের সহিত মণির বিবাহ হইতে পারে না—অসম্ভব! বলাইয়ের স্বর্গীয়া মাতার আসনে নিজেকে কল্পনায় বসাইয়া পারুল মনে মনে বিশ হাত পিছাইয়া আসিল,—অসম্ভব, অসম্ভব! কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কোথায়?—কোথায় ইহার পরিসমাপ্তি? পারুল আজ নিজের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। নিজেকে লইয়া মানুষ আর কত বিব্রত হইতে পারে? চিরকাল কেবল নিজের অভাব অভিযোগের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আজ সে শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন। আজ অপর একজনের কথা ভাবিতে বসিয়া সে যেন মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে। তার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা হাঁফ ছাড়িবার মত স্থান সে আবিষ্কার করিয়া

ফেলিয়াছে। এই যে পরের জন্য দুশ্চিন্তা এর মধ্যে বেদনা আছে, কিন্তু আঘাত নাই। ইহার মধ্যে করুণ—অতিকরুণ একটি সুর আছে কিন্তু তাহা মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে না।—একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া পারুল বাঁচিল। মনটা যেন তার হঠাৎ বন্দি-শালার গুমোট হইতে মুক্তবায়ুর মধ্যে আসিয়া বাঁচিল।

জানালার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছিল—দ্বিতীয়ার পূর্ণ নিটোল চন্দ্রখানি নির্ম্মল উদার শারদগগনে তার অন্তরের সমস্ত সুষমা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছে ;—কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ নাই।

পারুলের আজ মনে হইতে লাগিল—সেও আজ অমনিই উদার,—অমনিই নির্ম্মল। আজ নিজেকে সে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে চায়। হঠাৎ কেন কে জানে, তার মনে হইয়া গেল—মণির সহিত মহিম-দার বিবাহ হইলে ত বেশ হয়! এ চিন্তা তার নিকট আজ এতই সহজ এবং স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল—যেন ইহার মধ্যে কোথাও কোন’ অপূর্ব্বতা নাই।

পরদিন ভোর বেলা উঠিয়াই বলাইকে ডাকাইয়া পারুল বলিল—“মণির সম্বন্ধে কি ঠিক্ করলে ?”

বলাই বলিল—“নতূন কিছুই ত ভাবিনি কাকি-মা !”

পারুল বলিল—“আমি কিন্তু ভেবেছি, বলাই।”

কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়াই বলাই বলিল—“কি ঠিক করলেন কাকি-মা ?”

প্রশান্ত স্বরে পারুল বলিল—“মহিম-দার নাম তুমি বোধ হয় শুনেছ ? তুমি তাঁকে চেন না—আমি কিন্তু চিনি।—অতবড়

মানুষ আমি জীবনে কখন' দেখিনি বলাই ;—দেবতারাও অতবড় কি না জানি না !”—তারপর অত্যন্ত সহজকণ্ঠে পারুল বলিল—“আমার ইচ্ছে তাঁর-ই সঙ্গে মণির বিয়ে দিই।”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অত্যন্ত গম্ভীর এবং সংযতকণ্ঠে বলাই বলিল—“বেশ তাই হোক্ !—সে যখন আমাকে—”

এই অবধি বলিয়াই হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলাই বলিয়া উঠিল—“আমার আবার বিয়ে—হুঃ !—বলে কবে কোথায় আছি তার ঠিক নেই !—দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি—কুস্তি লড়ে বেড়াচ্ছি, ও-সব ঝঞ্ঝাট কি আমার মতন লোকের পোষায়, কাকি-মা !—এই দেখ না ১২ দিন পরেই ছুটেছি এলাহাবাদে,—দঙ্গল লড়তে হবে, চালাকি ত আর নয়।” এই অবধি বলিয়াই সে হঠাৎ থামিয়া গেল।—তার বড় বড় চক্ষু দুটি দিয়া দুফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; আধ আলো আধ অন্ধকারে একটা গোরুর গাড়ী মহিম ভট্চায্যের বাড়ীর সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই একটা স্ত্রীলোকের পশ্চাতে পশ্চাতে একটী যুবক এবং অপর একটী স্ত্রীলোক ছাউনীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া কোন দিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর অন্ধকার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর ভিতর সর্ব্বত্রই অন্ধকার ; কেবল ঘরে মিট্‌মিট্ করিয়া একটি আলো জ্বলিতেছিল। তিনটি প্রাণী সেই দিকেই নীরবে অগ্রসর হইতেছিল—হঠাৎ একটি বৃদ্ধকে অন্ধকারে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া অগ্রগামিনী স্ত্রীলোকটি

অন্ধকারেই ডাকিয়া উঠিল—"জ্যাঠামশায় না?" এবং পরক্ষণেই নিকটে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেখাদেখি আর দুটি প্রাণীও অন্ধকারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

বৃদ্ধ কালীপ্রসন্ন পারুলকে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন—"তুই যে হঠাৎ এমন সময়?"

অত্যন্ত করুণ এবং আর্দ্রকণ্ঠে পারুল বলিল—"আমাকে কি আসতেও নেই জ্যাঠামশাই?" পরক্ষণেই সহজ স্বাভাবিক স্বরে বলিল—"মহিম-দা এখন কেমন আছে জ্যাঠামশাই?"

তৎক্ষণাৎ সুমুখের ঘরখানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মহিম বলিয়া উঠিল—"কার সঙ্গে কথা কইছেন, জ্যাঠামশাই?"

ছুটিয়া গিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া পারুল বলিল—"এখন কেমন আছ মহিম-দা?" সে স্বর স্নেহ-মমতায় পূর্ণ।

"ভাল আছি, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?—ভেতরে এসে বস না!" তার পরই হঠাৎ অপরিচিত যুবক এবং কিশোরীটির দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই বলিয়া উঠিল—"ওঁদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস্—কি আক্কেল তোর পারুল?"

কালীপ্রসন্ন কি বলিতে যাইতেছিলেন—বাধা দিয়া পারুল বলিয়া উঠিল—"ওরা ঘরের লোক ওদের জন্যে তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না।"—কথাটা শেষ করিয়াই পারুল মহিমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুমুখের ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতেই ডাকিল—"বলাই, মণি, ঘরের ভেতর আয়!"

ঘরের মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া একটা হ্যারিকেন জ্বলিতেছিল, মহিম শশব্যস্তে একটা মাদুর বিছাইয়া দিবার প্রয়াস করিতেই পারুল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"তুমি বসো মহিম-দা,—আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।" বলিয়া মহিমের হাত হইতে গুটান মাদুরখানা ছিনাইয়া লইয়া মেঝের উপর বিছাইয়া দিতে দিতে মহিমের রোগজীর্ণ করুণ মুখখানির দিকে চাহিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল।

সকলে বসিলে কালীপ্রসন্ন পারুলকে প্রায় নিজের কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন "তোর ব্যাপার খানা কি বলত রে, পাগলী! আমি আজ এই সবে মহাল থেকে ফিরছি. বাড়ী পৌঁছেই তোর চিঠি পেলুম; তুই যদি আজ না আস্‌তিস্—তাহলে কাল ভোরেই রওনা হ'তুম।'

মহিম অবাক হইয়া শুনিতেছিল। সে এ সকলের বিন্দুবিসর্গও জানিত না। আর সেই কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া পারুল বলিল—"আমি কি জানি মহিমদার এত অসুখ গেছে - তা'হলে কি আর চিঠি লিখ্‌তুম্!"

মহিম বলিয়া উঠিল—"তুই চিঠি লিখেছিলি? কৈ তা ত আমি জানি না!"

একটু হাসিয়া কালীপ্রসন্ন বলিলেন—"তোর জ্যাঠাইমা সে চিঠি তোকে দেখায়নি,—পাছে তুই ব্যস্ত হ'য়ে উঠিস্।" ছোট্ট এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া মহিমের হাতে দিয়া পারুলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমার কিন্তু বড্ড ভাবনা হয়েছিল, মা!—অবশ্য নায়েব মশাই বল্লেন—সবাই ভালই আছে—স্বচক্ষে

দেখে এলুম, চিন্তার কারণ নেই,—আমি কিন্তু একটুও নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনি।—এখন ব্যাপারখানা কি খুলে বল্ দেখি শুনি ?"

পারুল তখন বলাই এবং মণির পরিচয় দিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুটিনাটি করিয়া বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিল—"এ মেয়েটির একটা বন্দোবস্ত তোমাদের ক'রে দিতে হবে, জ্যাঠামশাই !"

ঘরখানা সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল।—কিছুক্ষণ পর মহিম বলিয়া উঠিল—"এর কি কোন' প্রতিকার নেই, জ্যাঠামশাই ?" তার স্বর উত্তেজনায় কাঁপিতেছিল।

বৃদ্ধ কালীপ্রসন্ন গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"অত উত্তেজিত হ'স্ নে মহিম,—তোর শরীর এখনও বড্ড দুর্ব্বল !"

পারুল বলিয়া উঠিল—"তুমি চুপ কর মহিম-দা,—এর প্রতিকার করব বলেই তোমাদের কাছে এসেছি, জ্যাঠামশাই !—আমার নিজের জন্যে কোন' দিন তোমাদের কাছ থেকে কিছু চাইনি—চাইতে পারিনি। আজ কিন্তু তোমাদের কাছে এই মেয়েটির জন্যে কোন' কিছু চাইতেই আমার সঙ্কোচ বোধ হচ্ছেনা—এতটুকুওনা! আজ আর তোমাদের ওপর আমার একটুও অভিমান নেই, মহিম-দা—এতটুকুও না !—তোমরা হয়ত অবাক হয়ে যাচ্ছ—হয়ত ভাবছ এই অস্থিরমতি মেয়েটা আবার কি নতুন পাগলামী সুরু করে দিলে !—তা নয় জ্যাঠামশাই—তা নয় !—আমি বেশ বুঝতে পেরেছি—মানুষ নিজের জন্যে যে কষ্ট ভোগ করে তা তার পক্ষে বোঝার মত হয়ে দাঁড়ায় ; কিন্তু সেই একই দুঃখ

মানুষ যখন অপরকে ভুগ্‌তে দেখে,—তখন সেই দুঃখটাতে ভাগ বসিয়ে মানুষ নিজের বোঝা একনিমেষে হাল্কা করে ফেলতে পারে।—আমার মন আজ যেন বলছে—'তোর দুঃখটা দুঃখই কেবল, তাই তোর মনকে এতদিক থেকে ছোট করে ফেলেছে। তাই তোর এত অভিমান, এত সঙ্কোচ, এত দুর্ব্বলতা, এত কুণ্ঠা।—ঐ দুঃখটাই অপরের জন্যে বুক পেতে নে দিকিন্—দেখবি কোথাও সঙ্কোচ নেই, কোথাও কুণ্ঠা নেই! সেইখানেই ত মানুষ নিজেকে বড় ক'রে পায়—সেইখানেই ত মানুষ নিজের ছোট-আমিকে বৃহত্তর আমিত্বের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণ করে পায়। আমি আজ তা পেয়েছি মহিম-দা, সত্যি সত্যি পেয়েছি!—তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর', এ যদি আমার পাগলামীও হয়—ত সে পাগলামী যেন আমার কোন' দিন না ঘোচে।"

ঘরখানা খানিকক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মহিম বলিল—"আমি তোকে চিনি পারুল—বোধ হয় তুই নিজেও নিজেকে অতখানি চিনিস্ না। আশীর্ব্বাদ করবার যদি আমার কোন' অধিকার থাকে তা'হলে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোকে আশীর্ব্বাদ করছি—কোন' অশান্তি যেন তোর মনকে একমুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত করতে না পারে।"

অখণ্ড শ্রদ্ধার সহিত আঁচলখানি গলায় জড়াইয়া পারুল মহিমকে প্রণাম করিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তুইও আমার মহিম-দাকে প্রণাম কর, মণি!"

কাহারও মুখে একটি কথাও নাই। সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পারুল বলিয়া উঠিল—"আমার আর একটি ভিক্ষা তোমার কাছে আছে মহিম-দা,—বল' ফেরাবে না!"

অপলক দৃষ্টিতে পারুলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহিম বলিল—"বল্ পারুল—আমি তোকে কি দিতে পারি,—আজ তোকে অদেয় আমার কিছুই নেই, বোন্!" তারপর সহসা কালীপ্রসন্নের মুখের দিকে চাহিয়া মহিম বলিয়া উঠিল—"সত্যি জ্যাঠামশাই আমার মনে হচ্ছে—দুনিয়ায় আমার মত নিশ্চিন্ত আজ কেউ নেই। আজ এর বিনিময়ে জগতের এমন কোন' দুঃখ নেই যা আমি হাসিমুখে বরণ করে নিতে না পারি—"

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়াই পারুল বলিয়া উঠিল—"মণিকে আজ তোমার পায়ে রেখে দিয়ে যেতে এসেছি মহিম-দা!—আমার এ দান তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে।"

আবার কিছুক্ষণের জন্য ঘরখানা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সহসা সে নিস্তব্ধতাভঙ্গ করিয়া মহিম বলিয়া উঠিল—"তোর দান মাথায় করে নিলুম, পারুল!" তার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।
